জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

মৃত্যু ২৫০০!

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে মৃতের সংখ্যা ২৫০০ ছাড়াবে। এর মাঝেই শুক্রবার ফের ভূমিকম্প জালালাবাদে। রিখটার স্কেলে ৫.৬। এই নিয়ে তৃতীয়বার কম্পন। ফের মৃত্যুর সম্ভাবনা প্রবল

নিম্নচাপের বিদায়

অবশেষে বাংলা থেকে বিদায় নিয়েছে নিম্নচাপ। তাপমাত্রা নেমেছে স্বাভাবিকের নিচে। কিন্তু আর্দ্রতা বেশি থাকায় অস্বস্তিও রয়েছে। তবে সেপ্টেম্বরের শেষে অতিবৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে

চিনার পার্কের হোটেলে আগুন আক্রান্ত হলেন চিত্র-সাংবাদিক

রাজ্য পুলিশের তদন্তে বেআইনি অস্ত্রের হদিশ, গ্রেফতার ৩ ভাই

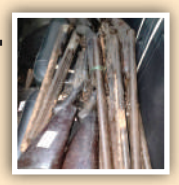

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ১০৪ ● ৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ ● ২০ ভাদ্র ১৪৩২ ● শনিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ২০ পাতা ● Vol. 21, Issue - 104 ● JAGO BANGLA ● SATURDAY ● 6 SEPTEMBER, 2025 ● 20 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

প্রথম দফায় ৩.১৯ লক্ষ এবং দ্বিতীয় দফায় ২.৪৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী

চক্রান্ত উড়িয়ে কাল শুরু ৩৫,৭২৬ পদে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা

প্রতিবেদন : ৭ সেপ্টেম্বর এবং ১৪ সেপ্টেম্বর ৩৫,৭২৬টি পদে নিয়োগের পীরক্ষা। পরীক্ষা দেবেন ৫ লক্ষ ৬৫ হাজার পরীক্ষার্থী। তার মধ্যে নবম-দশমের জন্য পরীক্ষা দেবেন ৩ লক্ষ ১৯ হাজার এবং একাদশ-দ্বাদশের জন্য ২ লক্ষ ৪৬ হাজার পরীক্ষার্থী। নবম-দশমের শূন্যপদ ২৩,২১২টি এবং একাদশ-দ্বাদশে শূন্যপদ ১২,৫১৪টি। দুটি ক্ষেত্রেই ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ ধরে শূন্যপদের সংখ্যা প্রকাশ করেছে কমিশন। পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য দিনরাত এক করে কাজ করছে স্কুল সার্ভিস কমিশনের পাশাপাশি প্রশাসন। প্রথম পরীক্ষার ঠিক আগে জাগোবাংলাকে প্রস্তুতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিষয় জানালেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান সিদ্ধার্থ মজুমদার।

ফের গুজব এবং পুলিশের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া। কী বলবেন?

■ গুজব নিয়ে যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা পুলিশ নিয়েছে। তবে এসএসসির তরফে বলতে পারি, আমাদের প্রশ্নপত্র, খাতা এবং আনুষঙ্গিক সবকিছুই সুরক্ষিত।

কী ধরনের ব্যবস্থা?

■ ট্রেজারি থেকে প্রশ্নপত্র পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়া, সমস্ত নিয়ম অনুসরণ করার জন্য যে সমস্ত করার তা নেওয়া হয়েছে।

আর প্রশাসনিক?

■ এটা এক অভাবনীয় কাজ। দায়িত্বে থেকে পুরো বিষয়টা দেখছি বলে বুঝতে পারছি। যাকে বলে ময়দানে নেমে প্রশাসন সুষ্ঠু পরীক্ষা করতে বদ্ধপরিকর। নিরাপত্তা আছে। পরীক্ষার দিন পরিবহণ ব্যবস্থা যাতে স্বাভাবিক থাকে তার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। এমনকী যদি কোথাও যদি অতিবৃষ্টিতে সেতু ভেঙে যাওয়ার কারণে পরীক্ষার্থীদের অসুবিধা বুঝেছে প্রশাসন তাহলে দ্রুত সেতু মেরামত বা বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে। জল জমে থাকলে তা নামাতে পাম্প বসানো হয়েছে। জঙ্গলমহল এলাকায় হাতির হামলা থেকে বাঁচিয়ে পরীক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়ার জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রশাসন পরীক্ষাকেন্দ্রের লাগোয়া হাসপাতাল বা নার্সিংহোমের সঙ্গেও কথা বলেছে। পরীক্ষার্থীরা অসুস্থ হলে যাতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়। থাকছে অ্যাম্বুল্যান্সও।

আর একটু সময় পেলে ভাল হত?

■ আসলে মামলায় জেরবার হয়েছে এসএসসি। (এরপর ১২ পাতায়)

পরীক্ষার্থীরা মনে রাখুন

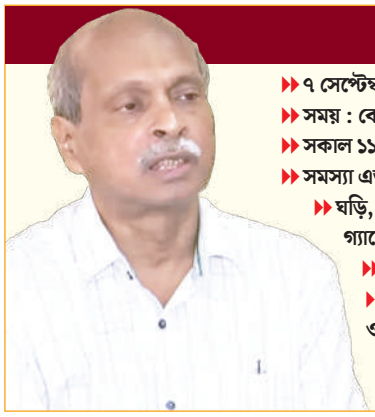

- ৭ সেপ্টেম্বর নবম-দশম এবং ১৪ সেপ্টেম্বর একাদশ-দ্বাদশের পরীক্ষা
- সময় : বেলা ১২টা থেকে দুপুর ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত
- সকাল ১১টার মধ্যে আসতে হবে, বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটের মধ্যে গেট বন্ধ হয়ে যাবে
- সমস্যা এড়াতে ১০টার মধ্যেই পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে
- ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, লগ টেবিল, মোবাইল ফোন বা কোনওরকম ইলেকট্রনিক গ্যাজেট নিয়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে যাওয়া যাবে না
- একটা জিনিসও পাওয়া গেলে সঙ্গে সঙ্গেই ওই প্রার্থীর পরীক্ষা বাতিল হবে
- স্বচ্ছ বোতলে পানীয় জল, নীল বা কালো কালির কলম, কমিশনের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা প্রবিশনাল অ্যাডমিট কার্ড রাখতে হবে
- আসল পরিচয়পত্র যেমন ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সঙ্গে আনতে হবে
- এসব কাগজপত্র স্বচ্ছ ফোল্ডারে রাখতে হবে

গুজব ছড়াতেই তৎপর পুলিশ, ধৃত অভিযুক্ত

প্রতিবেদন : স্কুল সার্ভিসের পরীক্ষার ৪৮ ঘণ্টা আগে দায়িত্ব নিয়ে চক্রান্তকারীরা নেমে পড়ল মিথ্যাচার আর গুজবে। তাদের সঙ্গে যে বিরোধী দলের যোগাযোগ পাওয়া যাবে, এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই। তৎপর পুলিশ-প্রশাসন সময় না দিয়েই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। অরিন্দম পাল নামে ওই ব্যক্তি ফেসবুকে একটি পোস্ট করে মিথ্যা গুজব ছড়ানো শুরু করে। বলা হয়, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও উত্তর তার কাছে রয়েছে। ঘটনা নজরে পড়তেই পশ্চিম মেদিনীপুর (এরপর ১২ পাতায়)

■ ধৃত অভিযুক্ত অরিন্দম পাল

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ— 'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

বন্দনা

বন্দনা করবার
নেই যাদের কোনো অভিলাষ
তারা নাকি করবে
ভাষাকে দ্বিখণ্ডিত।
জাতিকে ভূলুণ্ঠিত করা
যাদের নেশা ও পেশা,
তারা নাকি করবে
জাতীয় অভ্যুদয়!
বিদ্বেষ ও বিদ্বেষী স্বপ্ন যাদের
দিবাস্বপ্ন—তারা নাকি দেখবে পূর্ণিমা?
সূর্যগ্রহণের গ্রাসে যারা গ্রাসাচ্ছাদিত,
তারা বলছে করবে সূর্য প্রণাম।
বিভীষিকার জন্মলগ্ন যাদের ঔদ্ধত্যের মণিহার,
তারা আবার দেখবে জাগরণ?
সভ্যতা ও সংস্কৃতির অভ্যুদয়
যাঁদের সংস্কৃতির ফসল নয়,
তাঁরা করবেন সাহিত্য চর্চা!

হাসপাতালেই চিকিৎসা চলছে আহত মার্শালের

■ চিকিৎসাধীন মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবেদন : বিজেপির অসভ্যতায় আহত বিধানসভার মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায় এখনও হাসপাতালে। চলছে চিকিৎসা। এতটাই অসুস্থ যে চিকিৎসকরা সঙ্গে মোবাইলও রাখতে দিচ্ছেন না। বৃহস্পতিবার ঠিক কী ঘটেছিল? বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন অভব্য এবং রীতিবিরুদ্ধ কাজ করার কারণে কয়েকজন বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। এরপর মার্শাল ডেকে তাঁদের বের করে দেওয়ার সময়েই ঘটে বিপত্তি। বিজেপি বিধায়করা ঘিরে ধরেন মার্শালকে। ধাক্কা দেন। কেউ কেউ ভিড়ের মধ্যে হাতও চালান। পড়ে যান দেবব্রতবাবু। পায়ে, কোমরে এবং বুকে চোট লাগে। ব্যথায় কিছুটা আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। দ্রুত নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম-এ। ভর্তি করা হয় আইসিউতে। চলছে চিকিৎসা। ২৪ ঘণ্টা পরে সামান্য উন্নতি হলেও এখনও বসতে কষ্ট হচ্ছে (এরপর ১০ পাতায়)

বিজেপির ষড়যন্ত্র রুখবে বাংলাই

■ ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ডোরিনা ক্রসিংয়ে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ধরনা। শুক্রবার। — সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রতিবেদন : মায়ের ভাষা। বাংলাভাষা। মাতৃভাষা। আর সেই ভাষার উপরেই দেশ জুড়ে ঘৃণা-বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছে বিজেপি। ভিনরাজ্যে কাজ করতে গিয়ে ক্রমাগত আক্রান্ত বাংলাভাষী শ্রমিকরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে সেই অত্যাচারের প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে সারা বাংলা। ধর্মতলায় ডোরিনা ক্রসিংয়ে লাগাতার চলছে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ। সেনাকে সামনে রেখে বিজেপি মেয়ো রোডের প্রতিবাদ-মঞ্চ খুলে দেওয়ার পরই নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ডোরিনা ক্রসিংয়ে লাগাতার (এরপর ১২ পাতায়)

মুম্বই পুলিশকে ফোন, হুমকি জঙ্গি হামলার

প্রতিবেদন : ফের মুম্বইয়ে হামলার হুমকি! ট্রাফিক পুলিশের হেল্পলাইন নম্বরে ফোন করে হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছে। হুমকিতে লস্কর-ই-জেহাদি নামে একটি সংগঠনের পরিচয় দিয়ে বলা হয়েছে, মুম্বইয়ে নাকি ঢুকে পড়েছে ৩৪ জন মানববোমা ও ৪০০ কেজি আরডিএক্স। এছাড়াও ১৪ জন জঙ্গি পাকিস্তান থেকে মুম্বইয়ে ঢুকেছে বলেও দাবি করা হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বরে এই ফোন আসার পরেই পুলিশি তৎপরতা তুঙ্গে। দিকে দিকে তল্লাশি-অভিযান। তবে সন্ধে পর্যন্ত কিছু মেলেনি। পুলিশের অনুমান, এটা কোনও ভুয়ো হুমকি বার্তা। তবে (এরপর ১২ পাতায়)

নানা রকম

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

6 September, 2025 • Saturday • Page 2 || Website - www.jagobangla.in

তারিখ অভিধান

২০১৯
রবার্ট মুগাবে (১৯২৪-২০১৯) এদিন প্রয়াত হন। এই মার্কসবাদী জাতীয়তাবাদী সবচেয়ে বেশি সময় ধরে জিম্বাবোয়ের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৯৮০-'৮৭ তিনি নবগঠিত দেশটির প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব সামলেছেন। ১৯৮৭-২০১৭ তিনি ছিলেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট। দেশে একদলীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর উদ্ধত ঘোষণা, "আমি কোনওদিন আত্মসমর্পণ করব না। জিম্বাবোয়ে আমার।" সামরিক ও রাজনৈতিক চাপের কাছে নতিস্বীকার করে ২১ নভেম্বর, ২০১৭-তে পদত্যাগে বাধ্য হন।

১৯৭২
উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ (১৮৬২-১৯৭২) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সংগীতজ্ঞ। বাবা আলাউদ্দিন খান নামেও পরিচিত ছিলেন। সেতার ও সানাই এবং রাগ সংগীতে বিখ্যাত ঘরানার গুরু হিসেবে সারা বিশ্বে তিনি প্রখ্যাত। মূলত সরোদই তাঁর শাস্ত্রীয় সংগীতের বাহন হলেও সাক্সোফোন, বেহালা, ট্রাম্পেট-সহ বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত।

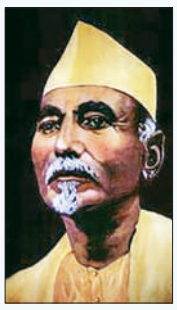

১৯৯৮
আকিরা কুরোসাওয়া (১৯১০-১৯৯৮) প্রয়াত হন। প্রখ্যাত জাপানি চলচ্চিত্র পরিচালক, প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার। বিংশ শতাব্দীর সেরা পরিচালকদের অন্যতম। প্রথম ছবি ১৯৪৩-এ সানশিরো সুগাতা এবং শেষ ছবি ১৯৯৩ তে মাদাদাইয়ো। দুটি ছবিই সেরা বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করে।

১৯৮৮
টমাস গ্রেগরি এদিন যখন ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে তখন তার বয়স মাত্র ১১ বছর ৩৩০ দিন। সে-ই সবচেয়ে কম বয়সে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করার কৃতিত্ব অর্জন করে।

১৭৬৬
জন ডালটন (১৭৭৬-১৮৪৪) এদিন ইংল্যান্ডে জন্মগ্রহণ করেন। রসায়নশাস্ত্রে তাঁর অ্যাটমিক থিওরি একটি যুগান্তকারী অবদান। আকাশের রং থেকে শুরু করে আলোকের প্রতিসরণ, প্রতিফলন, ইংরেজি ব্যাকরণের সাহায্যকারী ক্রিয়াপদ থেকে শুরু করে পার্টিসিপল, সবকিছু নিয়েই তিনি গবেষণা করেছেন। আজীবন অকৃতদার এই মানুষটির বন্ধুবান্ধব ছিল হাতেগোনা। একেবারে সাধারণ মানুষের মতো জীবন কাটাতেন এই বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী।

১৮৮৯
শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর দাদা তিনি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের স্বরাজ্য দল গঠনের সময় থেকে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের শুরু। বহুবার জেল খেটেছেন। কেন্দ্রীয় আইনসভায় কিছুদিন বিরোধী দলের নেতা ছিলেন। ১৯৪৬-এ গঠিত ভারতের অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় মন্ত্রীও ছিলেন। লিওনার্ড গর্ডন সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র, এই দুই ভাইয়ের ব্রিটিশ বিরোধী ভূমিকা নিয়ে একটি বই লিখেছেন, নাম 'ব্রাদার এগেনস্ট দ্য রাজ'।

১৯৬৫
ভারতীয় সেনা এদিন লাহোরের কাছে ইন্দো-পাক সীমান্ত অতিক্রম করে পাকিস্তানে প্রবেশ করে। পাকিস্তানের হামলার জবাবে ভারতীয় সেনার এহেন বিক্রম দেখে আতঙ্কিত রাষ্ট্রসংঘ যুদ্ধবিরতির অনুরোধ জানায়। একই সঙ্গে লাহোরের বাসিন্দাদের অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে বলে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ তুঙ্গ মুহূর্তে পৌঁছয়।

১৬৫৭
মুঘল বাদশাহ শাহজাহান এদিন আচমকা অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে তাঁর চার ছেলের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে লড়াই শুরু হয়। বাকি তিন ভাইকে পরাস্ত করে মসনদে বসেন ঔরঙ্গজেব।

পার্টির কর্মসূচি

■ বিশ্ব নবি দিবসে হুগলি জেলা জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সুবীর ঘোষের উদ্যোগে বৈদ্যবাটি পুরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের খন্দকারপাড়ায় শিশু ও সাধারণ মানুষের হাতে কেক, বিস্কুট, চকোলেট তুলে দেওয়া হল।

■ তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৮৭

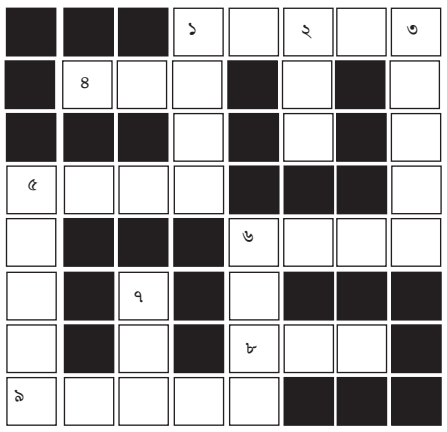

পাশাপাশি : ১. সূত্রপাত, আরম্ভ ৪. ফলবান ৫. অত্যন্ত ক্রোধী ৬. পূর্বোক্ত, উল্লিখিত ৮. পরমেশ্বর ৯. প্রণাম করা।

উপর-নিচ : ১. অন্ধ্রপ্রদেশের হায়দরাবাদের নিকটবর্তী ইতিহাসবিশ্রুত দুর্গময় শহর ২. জন্ম, উৎপত্তি ৩. হিন্দুশাস্ত্রানুসারে ভৈরববিশেষ ৫. অনুরোধকারী ৬. জলভ্রম, মৃগতৃষ্ণিকা ৭. ভুঁড়িওয়ালা।

■ শুভজ্যোতি রায়

সমাধান ১৪৮৬ : **পাশাপাশি :** ১. জঙ্গুলে ৪. খরদশন ৬. ইস্তক ৭. টলমল ৯. কমকরে ১২. পরবি ১৩. রত্নভাণ্ডার ১৪. তরাস। **উপর-নিচ :** ১. জন্মইস্তক ২. লেখক ৩. পাদস্ফোট ৫. নরম ৮. লক্ষ্মীবিলাস ১০. মন্দির ১১. রোয়োভাট ১২. পরত।

৫ সেপ্টেম্বর কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৬৫০০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০৭০৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	১০১৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১২৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১২৪২০০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৯.৪৬	৮৭.৭৪
ইউরো	১০৫.২৭	১০৩.০৫
পাউন্ড	১২০.৯০	১১৮.৬৬

নজরকাড়া ইনস্টা

■ বনি কাপুর, সঙ্গে শ্রীদেবী, তিরুপতির স্মৃতি

■ মিমি চক্রবর্তী

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
• সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd., 20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
• Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমারশহর

6 September, 2025 • Saturday • Page 3 || Website - www.jagobangla.in

৩
৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

ভাষাসন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তৃণমূল মহিলা কংগ্রেসের ধরনা

গ্রামীণ এলাকায় ২১০টি ভ্রাম্যমাণ মেডিক্যাল ভ্যান

দুয়ারে হাসপাতাল

প্রতিবেদন : রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকায় স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে চালু হচ্ছে ভ্রাম্যমাণ হাসপাতাল। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর, রাজ্য সরকার মোট ২১০টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩০টি ইউনিটে পোর্টেবল এক্স-রে এবং ইউএসজি সুবিধা থাকবে। প্রতিটি ইউনিটে চিকিৎসক, নার্স, মেডিক্যাল টেকনোলজিস্ট ও মেডিক্যাল অ্যাটেনডেন্ট থাকবেন।

গাড়িগুলিতে ইসিজি, রক্ত সংগ্রহ ও পরীক্ষার সুবিধা থাকবে। প্রতিটি ইউনিটে রোগী দেখার জন্য আলাদা পরীক্ষাকক্ষ থাকবে। স্বাস্থ্য পরিবহণ শাখার ডিজাইনে তৈরি এই ইউনিটগুলিতে ফাইভ-জি সুবিধা সংযুক্ত থাকবে। ইউনিটগুলির অবস্থান ভেহিকেল লোকেশন ট্র্যাকিং ডিভাইসের মাধ্যমে সরাসরি স্বাস্থ্যভবন থেকে নজরদারি করা যাবে। প্রথম পর্যায়ে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে জঙ্গলমহল ও চা-বাগান এলাকায়। প্রতিটি গাড়ির আনুমানিক খরচ ৪০ লক্ষ টাকা। যেসব ইউনিটে এক্স-রে এবং ইউএসজি থাকবে, তাদের খরচ আরও বেশি। সব মিলিয়ে প্রকল্পে প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় করবে রাজ্য।

এই প্রকল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগও তৈরি হচ্ছে। মাসে ১৬ হাজার টাকা বেতনে ২৩১ জন চালক এবং ১৫ হাজার টাকা বেতনে ২৩১ জন মেডিক্যাল অ্যাটেনডেন্ট নিয়োগ করবে রাজ্য। ইতিমধ্যেই এই মর্মে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যকর্তাদের মতে, বিনামূল্যের চিকিৎসা, স্বাস্থ্যসাথী এবং ন্যায্য মূল্যের ওষুধের দোকানের পর এই উদ্যোগে রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলে স্বাস্থ্য পরিষেবা আরও সহজলভ্য হবে।

রাজ্য এসটিএফ-এর বড় সাফল্য

অস্ত্রের দোকানে মিলল অবৈধ অস্ত্রের ভাণ্ডার, ধৃত ৩ মালিক

প্রতিবেদন : বেআইনি অস্ত্র কারবারের রহস্যফাঁসে ফের বিরাট সাফল্য বেঙ্গল এসটিএফ-এর। বৃহস্পতিবার রাতে বিবাদী বাগের বৈধ অস্ত্রের দোকানে হানা দিয়ে অবৈধ অস্ত্রের ভাণ্ডার উদ্ধার করল রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স। ক্যানিংয়ের জীবনতলা থেকে খড়দহের রিজেন্ট পার্ক, বারবার রাজ্যে বেআইনি অস্ত্র কারবারিতে উঠে এসেছে এই শতাব্দীপ্রাচীন অস্ত্রবিপণি এন সি দাঁ অ্যান্ড কোং-এর নাম। বৈধ অস্ত্রের আড়ালে বেআইনি অস্ত্র বিক্রির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে দোকানের তিন অংশীদারকে। সেইসঙ্গে দোনলা ও একনলা মিলিয়ে মোট ৪১টি বন্দুক ও কার্তুজের পাহাড় উদ্ধার হয়েছে, যেগুলির কোনও বৈধ নথি নেই। আপাতত সিল করে দেওয়া হয়েছে দোকানটি।

সপ্তাহতিনেক আগে খড়দহের রিজেন্ট পার্কে আবাসন থেকে বিপুল অস্ত্র-কার্তুজ উদ্ধার হয়। প্রথমে রহড়া থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও পরে তদন্তভার নেয় বেঙ্গল এসটিএফ। তারপরই বিবাদী বাগের এই নামী অস্ত্রের দোকানের হদিশ পান তদন্তকারীরা। বৃহস্পতিবার সুপ্রাচীন দোকানের তিন মালিক সুবীর দাঁ, অভি দাঁ ও সুব্রত দাঁকে গ্রেফতার করেন এসটিএফের তদন্তকারীরা। শুক্রবার তাঁদের আদালতে পেশ করে হেফাজতের আবেদন জানিয়েছে পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, এই দোকান থেকে অবৈধভাবে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করত অসাধু ব্যক্তিরা। পরে তা চড়া দামে বিক্রি করত। কিছুদিন আগে ক্যানিংয়ের জীবনতলা থেকে অস্ত্র উদ্ধারেও নাম জড়িয়েছিল এই দোকানের। সেইসময় এক কর্মচারীকে গ্রেফতার করে দোকানটি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন বারবার অবৈধ অস্ত্র কারবারে এই লাইসেন্সপ্রাপ্ত দোকানের নাম উঠে আসছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

■ এই দোকান থেকেই পাচার হয়েছিল অস্ত্র।

অভিষেকের নাম করে প্রতারণা, ধৃত অভিযুক্ত

প্রতিবেদন : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করে প্রতারণা! লোকজনকে বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লক্ষাধিক টাকা হাতানোর অভিযোগে গ্রেফতার শেখ নাজমুল হোদা নামে এক ব্যক্তি। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচয় দিয়ে প্রতারণার অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমেছিল শেক্সপিয়র সরণি থানা। অবশেষে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার পার্ক স্ট্রিটের থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযুক্ত যুবককে। ধৃতকে জেরা করে এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত আছে, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা। শনিবার ধৃতকে আদালতে পেশ করা হবে। পুলিশ সূত্রে খবর, ফোন কল ও ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমে বিধানসভা নির্বাচনের টিকিটের লোভ দেখাতেন ওই ব্যক্তি। সেইভাবে কতজনের কাছ থেকে কত টাকা তোলা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

দুর্ঘটনায় মৃত পুলিশকর্মী

সংবাদদাতা, হাওড়া: বেপরোয়া গতির বলি এক পুলিশকর্মী। বাগনানের ঈশ্বরীপুরে দাঁড়িয়ে থাকা একটি পুলিশের গাড়ির পিছনে বোলেরো পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনায় মৃত্যু হয় এক পুলিশ কনস্টেবলের। আহত আরও এক সাব ইন্সপেক্টর, এক কনস্টেবল ও পুলিশের গাড়িচালক। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম রামপদ মণ্ডল(৫৬)। বাড়ি পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায়। পিকআপ ভ্যানের চালক পলাতক।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

6 September, 2025 • Saturday • Page 4 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নাটক

বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের অসভ্যতা এবং মারামারির কারণে আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন মার্শাল দেবব্রত মুখোপাধ্যায়। এতটাই অসুস্থ যে তাঁকে টানা আইসিইউতে থাকতে হচ্ছে। এখনও বিছানা থেকে উঠে বসতেও তাঁর কষ্ট হচ্ছে। বিধানসভায় ভাষাসন্ত্রাস নিয়ে আলোচনা ছিল। আলোচনায় অংশগ্রহণ তো দূরের কথা, বিজেপির এই বিধায়কদের মূল উদ্দেশ্যই হল, বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করে আলোচনা ভণ্ডুল করা। বৃহস্পতিবার যে আচরণ তারা করেছে তা বিধানসভার ইতিহাসে খুব কমই দেখা গিয়েছে। আসলে বিরোধী দলনেতা কোনও আলোচনায় অংশ নিতে চান না। তাঁর মূল লক্ষ্যই হল অধিবেশন কক্ষে দাঁড়িয়ে অসাংবিধানিক এবং রীতিবিরুদ্ধ বক্তব্য পেশ করা। ভাষাসন্ত্রাস নিয়ে বিজেপির বলারই বা কী রয়েছে? বিজেপির রাজ্যগুলিতে যেভাবে বাংলাভাষী এবং বাঙালিদের উপর অত্যাচার এবং আক্রমণ চলছে তা এককথায় নজিরবিহীন। বাংলার মানুষ হিসেবে দলমত নির্বিশেষে তার প্রতিবাদ করা উচিত। না হলে আজ বাঙালিদের উপর আক্রমণ হচ্ছে। কাল অন্য আর একটি রাজ্যের মানুষের উপর আক্রমণ শুরু হবে। এটাই বিজেপির রাজনীতি, ডিভাইড অ্যান্ড রুল পলিসি। রাজনীতির ন্যূনতম নীতি-নৈতিকতাকে জলাঞ্জলি দিয়ে বিধানসভা কক্ষে 'হুলিগান'-এর মতো আচরণ করেছে তারা। তারপর আহত হওয়ার নাটক শুরু। এবং হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার গল্প সাজানো। মানুষ সবটাই দেখছেন।

e-mail থেকে চিঠি

এতদিন কী করছিলেন, জবাব দিন

এখন স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, জীবনবিমা এবং স্বাস্থ্যবিমায় জিএসটি প্রথম থেকেই একেবারে শূন্য করা যেতে পারত। কিন্তু এত বছর ধরে করা হয়নি। তাই তো? কেন? যাতে সরকার অসুস্থ, রুগ্‌ণ ও মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের থেকে ৮ বছর ধরে উচ্চহারে ট্যাক্স আদায় করে বিপুল মুনাফা করতে পারে। তাই না? কখন এই জিএসটি শূন্য করা হয়নি? করোনার সময়ও। যখন হাসপাতালগুলিতে মানুষের ভিড় উপচে পড়ছে। যখন একটিও বেড খালি নেই। যখন প্রতিদিন অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হচ্ছে। যখন ভয়ে আতঙ্কে কোটি কোটি মানুষ স্বাস্থ্যবিমা করতে মরিয়া হয়েছে। তখন কিন্তু কমানো হয়নি বিমার জিএসটি। সরকার কি জানে যে, স্বাস্থ্যবিমার প্রিমিয়াম আকাশছোঁয়া হয়ে যাওয়ার কারণে বিগত পাঁচ বছর ধরে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাস্থ্যবিমা বন্ধ করে দিয়েছে? জিএসটি শূন্য থাকলে তারা তো চালাতে পারত! তার মানে হল ক্যানসার অথবা অন্য জীবনদায়ী ওষুধের জিএসটি এতকাল কমানো যেতে পারত? কমানো হয়নি। তার মানে এই যে সবথেকে ব্যয়বহুল হয়েছে মানুষের প্রাত্যহিক প্যাথলজি ও ডায়াগনস্টিক টেস্টের খরচ, সেটি অনায়াসে সরকার কম করতে পারত ২০১৭ সালেই? যখন জিএসটি চালু হল! প্রথমেই জিএসটি সর্বনিম্ন ৫ শতাংশ রেখে! কিন্তু কই, করা হয়নি তো? এখন ঘোষণা করা হল সবরকম ডায়াগনস্টিক কিট এবং রি-এজেন্টের জিএসটি হয়ে যাবে অনেক কম। তেল, শ্যাম্পু, টুথপেস্ট, সাবান, মাখন অথবা বাসনকোসনের মতো একেবারে গরিব-বড়লোক সকলের নিত্যব্যবহার্যকে সবথেকে কম জিএসটির আওতায় নিয়ে আসা যায়? অথচ আনা হয়নি ৮ বছর ধরে। বস্তিবাসী গরিব মানুষ মাথার তেল, সাবান কেনার জন্য দিয়েছে ১৮ শতাংশ জিএসটি। আবার শিল্পপতিও তাই। এবার সেগুলি এক ধাক্কায় দ্বিগুণ তিনগুণ কমিয়ে দেওয়া হল? অর্থাৎ আগেই করা যেত! তার মানে কৃষকদের একটু সুরাহা দিতে ট্রাক্টরের টায়ার, যন্ত্রাংশ, ট্রাক্টর ইত্যাদির জিএসটি কমানো যেত আগেই? অথচ কমানো হয়নি। আবার এসি টিভির দাম উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে দেখেও এতকাল ধরে জিএসটিকে সর্বোচ্চ স্তরে রেখে দেওয়া হয়েছিল? যাতে বেশি টাকা আসে সরকারের কাছে। এবার একেবারে ১০ শতাংশ কমিয়ে দিতে পারছে সরকার! অর্থাৎ করা যায়? কিন্তু করা হয়নি। কেন? এর জবাব কি মোদি নির্মলা শাহদের কাছে আছে? লক্ষ্য রাখতে হবে আগামী দিনে সকলের অগোচরে বিভিন্ন পণ্যের এমআরপি অথবা বেস প্রাইস বাড়িয়ে দেওয়া হল না তো বহু পণ্যের? জিএসটি কমে গিয়ে কোনও এক পণ্যের দাম ধরা যাক ১৯ টাকা কম হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু দেখা গেল কমেছে ১১ টাকা! কেন? কারণ এই সুযোগে বেস প্রাইস ও এমআরপি বাড়িয়ে দেওয়া হবে না তো?

— সমীরণ দাস, রিষড়া, হুগলি

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বিশ্বায়িত ভুবনেও বঙ্গীয় আদর্শের জয়কেতন উড্ডীয়মান

বাঙালি শুধু একটা জাতি নয়, বাঙালি একটা চেতনা, একটা আবেগ। স্বাভিমান, আত্ম বলিদান, সহিষ্ণুতা শব্দগুলির সঙ্গে আজও বাঙালির সম্পৃক্তি। জাতীয়তাবাদ কথাটি উচ্চারিত হলেই আকাশ-বাতাসের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবাহিত হয় বাংলার ভাবধারা। সেই কথাটি মনে করিয়ে দিচ্ছেন অধ্যাপক ড. রূপক কর্মকার

যদি উড়ো মেঘে বেয়ে আসত ঠিকানা, যদি সোনালি আভা পথ দেখাত দূর স্বপ্নের দেশের! তাহলে হয়ত সেই ঠিকানা জুড়ে থাকত বাংলা ও বাঙালির জয়যাত্রা। পাতাবাহারির রঙে যদি রঙিন হতে পারতাম, সবুজ গাছের ছায়ায় যদি দিন কাটত, তবে কিন্তু মন্দ হত না সময়ের প্রতিটা মুহূর্ত।

মাঝে মাঝে মনকে জিজ্ঞাসা করি ঠিকই, কোথায় গেলে শান্তি পাব, তৃপ্ত হবে মন প্রাণ। উওরগুলো তখন বড় বিচিত্র হয়। তার মধ্যে অবশ্য একটা উত্তর বেশ মন ছুঁয়ে যায়। উত্তরের যথার্থতা না থাকলেও তা অনেকটা এইরকম ডানা মেলে উড়ে যাওয়া ওই সাতরঙা জীবনের মাঝে, যেখানে নিঃসঙ্গতার কোনও মানে নেই, মানে নেই কোনও অস্থিরতার। যদি সেই পথের মাঝে কাঁটাতারও থাকত, আর সেই কাঁটাতারের বেড়া যদি সেই তৃপ্ততাগুলো ফিরিয়ে দিতে পারত, তবে শরীর ক্ষত-বিক্ষত হলেও একলাফে পৌঁছে যেতাম সেই অমলিন স্নিগ্ধতার দেশে, আমার মাতৃভূমিতে বাংলার ভূমিতে। চোখ বুজলে যেখানে সবুজ প্রকৃতি, নদ-নদী, মাঠ-ঘাট এবং সাধারণ মানুষের জীবন জীবন্তভাবে প্রকাশিত হয়, আমি সেই বাংলারই অংশ।

বাঙালিদের কাছে বাংলা শুধু একটা ভৌগোলিক রূপ নয়, বাংলা যেন গভীর রূপ ও রসের একাত্ম বোধে মিলিয়ে থাকা এক অবচেতন মন। সেই বাংলার অনুভূতি থেকে বাঙালিদের আলাদা করা ততটাই অসাধ্য যতটা বোধ হয় প্রাণের সাথে আত্মার বিচ্ছেদ। বাঙালিদের দেশপ্রেম, স্বাধীনতায় অবদান এবং মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালবাসার যে ত্রয়ী তা জাতীয়তাবাদের মঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছে বারংবার। জাতীয়তাবাদ কথাটি উচ্চারিত হলেই আকাশ-বাতাসের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবাহিত হয় বাংলার ভাবধারা।

আসলে বাঙালি শুধু একটা জাতি নয়, বাঙালি একটা চেতনা, একটা আবেগ, যা শত শত যুগ ধরে বয়ে আসছে সভ্যতার চোরা স্রোতে। বাঙালির দীর্ঘ চলার পথে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' বাঙালির জন্মভূমির স্বর্গীয় চেতনার এক রূপকে উন্মোচিত করেছে। বিমূর্ত জাতীয়তাবাদকে জননীর রূপ দিয়ে সহজ ও বোধগম্য করে তোলা হয়ত যে কোনও উপন্যাসের সবচেয়ে বেশি স্বার্থক রূপ। বাঙালি কী না পারে? শুধু লেখনীর মাধ্যমে দেশপ্রেমকে আধ্যাত্মিক পর্যায়ে উন্নীত করা, সর্বোপরি নিজ মুক্তি অর্জন নয়, সমষ্টির মুক্তি, এই ধারণা হয়ত বাঙালি চেতনারই সফল যাত্রার রূপ।

যে মঠে বন্দে মাতরম ধ্বনি বীজমন্ত্র হিসেবে উচ্চারিত হয়। সেই মঠ আনন্দের উৎস হবে সেটাই ভবিতব্য। স্বদেশি আন্দোলন শুধু একটা জাতির নয়, সমগ্র দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম লগ্ন পর্যন্ত এই বীজমন্ত্রের ওপর ভর করেই ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল। রাজনীতির প্রেক্ষাপটে আজও বাঙালির সৃষ্টি বন্দে মাতরম ধ্বনি শিহরন জাগায় শিরায় শিরায়। শুধুমাত্র কল্পিত চরিত্র শান্তি, কল্যাণী-দের উপর ভর করে এক নারী প্রজন্ম, যাদের মধ্যে অন্যতম প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, বীণা দাস, কল্পনা দত্তের মতো কত বিপ্লবী নারীরা স্বদেশি আন্দোলনের পুরো ভাগে নিজেদেরকে সঁপে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যথার্থই

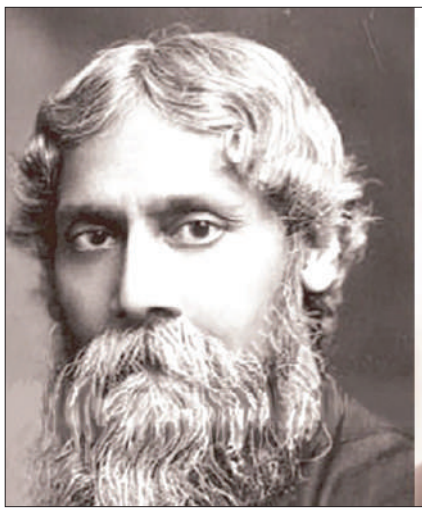

পর্যালোচনা ছিল ''শ্রীকৃষ্ণের গীতা এবং বিবেকানন্দের রচনাবলি ছাড়াও তৃতীয় গ্রন্থ যা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অপরিসীম ভূমিকা নিয়েছিল তা হল বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'। একটা শতাব্দী ধরে বাঙালির যে যাত্রা তা শুধু ঐতিহ্যের নয় ইতিহাসের মাপকাঠিতে যেন এক যুগের সৃষ্টি করেছে। আমরা এখনও ব্রাহ্মণ, শুদ্র, উচ্চ, নিচ, হিন্দু, মুসলমান— কত না শব্দে নিজেদেরকে বিদ্ধ করি। প্রতিটা মুহূর্তে নিজেদের যাচাই করি কোনও এক জাতির পৃষ্ঠপোষক রূপে। বর্তমান প্রজন্মের কাছে তাই স্বাভিমান, আত্ম বলিদান, সহিষ্ণুতা শব্দগুলির অর্থ হয়ত ঠুনকো কিন্তু এই শব্দগুলির মাহাত্ম্যতা বোঝার সৌভাগ্য যাঁদের হয়েছিল তাঁদের মধ্যে সিংহভাগই ছিলেন কিন্তু বাঙালিই।

তাই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপলব্ধিতে ছিল ''আনন্দমঠ জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের গীতা, যাকে অবশ্যই আমাদের পাঠ এবং বিশ্লেষণ করা উচিত।'' দূরে কোনও এক নির্জনে যে মঠটি আনন্দধারা বহনে জাতীয়তাবাদের পীঠস্থানে পরিপূর্ণ ছিল, তার লেশ ধরে 'গোরা' উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছিল। এমনকী স্বামীজি 'বর্তমান ভারত'-এ তাঁর লেখনীতে বুঝিয়েছিলেন বাঙালির রক্ত শুধু ঐতিহ্য বহন করে তা নয়, বরং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষ একাত্ম হতেও পারে। আসলে এই ভূ-ভারতে ভারতবর্ষকে যদি কেউ আলাদা ভাবে চিনিয়ে থাকে তা হল বাঙালির সুমধুর ভাষা, তার লেখনী এবং তার স্বাভিমান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির সুমধুর লেখনী ও চিত্রকলার মাধ্যমে নবচেতনার যে জাগরণ সারা বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করেছিল তার রেশ ভোলাতে ইংরেজরা নানা ছলনার আশ্রয় নিয়েছিল ঠিকই, তবে তা খুব একটা কার্যকর হয়নি। বরং বিভাজনের যে তীরটা বাঙালির হৃদয়ে গেঁথেছিল, সেই জ্বালাতেই স্বাধীনতার পথ অনেকটাই প্রশস্ত হয়েছিল। প্রকৃতির অমলিন সৌন্দর্যে মিশে যাওয়া এবং সেই সৌন্দর্যকে উপভোগ করা তা যে কোনও চরিত্রের কাছেই কষ্টসাধ্য। আর এই বিশ্বায়নের যুগে নিজেকে নতুন করে চেনানো কঠিন থেকেও কঠিনতম। বাংলা ভাষায় বিশ্বায়ন কিংবা উপনিবেশের ছোঁয়া লাগলেও তার সুদৃঢ় অবস্থান যেন স্বকীয়তার অনন্য উদাহরণ। তুর্কি, পাঠান, মোঘল আমলে ফারসি ভাষার প্রভাব ছিল বিদ্যমান।

সেজন্য সেই সময়কালে অনেক সাহিত্য ফারসি ভাষায় স্থান করে নিয়েছিল। তাই ফারসি ভাষাকে বাদ দিয়ে বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র স্থান পাওয়া বেশ কঠিন ছিল। তা সত্ত্বেও মানুষের চিন্তা, চেতনা, মননে বাংলাভাষা স্থান করে নিয়েছিল নিজস্ব ভঙ্গিমায়। সৃষ্টির কোনও কিছুই যে আজীবন থেকে যাবে তা যেমনটা নয়, তেমনি সৃষ্টিকে যদি বশে আনা যায়, তবে তা ইতিহাসের পাতায় সমৃদ্ধ হয়ে থাকে। বাঙালি এবং তাদের ভাষা সেই সমৃদ্ধ ইতিহাসকে বশে এনে নজির সৃষ্টি করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নন্দন-চত্বরে শারদ বই পার্বণে পুস্তকপ্রেমীদের ভিড়।

দেওয়াল ধসে মর্মান্তিক মৃত্যু মা ও দুই মেয়ের, আর্থিক সাহায্য অভিষেকের

■ মৃতার পরিবারের হাতে অভিষেকের পাঠানো আর্থিক সাহায্য তুলে দিচ্ছেন সাংসদ বাপি হালদার ও বিধায়ক জয়দেব হালদার। শেষকৃত্যেও ছিলেন।

সংবাদদাতা, মথুরাপুর : দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজার থানার আচনা গ্রাম পঞ্চায়েতের কামারপাড়া এলাকায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারালেন মা ও দুই কন্যা। বৃহস্পতিবার রাতে খাওয়াদাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বৃহস্পতি কর্মকার (৪৩) ও তাঁর দুই মেয়ে শিলা (১৫) এবং প্রিয়া (১০)। ভোরের দিকে হঠাৎ মাটির দেওয়াল ভেঙে পড়ে চাপা পড়ে যান তাঁরা। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি মাটি সরিয়ে তিনজনকে নাইয়ারহাট হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তিনজনকেই মৃত ঘোষণা করেন। খবর পেয়েই মৃতদের পরিবারের পাশে দাঁড়ান তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিবারের হাতে ২

চলছিল বাংলার বাড়ি তৈরির কাজ

লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য তুলে দেয়। মথুরাপুরের সাংসদ বাপি হালদার জানান, অভিষেক আমাদের পাঠিয়েছেন মৃতের পরিবারকে আর্থিকভাবে সাহায্যের পাশাপাশি যাতে ওই ঘর সম্পূর্ণ করা যায় তার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন। ঘটনাস্থলে যান মন্দিরবাজারের তৃণমূল বিধায়ক জয়দেব হালদারও। অভিযোগ, কেন্দ্রীয় বঞ্চনার ফলেই এই মর্মান্তিক মৃত্যু। আবাস যোজনার টাকা কেন্দ্র তিন বছর আটকে রেখেছে। সময়মতো টাকা এলে এঁদের এভাবে প্রাণ হারাতে হত না। রাজ্য সরকার বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ঘর করার টাকা দিতে শুরু করায় দুটো কিস্তিতে এক লাখ কুড়ি হাজার টাকা পায় এই পরিবার। সেই টাকায় পাকা ঘর উঠছিল। আর কিছুদিনের মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যেত, তার আগেই দুর্ঘটনা। পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন তিনি।

বধূ নির্যাতনের সংজ্ঞা দিল হাইকোর্ট

প্রতিবেদন : বউ যদি উপার্জনকারী হয়, তাহলে স্ত্রীকে সংসার খরচে সাহায্য করতে অনুরোধ কিংবা সন্তানকে দুগ্ধপানের জন্যে শ্বশুরবাড়ির পরামর্শ কখনই বধূ নির্যাতনের উদাহরণ হতে পারে না। এমনই পর্যবেক্ষণে এই সংক্রান্ত বধূ নির্যাতনের অভিযোগে হাইকোর্টে দায়ের হওয়া মামলা খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার এই সংক্রান্ত মামলায় বিচারপতি অজয়কুমার গুপ্ত পর্যবেক্ষণে জানান, মহিলা শিক্ষিত ও রোজগেরে। ফলে সংসার খরচের জন্যে তাঁর কাছ থেকে সহযোগিতা আশা করা কিংবা অনলাইনে কেনাকাটা করা কখনওই নির্যাতন হতে পারে না। আদালত আরও মনে করে, নিজের সন্তানকে খাওয়াতে শ্বশুরবাড়ির লোকেরা বলে থাকলে সেটা কখনওই নিষ্ঠুরতা হতে পারে না। তেমনি আদালত মনে করে যৌথভাবে দখল করা বাড়ির ক্ষেত্রে ইএমআই দিতে বলা কোনও অপরাধ নয়। সম্প্রতি পাটুলি থানায় বধূ নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের করেন এক গৃহবধূ। একটি কন্যাসন্তান রয়েছে তাঁর। অভিযোগে তিনি জানান, বিয়ের পর থেকে তিনি অনুভব করেন স্বামী তাঁর যোগ্য নন। অভিযোগে মহিলা জানান, কন্যা কাঁদলেই শ্বশুড়বাড়ির লোকেরা তাঁকে জোর করতেন খাওয়ানোর জন্যে। তাঁর উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার হত। এমনকী পণের জন্যে জোর করার পাশাপাশি পরিবারের একটি ঋণের ইএমআই দিতে তাঁকে বাধ্য করা হত।

মণ্ডল পরিবারে গুলির শব্দেই শুরু হত সন্ধিপুজো, ছিল বলি-প্রথাও

নকিব উদ্দিন গাজী

তখন অবিভক্ত বাংলা। ঊনবিংশ শতকে বেশ কিছু জমিদার বাংলার দক্ষিণে রাজ্যপাট গড়ে তুলেছিল। নদীপথেই মূলত তাঁদের ব্যাবসা বাণিজ্য চলত। সেইসময় গোলকচন্দ্র মণ্ডল সাবান, ধান, চালের ব্যবসা করে প্রচুর ভূ-সম্পত্তির মালিক হন। তাঁর জীবদ্দশাতেই গ্রামের মানুষের মঙ্গল কামনার্থে ১৮৫৭ সালে শুরু হয় বান্দনের মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো। এবছর সেই পুজো ১৬০তম বছরে পা দিল। কিছু পুরনো রীতিনীতি আজও চালু থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেশকিছু নিয়মের রদবদল হয়েছে। আগে মায়ের সামনেই পাঁঠা বলি হত। কিন্তু সেই প্রথা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়েছে। আগে সন্ধিপুজোর শুরু হত বন্দুকের গর্জনের শব্দে। কিন্তু সেই প্রথাও এখন বিলুপ্ত। আগে পুজোয় মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পুজোর সমস্ত কাজই এখন দেখাশোনা করেন বাড়ির মহিলারাই। মায়ের বোধন থেকে শুরু করে কলাবউ স্নান, সন্ধিপুজো— সবকিছুরই দায়িত্বে এখন বাড়ির মহিলারা। তবে সব নিয়ম এখনও বদলায়নি। যেমন আগে নিয়ম ছিল, ষষ্ঠীর দিন মায়ের বোধনের সময় যে যজ্ঞের আগুন জ্বালানো হয়, তা নেভানো হয় সেই দশমীতে। আজও সেই নিয়ম অপরিবর্তিত।

বাইকে ডাম্পারের ধাক্কা, জখম দুই

প্রতিবেদন : সাতসকালে উত্তর পঞ্চান্নগ্রাম এলাকায় দুর্ঘটনা। বাইক ও ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর জখম বাইকচালক ও তাঁর সঙ্গে থাকা আরোহী। এদিকে, পলাতক ডাম্পার চালক। স্থানীয় সূত্রে খবর, বাইকটি রুবির দিকে যাচ্ছিল এবং একই দিকে আসছিল ডাম্পারটি। হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ডাম্পারটি সজোরে বাইকটিকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জোরে বাইক-চালক ও আরোহী রাস্তার ওপর ছিটকে পড়েন এবং রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ঘটনাস্থলে যায় ট্রাফিক পুলিশ আধিকারিক ও স্থানীয় পুলিশ। দু'জনকেই তৎক্ষণাৎ অ্যাম্বুল্যান্সে এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যুবতী আরোহীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। স্থিতিশীল রয়েছেন ওই বাইক চালক। এলাকার সিসিটিভি খতিয়ে দেখে ওই পলাতক ডাম্পার চালকের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

বিদায় নিল নিম্নচাপ

প্রতিবেদন: বাংলা থেকে বিদায় নিয়েছে নিম্নচাপ। তবে বৃষ্টি কমার তেমন কোনও লক্ষণ নেই। বরং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে অতি বৃষ্টির সম্ভাবনা জারি করা হয়েছে। এদিকে অস্বস্তি বাড়াচ্ছে বাতাসের আপেক্ষিক আর্দ্রতা। পূর্বাভাস বলছে, চলতি সপ্তাহে বৃষ্টি খানিকটা কম হলেও সেপ্টেম্বরের মাঝখান থেকে বিশেষ করে শেষের দিকে ফের এক দফা অতিবৃষ্টি হতে চলেছে।উত্তরে দমকা বাতাস বইতে পারে । বাতাসের গতি থাকতে পারে ৩০-৪০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। দমকা বাতাস বইলে ও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হলে বাসিন্দাদের বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

■ প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ১৩৭তম জন্মবার্ষিকীতে বিধানসভায় শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের ১৩৭তম জন্মবার্ষিকীতে বিধানসভায় শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন পরিষদীয় ও কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

■ তৃণমূল ভবনে শিক্ষক দিবসে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে শ্রদ্ধা জানালেন পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি বিজন সরকার, পলাশ সাধুখাঁ-সহ শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

■ গার্ডেনরিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড-এর উদ্যোগে মিলাদ-উন-নবি অনুষ্ঠানে মেয়র তথা মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

■ নবি দিবস উপলক্ষে বেলুড় মিলাদ-উন-নবি সেন্ট্রাল কমিটির শোভাযাত্রায় উপস্থিত কৈলাস মিশ্র।

রানওয়েতেই যান্ত্রিক ত্রুটি। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে উড়তেই পারল না বাগডোগরাগামী বিমান। ইঞ্জিনিয়াররা ডানদিকের ইঞ্জিনে ত্রুটি খুঁজে পান। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষার পর অন্য বিমানে বাগডোগরা রওনা দেন যাত্রীরা

বাংলার অপমানের বিরুদ্ধে বারাকপুরে তৃণমূলের প্রতিবাদ

■ বারাকপুরের সভায় বক্তব্য রাখছেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ও সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার।

সংবাদদাতা, বারাকপুর : বারাকপুর বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে বারাকপুর স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় শুক্রবার সন্ধ্যায়। বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাঙালিদের উপর অত্যাচার ও বাংলা ভাষার অবমাননার প্রতিবাদে এদিনের প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপিস্থিত ছিলেন আইএনটিটিইউসি'র রাজ্য সভাপতি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, বিধায়ক রাজ চক্রবর্তী, সুবোধ অধিকারী সহ অন্যরা। এদিন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ও বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি উল্লেখ করে বিজেপি সরকারের তুলোধোনা করেন। তিনি বলেন, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিজেপি বাঙালিদের উপর অত্যাচার করছে। বাংলার সংস্কৃতি নষ্ট করার চেষ্টা করছে। বাংলার মানুষ তা মেনে নেবে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিজেপির এই কার্যকলাপ রুখে দেবে বাংলার মানুষ।

বারুইপুরে নয়া কলেজ গড়ছে রাজ্য

প্রতিবেদন : বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার জন্য এবার নতুন উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে জমি চিহ্নিত করেছে গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতর। সেখানেই তৈরি হবে বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য রাজ্যের প্রথম ডেডিকেটেড কলেজ। গণশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দফতরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী জানান, এখন পর্যন্ত বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য দ্বাদশ

■ সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী।

বিশেষভাবে সক্ষম পড়ুয়াদের জন্য

শ্রেণি পর্যন্তই শিক্ষার সুযোগ রয়েছে। তার পর আর উচ্চশিক্ষার কোনও পরিকাঠামো নেই। তিনি বলেন, যদি আমরা এই কলেজ গড়ে তুলতে পারি, দেশের বিভিন্ন সংস্থা এই ছাত্রছাত্রীদের চাকরিতে নিতে আগ্রহী। অন্য কোনও রাজ্যে এমন কলেজ নেই। ফলে এই ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হতে পারে বাংলা। মন্ত্রী ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কলেজ গড়ার অনুমোদন চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। দফতর ব্লুপ্রিন্টও প্রস্তুত করছে। তাঁর দাবি, উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত এই ছাত্রছাত্রীদের পারফরম্যান্স অসাধারণ। অনেক ক্ষেত্রে তারা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদেরও ছাপিয়ে যায়। উচ্চশিক্ষা পেলে তারা স্বনির্ভর হতে পারবে। বর্তমানে গোটা রাজ্যে এই দফতরের তত্ত্বাবধানে ২০২টি প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১৫ হাজার বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করছে। এদের অনেকেই আদিবাসী অঞ্চলের বাসিন্দা এবং আর্থিক অভাবের কারণে শিক্ষা খরচ বহন করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে দফতরই তাদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে শিক্ষা দিচ্ছে। মন্ত্রী আরও অভিযোগ করেছেন, ২০১৮ সাল থেকে কেন্দ্র সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযানে অনুদান বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে এই ক্ষেত্রে কাজ এগোনো অনেকটাই ব্যাহত হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, কলেজটি তৈরি হলে কেবল বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রেই নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে না, বিশেষভাবে সক্ষমদের কর্মসংস্থানেও বড়সড় পরিবর্তন আসবে।

ডিজিটাল লাইব্রেরির উদ্বোধন

■ লাইব্রেরির উদ্বোধনে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ। শুক্রবার।

সংবাদদাতা, মধ্যমগ্রাম: খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের উদ্যোগে উদ্বোধন করা হল ডিজিটাল লাইব্রেরির। শিক্ষক দিবসের দিন মধ্যমগ্রাম মাইকেল নগর শিক্ষানিকেতনে এই লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন মন্ত্রী। এই লাইব্রেরিতে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য থাকছে কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন বই পড়াশোনা ও স্মার্ট ডিজিটাল বোর্ডের ব্যবস্থা থাকবে। সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা গ্রহণে আরও অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে এই ডিজিটাল লাইব্রেরি। যত দিন যাচ্ছে ততই ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যাগের ভার বাড়ছে, সেই ভার থেকে মুক্তি দিতেই এবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করল মধ্যমগ্রাম মাইকেল নগর শিক্ষানিকেতন।

মানুষের পাশে থাকতে হবে: রচনা

■ চুঁচুড়ায় রক্তদান ও কৃতীদের পুরস্কার বিতরণ। উপস্থিত সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত প্রমুখ। শুক্রবার।

সংবাদদাতা, হুগলি: ২০২৬ কেন, ২০৩১ পর্যন্ত তৃণমূল কংগ্রেসই থাকবে ক্ষমতায়। সাফ জানালেন সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়। সব সময়ই মানুষের পাশে থেকে কাজ করার কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। রচনা বলেন, আমি রাজনীতির লোক নই। তবে এই ক'দিনে যেটা বুঝেছি মানুষের জন্য কাজ করতে হবে, মানুষের পাশে থাকতে হবে। তাই আপনাদের পাশে সব সময় আছি। যে কোনও প্রয়োজনে আমার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। হুগলি চুঁচুড়া পুরসভার ২৮ নম্বর ওয়ার্ডে রক্তদান শিবির ও মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক কৃতীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ছিলেন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত।

স্যাট : রাজভবনই দায়ী আদালতে জানাল রাজ্য

প্রতিবেদন : দীর্ঘদিন ধরে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালে (স্যাট) চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদ খালি রয়েছে। এর জন্য রাজ্যপালের দফতরকেই কাঠগড়ায় তুলল রাজ্য। শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলায় রাজ্যের দাবি, শুধুমাত্র রাজ্যপালের অনুমোদনের অপেক্ষায় দীর্ঘদিন ধরে আটকে রয়েছে স্টেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ট্রাইবুনালে (স্যাট) চেয়ারম্যান ও মেম্বার পদ নিয়োগের প্রক্রিয়া। তাতেই উষ্মা প্রকাশ করেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা। আদালতের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে বিচারপতি অমৃতা সিনহার মন্তব্য, একটি জুডিশিয়াল ফোরাম এভাবে দীর্ঘদিন স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে না। এবার এনিয়ে রাজ্যকেই দ্রুত পদক্ষেপের নির্দেশ দিল আদালত। আগামী ২২ সেপ্টেম্বর মামলার পরবর্তী শুনানি। ওই দিন রাজ্যকে স্যাটের মেম্বার নিয়োগে পদক্ষেপ সংক্রান্ত অগ্রগতির রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সংক্রান্ত মামলার ফয়সালা হয়ে থাকে স্যাটে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে স্যাটের চেয়ারম্যান তথা বিচার বিভাগীয় সদস্য এবং একাধিক প্রশাসনিক সদস্য পদ খালি থাকায় বিচার প্রক্রিয়া স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। দ্রুত সদস্য নিয়োগের দাবিতে মামলা দায়ের হয়েছিল হাই কোর্টে। বিচারপতি সিনহার এজলাসে সেই মামলার শুনানিতে রাজ্য অর্থ দপ্তরের তরফে রিপোর্ট দিয়ে জানানো হয় সেটের বিচার বিভাগীয় সদস্য এবং প্রশাসনিক সদস্য নিয়োগের জন্য গত ১৮ জুলাই প্রধান বিচারপতির পৌরহিত্যে স্যাটের শূন্য পদে নিয়োগের জন্য বৈঠকে বসেছিল সার্চ কাম সিলেকশন কমিটি। ওই বৈঠকে শূন্য পদ পূরণের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। এবার এই বৈঠকের নির্যাস রাজ্যপালের অনুমোদন ক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ও কর্মীবর্গ বিভাগে পাঠাতে হবে। কিন্তু ওই সুপারিশের এখনও রাজ্যপাল অনুমোদন না দেওয়াই বিষয়টি আটকে রয়েছে।

শিক্ষকের রহস্যমৃত্যু

সংবাদদাতা, বারাসত : শিক্ষক দিবসেই গৃহশিক্ষকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য নিমতায়। আহত শিক্ষকের স্ত্রী ও কন্যাও। তবে শিক্ষকের মৃত্যু নিয়ে বাড়ছে রহস্য। পরিবারের দাবি, গৃহশিক্ষক গৌরাঙ্গ চট্টোপাধ্যায়কে (৬০) খুন করা হয়েছে। তবে তাঁর ১১ বছরের শিশুকন্যার দাবি, মায়ের মাথায় ৫ কেজির বাটখারা দিয়ে আঘাত করে খুনের চেষ্টা করে আত্মঘাতী হয়েছেন বাবা। পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলে পৌঁছে গৌরাঙ্গকে ঝুলন্ত অবস্থায় এবং তাঁর স্ত্রী মিলি চট্টোপাধ্যায়কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে সাগর দত্ত হাসপাতালে নিয়ে গেলে শিক্ষককে মৃত ঘোষণা করা হয়। জানা গিয়েছে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নিত্যদিন অশান্তি লেগেই থাকত। বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (সাউথ) অনুপম সিং জানিয়েছেন, তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে পারিবারিক বিরোধের কারণেই এই ঘটনা বলে অনুমান।

■ শিক্ষক দিবসে কলকাতার ৯৩ নং ওয়ার্ডে সংবর্ধনা। রয়েছেন যোধপুর বয়েজের প্রধান শিক্ষক অমিত সেন ও গানের গুরু শিল্পী চন্দ্রাবলি রুদ্র দত্ত। মোট ২৭ জন সংবর্ধিত হলেন শুক্রবার।

রাধাকৃষ্ণণের তথ্যচিত্র ও শিক্ষকদের সংবর্ধনা

বসিরহাট : ছাত্র গড়ার কারিগর ছিলেন তাঁরা। শহর বসিরহাট থেকে প্রত্যন্ত সুন্দরবন। বসিরহাটের বিভিন্ন প্রান্তের কর্মরত শিক্ষকরা আজ বাড়িতে অবসর যাপন করেন। জাতীয় শিক্ষক দিবসে এইরকম শিক্ষকদের সংবর্ধনা দিল বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল শিক্ষা সেল। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিকে বসিরহাটের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের ও একাধিক খুদে কৃতী খেলোয়াড়-সহ বসিরহাটের কয়েকশো শিক্ষককে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় রাধাকৃষ্ণণের উপর তথ্যচিত্র দিয়ে। সব মিলিয়ে শুক্রবার জাতীয় শিক্ষক দিবসে শিক্ষা সেলের উদ্যোগে বসিরহাট রবীন্দ্রভবনে শিক্ষকদের চাঁদের হাট বসল। অনুষ্ঠানে ছিলেন তৃণমূলের বসিরহাট সংগঠনিক জেলার সভাপতি বুরহানুল মুক্কাদিম লিটন, চেয়ারম্যান সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবব্রত সরকার ও সুরজিৎ মিত্র বাদল, এটিএম আব্দুল্লা রনি-সহ একাধিক শিক্ষক নেতা, বিধায়ক থেকে শুরু করে জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাধাকৃষ্ণণের জীবন নিয়ে প্রদর্শিত তথ্যচিত্রে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা তাঁর ভূমিকা তুলে ধরা হয়।

এসি লোকালের যাত্রা শুরু

প্রতিবেদন : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে শিয়ালদহ থেকে দুটি রুটে যাত্রা শুরু করল নয়া এসি লোকাল ট্রেন। শিয়ালদহ থেকে নৈহাটি-রানাঘাট রুটে আগেই এসি লোকাল চালু হয়েছিল। এবার রানাঘাট হয়ে কৃষ্ণনগর সিটি জংশন রুটে এবং বারাসত হয়ে বনগাঁ লাইনে শুরু হল এসি লোকাল চলাচল। তবে টিকিটের আকাশছোঁয়া দামে ক্ষুব্ধ যাত্রীরা। তবে যাত্রীদের একাংশ এই নতুন পরিষেবায় খুশি। এসি ট্রেনে প্রথম দিনই যাত্রী সংখ্যায় খুশি রেল কর্তৃপক্ষ।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মাল ব্লকের বাগড়াকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের ওয়াসাবাড়ি বাড়ি চা-বাগানের ভিতর থেকে উদ্ধার এক ব্যক্তির দেহ। নাম প্রেমবাহাদুর তামাং (৫৪)। রোড সাইড লাইন শ্রমিক মহল্লার বাসিন্দা। বৃহস্পতিবার থেকে নিখোঁজ ছিলেন। কীভাবে মৃত্যু, স্পষ্ট নয়

আঞ্চলিক ভাষায় শিক্ষাদানে রাজ্য সরকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন

প্রাথমিকে রাজবংশী-কামতাপুরি ভাষায় পঠনপাঠন শুরু হল উত্তরে

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : উত্তরবঙ্গের কামতাপুরি ও রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষের বহুদিনের দাবিপূরণ করল তৃণমূল সরকার। মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ করে দিল। ফলে প্রথম পর্যায়ে উত্তরবঙ্গের তিন জেলায় ছটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষায় পঠনপাঠন চালু হচ্ছে। বৃহস্পতিবার নবান্নে মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতেই সিদ্ধান্ত হয়, নিবাচিত স্কুলগুলিতে দ্রুত পার্শ্বশিক্ষক নিয়োগ করা হবে। এই সিদ্ধান্তে স্বাভাবিকভাবেই উচ্ছ্বাস ছড়িয়েছে উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্রদের মধ্যে। জলপাইগুড়ির ধূপগুড়ি ব্লকের দুটি স্কুল পুন্ডিবাড়ি সিএস প্রাথমিক বিদ্যালয় ও

রাজধানীবাড়ি অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়কে প্রথম দফায় বেছে নেওয়া হয়েছে। বিধায়ক অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র রায় বলেন, মুখ্যমন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আজ তা বাস্তবে রূপ নিল। আমাদের সন্তানরা এখন নিজেদের ভাষায় পড়াশোনা করার সুযোগ পাবে, এটি এক ঐতিহাসিক উদ্যোগ। রাজধানীবাড়ি অতিরিক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক অম্বরীশ রায় জানিয়েছেন, স্কুলের অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী রাজবংশী কামতাপুরি সম্প্রদায়ের। এখন থেকে তারা মাতৃভাষায় পড়তে পারবে। এতে পড়াশোনায় আরও উৎসাহ পাবে। শিক্ষারত্ন পুরস্কারপ্রাপ্ত জয় বসাক বলেন, প্রাথমিকস্তরে মাতৃভাষাকে গুরুত্ব দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। ভবিষ্যতে উচ্চস্তরেও এই উদ্যোগ বিস্তৃত হলে উত্তরবঙ্গের ভূমিপুত্ররা শিক্ষাক্ষেত্রে বড় সুবিধা পাবে।
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পরই রাজবংশী ও কামতাপুরি ভাষার বিকাশে একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছে কামতাপুরী ভাষা অ্যাকাডেমি এবং রাজবংশী উন্নয়ন ও সাংস্কৃতিক পর্ষদ। এছাড়াও এই ভাষাকে সরকারি স্বীকৃতিও দেওয়া হয়েছে।

খাদে পড়ল গাড়ি উদ্ধার তিন যাত্রী

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ফের দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীসহ গাড়ি। গভীর রাতে সেবক সংলগ্ন এলাকায় পাহাড়ের খাদে পড়ে যায় তিনজন যাত্রী-সহ একটি চারচাকার গাড়ি। মৃত্যুর মুখ থেকে কোনও মতে বেঁচে এসেছেন তিন যাত্রী। স্থানীয় প্রশাসনের তৎপরতায় উদ্ধার করা হয়েছে আহতদের। জানা গিয়েছে, ভোররাতে টহলদারি করতে গিয়ে

পুলিশ জানতে পারে দুর্ঘটনার খবর। তড়িঘড়ি পুলিশ ক্রেন নিয়ে গিয়ে তোলে গাড়িটিকে। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনা, সেবক ব্রিজের পাশে। জানা গিয়েছে তিনজন ছেলে গাড়িতে ছিল। হঠাৎ চোখ বন্ধ হয়। এরপরই বিলাসবহুল গাড়িটি পাহাড়ের গভীর খাদে পড়ে যায়। কিন্তু ভাগ্যক্রমে গাড়িটি গাছে আটকে গিয়েছিল। ফলে বেঁচে যায় তিনজনই। পুলিশ এসে গাড়িটিকে তুলে আহতদের স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সাময়িক চিকিৎসা করিয়ে ছেড়ে দিয়েছে।

ইন্দো-নেপাল সীমান্তে ধৃত ইন্দোনেশীয় মহিলা

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : ভারতীয় নথি জাল করে দেশে ঢুকে গ্রেফতার ইন্দোনেশীয় মহিলা। পানিটাঙ্কি সীমান্তে সন্দেহভাজন এক ইন্দোনেশীয় মহিলাকে আটক করল এসএসবি। বৃহস্পতিবার সন্ধে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ৪১তম ব্যাটেলিয়নের 'সি' কোম্পানির বর্ডার ইন্টারঅ্যাকশন টিম পুরনো সেতুর কাছে, সীমান্ত খুঁটি নম্বর ৯০-এর ভারতীয় এলাকায় ওই মহিলাকে আটক করে। প্রথমে নিজেকে 'নিনিওমান মুর্নি' নামে ভারতীয় নাগরিক বলে দাবি করেন।

কিন্তু জেরায় একাধিক জাল নথি ধরা পড়ে, যার মধ্যে ইন্দোনেশিয়ার পরিচয়পত্রও ছিল। পরে তিনি স্বীকার করেন, আসলে তাঁর নাম 'নি কাদেক সিসিয়ানি', ইন্দোনেশিয়ার বালির বাসিন্দা। মহিলা স্বীকার করেছেন, মুম্বইয়ে স্থানীয় দালালের মাধ্যমে ভুয়ো আধার ও প্যান কার্ড করেছিলেন। প্রায় এক দশক মুম্বইয়ে বসবাস করছিলেন ওই জাল নথি ব্যবহার করে। ইন্দোনেশিয়া, তুরস্ক, নেপাল ও ভারতের মধ্যে যাতায়াতের জন্য একাধিক ভুয়ো পরিচয় ব্যবহার করেছেন। এসএসবি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় বিদেশি আইন, পাসপোর্ট আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। সমস্ত প্রক্রিয়া শেষে তাঁর শারীরিক পরীক্ষার পর খড়িবাড়ি থানার হাতে দেওয়া হয়েছে।

গ্রামীণ স্কুলে ছোটদের স্বপ্ন দেখাচ্ছে এআই

আর্থিকা দত্ত • জলপাইগুড়ি

ধূপগুড়ি মহাকুমার প্রত্যন্ত বারঘরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ খয়েরবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এক ঐতিহাসিক অধ্যায় রচনা করেছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সরকার যেভাবে শিক্ষা ও প্রযুক্তিকে গ্রামীণ বাংলার প্রতিটি প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছে, তারই উজ্জ্বল প্রতিফলন দেখা গেল এই বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক সৌজন্য মজুমদারের উদ্যোগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে, যা পড়ুয়াদের কল্পনাশক্তিকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। শিশুরা এখন ক্লাসরুমে বসেই দেখতে পাচ্ছে— ডাক্তার, পুলিশ, শিক্ষক কিংবা বিজ্ঞানী হিসেবে তাদের ভবিষ্যৎ কেমন হতে পারে। শিশুর মনে লুকিয়ে থাকা স্বপ্নগুলোকে দৃশ্যমান করে দেওয়ায় তাদের আত্মবিশ্বাসও দ্বিগুণ হচ্ছে। শিক্ষক সৌজন্য জানিয়েছেন, 'নিজের জীবনের অসম্পূর্ণ ইচ্ছে থেকেই তিনি এই ভাবনার জন্ম দেন।' প্রধানশিক্ষক সিদ্ধার্থ দত্ত বলেন, 'গ্রামের স্কুলে প্রযুক্তির এমন ব্যবহার শুধু ছাত্রছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করছে না, শিক্ষাক্ষেত্রে এক নতুন মানদণ্ড স্থাপন করছে।' এই অভিনব পদক্ষেপের ফলে শুধু পড়াশোনার প্রতি আগ্রহই বাড়ছে না, পাশাপাশি গ্রামীণ স্কুলে আধুনিক প্রযুক্তির সহজলভ্যতার দৃষ্টান্তও তৈরি হচ্ছে। তৃণমূল সরকারের নিরলস প্রচেষ্টা যে গ্রামীণ বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ডিজিটাল শিক্ষার যুগে, দক্ষিণ খয়েরবাড়ির এই স্কুল তারই সেরা প্রমাণ।

উত্তরে শিক্ষক দিবস পালন

■ চাকুলিয়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে বিধায়ক মিনহাজুল আরফিন আজাদ, আনোয়ার আলম প্রমুখ।

■ পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ও বিধায়ক মোশারফ হোসেনের উদ্যোগে শিক্ষকদিবস পালিত হল ইটাহারে, চেকপোস্ট এলাকায় তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে সভা হলে। অবসরপ্রাপ্ত ও বর্তমান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সংবর্ধিত করা হয়। মোশারফ ছাড়াও ছিলেন রিনা সরকার, কার্তিক দাস, সুন্দর কিস্কু, রতন রায়, নিশিকুল আলম প্রমুখ।

■ রায়গঞ্জ পুরসভার পক্ষ থেকে সুদর্শনপুর দ্বারিকাপ্রসাদ উচ্চ বিদ্যাচক্র স্কুলের কাছে অনুষ্ঠানে ছিলেন পুর প্রশাসক সন্দীপ বিশ্বাস, শিক্ষাবিদ শুভেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুশীল গোস্বামী প্রমুখ।

■ তৃণমূল কংগ্রেসের সাংস্কৃতিক সামাজিক গণমাধ্যম রাজনগর সংস্থার উদ্যোগে কোচবিহার রবীন্দ্রভবনে এক অনুষ্ঠান হয়। ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক, সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়া, দলের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ।

■ কোচবিহারের তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ ও দলের মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায়ের উদ্যোগে মনদার মোড়ে তাঁর নিজের অফিসে শিক্ষক দিবস উদযাপন হল। সংবর্ধিত হলেন পঞ্চাশজন শিক্ষক।

আমার বাংলা
6 September, 2025 • Saturday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ছাত্রীহত্যা : হাতে গ্রেফতারি পরোয়ানা, তবু বিএসএফের বাধায় অধরা দেশরাজের বাবা

সংবাদদাতা, কৃষ্ণনগর : কৃষ্ণনগরে দিনদুপুরে কলেজছাত্রী ঈষিতা মল্লিকের হত্যাকাণ্ডে এবার মূল অভিযুক্ত দেশরাজ সিংয়ের বাবা রাঘবেন্দ্র প্রতাপ সিংকে গ্রেফতার করতে চান তদন্তকারী অফিসাররা। তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা কৃষ্ণনগর পুলিশের তদন্তকারী দলের হাতে থাকা সত্ত্বেও নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াচ্ছে বিএসএফ। তাদের বাধার ফলেই ধরা যাচ্ছে না রাঘবেন্দ্র প্রতাপকে বলে জানা যায় কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সূত্রে। আরও জানা গিয়েছে, পুরো ঘটনায় ছেলে দেশরাজকে পালানোর ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই মদত দিয়ে গিয়েছেন তার বাবা রাঘবেন্দ্র ছাড়াও বিএসএফের ওই ব্যাটেলিয়নেরই আর এক কর্মী। উল্লেখ্য, রাঘবেন্দ্র এখন রাজস্থানের জয়সলমিরে বিএফএফে পোস্টিং। তদন্তকারীদের দাবি, ঈশিতাকে খুনের পরই দেশরাজ সমস্ত ঘটনা তার বাবা এবং পরে মামা কুলদীপ সিংকে খুলে বলে। তারাই তাকে লুকিয়ে থাকার উপায় বাতলে দেন। বাবা কুলদীপ সিং ও তার মেয়ের সহযোগিতায় তৈরি হয় দেশরাজের জাল আধার কার্ড ও বিএসএফের জাল পরিচয়পত্র। সেই জাল পরিচয়পত্র রাঘবেন্দ্রই দেশরাজকে ডিজিটাল মাধ্যমে পাঠায়। এই সমস্ত ঘটনা জানার জন্য এই মুহূর্তে রাঘবেন্দ্রকে হাতে পাওয়া তদন্তকারীদের কাছে খুব জরুরি। তাদের হাতে গ্রেফতারি পরোয়ানাও আছে। কিন্তু জয়সলমিরের বিএসএফের বাধায় সে কাজ করা যাচ্ছে না। রাজস্থানের জয়সলমিরের বিএসএফের ডিআইজি পদমর্যাদার এক কর্তা আদালতের অনুমতিপত্র দেখা সত্ত্বেও কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের কর্তাদের হাতে দেশরাজের বাবাকে তুলে দিতে নারাজ। তাদের যুক্তি, দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএসএফের আইজি অনুমতি দিলে তবেই তারা রঘুবিন্দরকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারে। জানা যায়, রঘুবিন্দর ছাড়াও দেশরাজকে মদত দেওয়ার জন্য ওই ব্যাটেলিয়নেরই আরও এক বিএসএফ কর্মীর ভূমিকা নিয়েও তদন্ত করছে পুলিশ। এই বিষয়ে কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশ সুপার অমরনাথ কে-র কথায়, আমাদের হাতে বিএসএফ কেন রঘুবিন্দরকে তুলে দিচ্ছে না সেটা রহস্যের। জেলা পুলিশের একটি টিম এখন রাজস্থানের জয়সলমিরেই রয়েছে। বিএসএফ যদি দেরি করে তাহলে জেলা পুলিশের তরফে আদালতে আবেদন করে সব জানিয়ে বলা হবে, গ্রেফতারি পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও বিএসএফের বাধায় রঘুবিন্দরকে ধরতে সমস্যা হচ্ছে।

■ দেশরাজ সিং ও ঈশিতা মল্লিক।

বেসরকারি ব্যাঙ্কে ডাকাতি পুরীতে ধরা পড়ল ম্যানেজার

প্রতিবেদন : চাকদহের বেসরকারি ব্যাঙ্কে ডাকাতির ঘটনা নয়া মোড় নিল বৃহস্পতিবার রাতে ওই ব্যাঙ্কের ম্যানেজার অভিজিৎ ঘোষ-সহ এক কর্মী বাপ্পা ঘোষকে পুরী থেকে গ্রেফতার করায়। এর ফলে ব্যাঙ্ক ডাকাতির ঘটনায় এ পর্যন্ত পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে ৫ জন। শুক্রবার ধৃতদের কল্যাণী মহকুমা আদালতে তোলা হয়। প্রসঙ্গত, গত ১৯ অগাস্ট চাকদহ থানার লালপুরে এক বেসরকারি ব্যাঙ্কে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। সেদিন সন্ধ্যায় দুই সশস্ত্র দুষ্কৃতী ব্যাঙ্কে ঢুকে চার কর্মীকে আটক করে প্রায় ১৫ কেজি ৭০০ গ্রাম সোনার গয়না নিয়ে পালায়। ঘটনার পরই তৎপর হয় চাকদহ থানার পুলিশ। ব্যাঙ্কের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করে তদন্তকারীরা দেখেন দুই দুষ্কৃতীকে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সেই ফুটেজ দেখিয়ে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যক্ষদর্শীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা চলে। ব্যাঙ্ককর্মীদের জেরা করে যান তদন্তকারীরা। এরপরই বিভিন্ন এলাকা থেকে তিন দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের কল্যাণী মহকুমা আদালতে পেশ করলে বিচারক ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। হেফাজতে নিয়ে জেরার সময় পুলিশের কাছে মেলে চাঞ্চল্যকর একাধিক তথ্য। রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার আশিসকুমার মৌর্যের কথায় জানা যায়, ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত ৩ জনকে এর আগেই গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেই পরে উদ্ধার হয় ৪ কেজি ৬০০ গ্রাম সোনা, একটি আগ্নেয়াস্ত্র, ডাকাতির সময় ব্যবহৃত পোশাক ও টুপি। বাকি সোনা উদ্ধারে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে পুলিশ। পুলিশের বক্তব্য, ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত কাউকেই রেহাই দেওয়া হবে না। এর পরেই বৃহস্পতিবার রাতে পুরী থেকে চাকদহ থানার পুলিশ গ্রেফতার করে নিয়ে আসে ব্যাঙ্ক ম্যানেজার-সহ আরও এক কর্মীকে।

■ পুরীতে ধৃত ব্যাঙ্ক ম্যানেজার ও ব্যাঙ্কের এক কর্মীকে নিয়ে আসছে পুলিশ।

একসঙ্গে ছাত্র-শিক্ষক দিবস উদযাপন করার কথা বললেন উপাচার্য

সংবাদদাতা, বর্ধমান : শিক্ষাক্ষেত্র-সহ যেকোনও ক্ষেত্রে শাসন দিয়ে জোর করে কিছু হয় না। ভালবেসে যে কাজ করানো যায়, শাসনে সেই কাজ হয় না। শুক্রবার বর্ধমান সংস্কৃতি লোকমঞ্চে বিধায়ক খোকন দাসের উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে তাঁর বক্তব্যে এভাবেই নিজের অবস্থান জানান বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. শংকরকুমার নাথ। উল্লেখ্য, সম্প্রতি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে গণেশপুজোকে কেন্দ্র করে রীতিমতো বিতর্ক দেখা দেয় উপাচার্যকে ঘিরে। সমালোচনাকে গুরুত্ব না দিয়েই তিনি গণেশপুজো করেন। সেই প্রসঙ্গে না গিয়েও উপাচার্য জানিয়ে দেন, ভালবেসে কাছে টেনে যে কাজ করানো যায়, শাসন দিয়ে জোর করে সেই কাজ করানো যায় না। পাশাপাশি তিনি বলেন, আজ শুধু শিক্ষক দিবস নয়, পাশাপাশি ছাত্র দিবসও। কারণ ছাত্র ছাড়া শিক্ষকের কোনও গুরুত্ব নেই, শিক্ষক ছাড়া ছাত্রেরও তেমন কোনও গুরুত্ব নেই। এই দিনটি তাই ছাত্র-শিক্ষক দিবস হিসাবেই পালন করা উচিত। উল্লেখ্য, এদিন বিধায়কের উদ্যোগে ১৫০০ শিক্ষক-শিক্ষিকাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ছিলেন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার ও রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীকান্ত মাহাত, বর্ধমানের পুরপ্রধান পরেশ সরকার-সহ অন্যরা।

ছাত্র পিটিয়ে শ্রীঘরে ঠাঁই শিক্ষকের স্কুলের ভাঙচুর সামাল দিল পুলিশ

সংবাদদাতা, এগরা : শিক্ষক দিবসে শিক্ষকের জেলযাত্রা হল। ছাত্র পিটিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন এগরা ২ ব্লকের বাথুড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অস্থিচক সুরেন্দ্র-যোগেন্দ্র বিদ্যাপীঠের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক বিপ্লব পণ্ডা। শুক্রবার তাঁকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পকসো আদালত একদিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। ঘটনার সূত্রপাত বৃহস্পতিবার দুপুরে। অভিযুক্ত শিক্ষক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক হলেও অষ্টম শ্রেণির ইংরেজির ক্লাস নিতে যান। সেখানেই পড়া করে না আসায় একাধিক ছাত্রছাত্রীকে বেধড়ক মারধর করেন বলে অভিযোগ। বেশ ক'জন ছাত্রছাত্রী আহত হলে তাদের গঙ্গাধরবাড় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়। গোটা ঘটনা জানতে পেরে স্কুলে চড়াও হন স্থানীয়রা। বিক্ষোভ এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে ঘটনাস্থলে আসতে হয় এগরা থানার পুলিশ ছাড়াও বিডিও অরিজিৎ গোস্বামী, অবর বিদ্যালয়ে পরিদর্শক তুহিন দাসকে। রাত পর্যন্ত চলা বিক্ষোভে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। ক্ষুব্ধ জনতা ভাঙচুর চালায় স্কুলে। পরে বিশাল পুলিশ বাহিনী এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনায় রাতেই অভিযুক্ত শিক্ষক বিপ্লব পণ্ডাকে এগরা থানার পুলিশ আটক করে নিয়ে যায়। পরে এক ছাত্রীর পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এই ঘটনায় আতঙ্কিত স্কুলের অন্য শিক্ষক- শিক্ষিকারা। প্রধান শিক্ষক বিবেকানন্দ জানা বলেন, শনিবার স্কুল খোলা থাকবে। পড়া না পারলে একজন শিক্ষক যেমন শাসন করেন তেমনভাবেই মেরেছিলেন। মারধরের ফোবিয়া থেকে অসুস্থ হয় ছাত্রছাত্রীরা। এগরা থানার আইসি অরুণকুমার খান বলেন, এক ছাত্রীর পরিবার থেকে থানায় অভিযোগ করার পরই অভিযুক্ত ওই শিক্ষক বিপ্লব পণ্ডাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে পকসো ধারায় মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তাঁকে কাঁথি মহকুমা আদালতে পেশ করার পর একদিনের জেল হেফাজত দিয়েছেন বিচারক। ফের আদালতে পেশ করা হবে তাঁকে।

■ ধৃত শিক্ষক বিপ্লব পণ্ডা।

■ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় তৎকালীন উপাচার্য অমিতকুমার মল্লিক ও প্রাণেশ দাসকে শিক্ষক দিবসের শ্রদ্ধা জানাতে তাঁদের বাড়ি যান মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ।

জঞ্জাল ফেললেই জরিমানা

প্রতিবেদন : নিয়ম ভাঙলেই দিতে হবে এক হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা। এভাবে ব্যানার লাগিয়ে নাগরিকদের সতর্ক করছে পুরুলিয়া পুরসভা। এরপর থেকে যত্রতত্র জঞ্জাল ফেললেই এরকম আর্থিক জরিমানার শিকার হতে হবে নাগরিকদের। এমনই শাস্তির ব্যবস্থা করেছে পুরসভা। পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, শহরের ২৫টি জায়গায় এই বোর্ড দেওয়া হয়েছে। যে জায়গাগুলিতে নিয়ম না মেনে আবর্জনা ফেলা হয়, মূলত সেই সব এলাকাতেই লেগেছে এই বোর্ড। আগামী দিনে বোর্ডের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

শতবর্ষপ্রাচীন নেপালি দুর্গামন্দিরের পুজো সব ধর্মের মিলনক্ষেত্রে পরিণত

বার্নপুর

সংবাদদাতা, আসানসোল : শতাধিক বছরের পুরনো নেপালি দুর্গাপুজো নিয়ে এখনও পর্যন্ত উন্মাদনা দেখা যায় বার্নপুর শিল্প শহরের মানুষের মধ্যে। আসানসোলে বার্নপুর শিল্পতালুকের ইসকো কারখানার জন্য নানা ধর্মের, নানা জাতির মানুষের বসবাস। সেভাবেই রুটিরুজির টানে নেপাল থেকেও একদা বেশ কিছু পরিবার চলে এসেছিলেন এই বার্নপুর শিল্পতালুকে। সেই নেপালি বাসিন্দারাই শতাধিক বছর আগে শুরু করেন দুর্গাপূজা। একেবারে নেপালি আচার ও রীতিনীতিতে, নেপালি মন্ত্র উচ্চারণের মধ্য দিয়ে এই পুজো অনুষ্ঠিত হত। কালের নিয়মে অনেক নেপালি পরিবার এলাকা থেকে চলে গিয়েছেন অবসরের পর। আবার অনেকেই থেকেও গিয়েছেন। কিন্তু নেপালি দুর্গাপূজা আজও চালু রয়েছে। বর্তমানে নেপালি ধর্মাবলম্বী মানুষজন ছাড়াও অন্য জাতির ভাষাভাষীর মানুষরাও এই পুজোয় যোগ এবং তারা ভক্তিভরে দুর্গার পুজো দিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন। তবে বহু নেপালি পরিবার বাইরে চলে গেলেও এই দুর্গাপুজোর টানে পুজোর সময় বার্নপুরে ফিরে আসেন। মন্দিরের পুরোহিত নেপালি, বেশ কিছু নেপালি পরিবার পুজো কমিটির সদস্য। তবে তাঁদের দাবি, মন্দিরের নাম নেপালি দুর্গামন্দির হলেও এখন এই দুর্গামন্দির সব জাতি ধর্ম ও বর্ণের মানুষের মিলনক্ষেত্র হয়ে উঠেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

6 September, 2025 • Saturday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

দিনদুপুরে চলছিল বালি পাচারের চেষ্টা। প্রায় ২ কিলোমিটার রাস্তা তাড়া করে বালি বোঝাই পিকআপ ভ্যানটি আটক করর ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ। গ্রেফতার হয় একজন। শুক্রবারের ঘটনা

বিশ্ব নবি দিবস

দুর্গাপুরে মিছিলে ঢল মানুষের, ছড়াল ভ্রাতৃত্ব শান্তি, মানবতার বার্তা

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : নবি দিবসের পবিত্র মাহাত্ম্যে ভরে উঠল দুর্গাপুর বাজার এলাকা। সকাল থেকেই পরিবেশ ছিল উৎসবমুখর। সগড়ভাঙা মুসলিম পাড়া থেকে শুরু হয় এক বর্ণাঢ্য মিছিল। যা দুর্গাপুর বাজার এলাকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। শুক্রবারের এই মিছিলে ছিল মানুষের ঢল। পুরুষ, মহিলা, শিশু, বৃদ্ধ সকলে একসঙ্গে পা মেলালেন ধর্মীয় শ্রদ্ধা আর ভক্তির আবহে। ঢাক-ঢোল, ধর্মীয় সংগীত আর স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ। শুধু সগড়ভাঙা নয়, আশেপাশের গ্রাম থেকেও বহু মানুষ এসে যোগ দেন এই মহাসমাবেশে। বেশ কয়েকশোর বেশি মানুষের উপস্থিতি এদিনের মিছিলে প্রাণসঞ্চার করে। হাতে পতাকা, ব্যানার আর নবি দিবসের স্লোগান লেখা ফেস্টুন নিয়ে পথ পরিক্রমা করেন সবাই। মিছিল জুড়ে ছিল ভ্রাতৃত্ব, শান্তি আর মানবতার বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার। মানুষের ঐক্য, বিশ্বাস আর ভালবাসার এক অনন্য উদাহরণ হয়ে উঠল বিশ্ব নবি দিবসে সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে দুর্গাপুরের রাস্তায় বেরনো এই মিছিল।

পিংলায় বিলি জল-মিষ্টি ডেবরায় বর্ণাঢ্য মিছিল

সংবাদদাতা, পিংলা : বিশ্ব নবি দিবস উপলক্ষে পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলা ব্লকের মায়া এলাকায় আমরা কজনের উদ্যোগে পথচলতি মানুষজনকে মিষ্টি ও জলের বোতল বিলি করে হল বিশ্ব নবি দিবস উদযাপন। ছিলেন সমাজসেবী মানিক খান, পিংলার নয়ার পটচিত্র শিল্পী আনোয়ার চিত্রকর, বাহাদুর চিত্রকর-সহ অন্যরা। অপরদিকে শুক্রবার বিকেলে ডেবরা ব্লকে ডেবরা ওভারব্রিজের নিচে বিভিন্ন এলাকা থেকে বেশ কয়েকটি কমিটির উদ্যোগে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। ডেবরা বাজার জুড়ে পথ পরিক্রমা করে মিছিল। কোনওরকম বিশৃঙ্খলা না হয় তার জন্য ডেবরা থানার পুলিশ-সহ ডেবরার এসডিপিও দেবাশিস দত্ত উপস্থিত থেকে লক্ষ্য রাখেন।

কুসংস্কারের বশে খুন হলেন বৃদ্ধা, চার ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের জালে ৪ পড়শী

সংবাদদাতা, বর্ধমান : স্রেফ কুসংস্কারের বশবর্তী হয়ে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘর থেকে টেনেহিঁচড়ে তুলে নিয়ে গিয়ে ৭৫ বছরের বৃদ্ধা লক্ষ্মী হেমব্রমকে একটি পরিত্যক্ত জলাশয়ের সামনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে পাশের একটি ঝোপের ভিতর দেহ ফেলে দেয় আততায়ীরা। মেমারি থানার দেবীপুর পঞ্চায়েতের গৌরীপুরের এই ঘটনার খবর পেয়েই তদন্ত শুরু করে মাত্র চার ঘণ্টায় মেমারি থানার পুলিশ খুনের কিনারা করে ফেলল। ঘটনায় ধৃত চারজনকে শনিবার বর্ধমান আদালতে তোলা হয়। মেমারি থানা সূত্রে জানা যায়, শুক্রবার সকালে খবর আসে, লক্ষ্মী হেমব্রমকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওসির নেতৃত্বে পুলিশ গৌরীপুর গিয়ে খোঁজখবর শুরু করে। আধ ঘণ্টা পর বাড়ি থেকে ২০০ ফুট দূরের পরিত্যক্ত জলাশয়ের পাশে আগাছার ভিতর মুখ গুঁজে পড়ে থাকা বৃদ্ধার দেহ উদ্ধার করে তারা। ঘাড়ে ধারালো অস্ত্রের দাগ ছিল। পুলিশ ওই বৃদ্ধার ঘরে গিয়ে সব কিছু তছনছ দেখে বুঝতে পারে, চলতে-ফিরতে অক্ষম বৃদ্ধাকে ঘর থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হেডকোয়ার্টার) অর্ক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কুসংস্কারের বশবর্তী হয়েই বৃদ্ধাকে খুন করা হয়েছে। ধৃত চার পড়শী সুজন হাঁসদা, বিনয় হাঁসদা, সেবা হাঁসদা ও সন্দীপ মুর্মু রাতে মদ খাওয়ার সময়েই খুনের পরিকল্পনা করে। মদের আসর থেকে উঠে চারজনই ওঁর ঘরে ঢুকে টেনে নিয়ে গিয়ে পরিত্যক্ত পুকুরপাড়ে খুন করে অস্ত্রটি পুকুরে ফেলে দেয়। পুলিশ কুকুর দিয়ে ঘটনাস্থলে তদন্ত চলে। শনিবার ফরেনসিক ল্যাবরেটরির একটি দল ঘটনাস্থলে নমুনা সংগ্রহ করে। স্থানীয়রা জানান, খুনের পর চারজন সকাল পর্যন্ত নেশা করে। এরপর সন্দীপ ও সুজন কাজের খোঁজে গ্রাম ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা বলায় সন্দেহ হয়। পুলিশ এসে দুজনকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদ চালাতেই ঘটনা স্বীকার করে তারা। পুলিশের দাবি, গত বছর সুজনের বাবা-মা ও দাদা মারা যাওয়ায় মনে কুসংস্কার দানা বাঁধে। বৃদ্ধার পরিজন সনাতন কিস্কুর দাবি, উনি উঠতে-চলতে পারতেন না। আমাদের বাড়ি থেকে দুপুরের খাবার দেওয়া হত। সেটাই দুবেলা খেতেন। বেশ কিছু দিন ধরে ওঁর বদনাম করা হচ্ছিল। আদিবাসী কল্যাণ সমিতির জেলার প্রাক্তন সভাপতি মহাদেব টুডু বলেন, এখনও অনেকে অন্ধবিশ্বাসে আচ্ছন্ন। এটা দুর্ভাগ্যজনক। নানাভাবে বিরুদ্ধে প্রচার চলছে। ওখানেও চালানো হবে।

চার ধৃতকে নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এএসপি (হেডকোয়ার্টার)।

‘সুরক্ষা’ : জেলা পুলিশের উদ্যোগ

সংবাদদাতা, মেদিনীপুর : সংখ্যালঘু ভাই-বোনদের কম্পিউটার ট্রেনিং দিতে পুলিশের উদ্যোগে মেদিনীপুরে সূচনা হল ‘সুরক্ষা কম্পিউটার স্কিল ট্রেনিং অ্যান্ড আপগ্রেডেশন প্রজেক্ট’। শুক্রবার এই ট্রেনিং সেন্টারের উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার। একসঙ্গে ১৫ জন পড়ুয়া এখানে কম্পিউটার ট্রেনিং নিতে পারবেন। সেই সঙ্গে ডিগ্রি পাওয়ার পর মেরিট অনুযায়ী প্লেসমেন্টের সুযোগ করে দেবে জেলা পুলিশ। জেলার পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কথামতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষজনের মধ্যে শিক্ষাকে ফোকাস করতে এই উদ্যোগ। এর আগে খড়গপুরেও এরকম কয়েকটি সেন্টারের উদ্বোধন হয়েছে।

সুরক্ষা সেন্টারের উদ্বোধনে এসপি।

প্রতিমার ডাকের অঙ্গসজ্জার কাজে মগ্ন বড়জোড়ার মালাকার পরিবার

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : মাত্র কিছুদিন পরেই মা দুর্গাকে আবাহনের জন্য মনেপ্রাণে তৈরি হয়ে আছে বাঙালি। এই চরম ব্যস্ততায় দিন কাটছে মাতৃপ্রতিমার ডাকের সাজ তৈরির শিল্পীদের। সময়ের দাবি মেনে মানুষের রুচি ও ইচ্ছার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বদলে যাচ্ছে দেবদেবীর সাজসজ্জাও। এমনকি দাম বেড়েছে কাঁচামালেরও। কিন্তু সেভাবে দাম বাড়ছে না শিল্পীর অফুরান ধৈর্য আর পরিশ্রমের ফসল প্রতিমা অঙ্গসজ্জা সামগ্রীর। ফলে আক্ষেপ রয়েছে বাংলার অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী শোলাশিল্পীদের মধ্যে। বংশ পরম্পরায় প্রতিমার ডাকের সাজ তৈরি করে আসছেন বড়জোড়ার জগন্নাথপুর গ্রামের মালাকার পরিবার। বাপ-ঠাকুর্দার হাত ধরে এই শিল্পে হাত পাকিয়েছেন। তাঁদের তৈরি প্রতিমার ডাকের সাজের সামগ্রী বাঁকুড়া শহরের গণ্ডি ছাড়িয়ে জামশেদপুর-গিরিডিতেও এবার পৌঁছে যাবে এবার। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্ডারের সব কাজ শেষ করতে হবে। সেই কারণেই সপরিবার দিনরাত এক করে কাজ করে চলেছেন। যে তুলনায় কাঁচামালের দাম বেড়েছে সেই তুলনায় ডাকের সাজের দাম বাড়েনি। তারপরেও এই পেশাকে আঁকড়ে ধরে আছেন মালাকার পরিবারের শিল্পীরা।

বড়জোড়ার জগন্নাথপুর গ্রামের মালাকার পরিবার বংশ পরম্পরায় চালিয়ে যাচ্ছে ডাকের সাজ তৈরির কাজ।

ভেঙে পড়ল শালি নদীর সেতু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন, বন্ধ চলাচল

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : জেলার বড়জোড়া ব্লকের অন্তর্গত শালি নদীর উপরের সেতুটি শুক্রবার হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। ফলে এই সেতু দিয়ে ভৈরবডাঙা থেকে রাওতোড়া যোগাযোগে মানুষজনের যাতায়াত ও গাড়ি চলাচল শুক্রবার দুপুর থেকেই পুরোপুরি বন্ধ হয়ে যায়। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন দুই পাড়ের প্রায় ২৫ থেকে ৩০টি গ্রামের মানুষ। দুই অঞ্চলের মানুষকেই বাঁকুড়া হাসপাতাল, আদালত ও স্কুলকলেজে যাতায়াতে এই সেতুটিই ব্যবহার করতে হত। ফলে রাওতোড়া, কানাইনামা, গরিববাটি, জগন্নাথপুর প্রভৃতি দুদিকের গ্রামের হাজারের বেশি মানুষজন ছাড়াও এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করা পণ্যবাহী ট্রাক, যাত্রীবাহী বাস, অ্যাম্বুলেন্স কিছুই যেতে-আসতে পারছে না। সেতু ভেঙে পড়ায় পরিবহণ ও চলাচল বন্ধ হয়ে দুর্দশায় পড়েছেন বাসিন্দারা।

রাওতোড়ায় ভেঙে পড়ল শালি নদীর উপর সেতু।

জঙ্গলে সদ্যোজাতর দেহ উদ্ধার ঘিরে ছড়াল চাঞ্চল্য

সংবাদদাতা, আসানসোল : আসানসোল দক্ষিণ থানার কালিপাহাড়ির কুর্তিয়া পাড়ার জঙ্গল থেকে এক সদ্যোজাতের মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ায় শুক্রবার সকালে। এলাকাবাসীরা জানান, শুক্রবার সকালে জঙ্গল থেকে পচা দুর্গন্ধ পেয়ে তাঁরা খোঁজ করে দেখতে পান একটি সদ্যোজাতের মৃতদেহ পড়ে আর কুকুরে দেহটি টানাহেচড়া করছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। এলাকাবাসীদের অনুমান, অন্য কোথাও থেকে এনে এই সদ্যোজাতকে এখানে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কালিপাহাড়ির এই জঙ্গলে মিলল সদ্যোজাতর দেহ।

১০
৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

আমার বাংলা

6 September, 2025 • Saturday • Page 10 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

শ্রম দফতরের উদ্যোগে পুজোর মুখে খুলে গেল বামনডাঙা টুন্ডু চা-বাগান

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : পুজোর মুখে খুশির খবর চা-বাগানে। রাজ্য শ্রম দফতরের হস্তক্ষেপে শুক্রবার থেকে খুলে গেল নাগরাকাটা ব্লকের বামনডাঙা টুন্ডু চা-বাগান। ২৯ অগাস্ট মালিকপক্ষ বকেয়া পাক্ষিক মজুরি নিয়ে অসন্তোষকে কেন্দ্র করে অনির্দিষ্টকালের জন্য বাগান বন্ধের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। প্রায় ১১৭৪ জন শ্রমিক ও তাঁদের পরিবার অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন। তবে সরকার ও শ্রমিক সংগঠনের সক্রিয় ভূমিকার ফলেই ফের স্বাভাবিক ছন্দে ফিরল বাগান। গত ২ অগাস্ট শিলিগুড়ির শ্রমিক ভবনে অতিরিক্ত শ্রম আধিকারিক, মালিকপক্ষ এবং শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে একটি

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেই বৈঠকেই বাগান পুনরায় খোলার সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই শুক্রবার থেকে বাগানের নিয়মিত কাজকর্ম শুরু হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল চা-বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা সঞ্জয় কুজুর বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় চা-শ্রমিকদের পাশে আছেন। তাঁর উদ্যোগ ও শ্রম দফতরের তৎপরতাতেই আজ আবার বাগান খুলেছে। পুজোর মুখে শ্রমিক পরিবারগুলির মুখে হাসি ফুটেছে। তৃণমূল সরকার বারবার প্রমাণ করেছে শ্রমিকস্বার্থেই তারা লড়াই করে। শ্রমিকমহলে এখন স্বস্তির বাতাস। দীর্ঘ অনিশ্চয়তার পর ফের নিয়মিত রোজগার ও জীবিকার নিশ্চয়তা ফিরে পাওয়ায় বাগান এলাকায় খুশির আবহ তৈরি হয়েছে।

প্রবীণ শিক্ষকদের সংবর্ধনা দেওয়া হল বালুরঘাটে

সংবাদদাতা, বালুরঘাট : বালুরঘাটে শিক্ষক দিবস উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির উদ্যোগে সাড়াজাগানো অনুষ্ঠান হল শুক্রবার, সুবর্ণতট সভাকক্ষে। রাধাকৃষ্ণনের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান, উদ্বোধনী সঙ্গীতে সূচনা হয়। ছিলেন পুরপ্রধান অশোককুমার মিত্র, জেলা পরিষদের সভাধিপতি চিন্তামণি বিহা, মহিলা তৃণমূল জেলা সভাপতি স্নেহলতা হেমব্রম, সুভাষ চাকী, বিপুলকান্তি ঘোষ, প্রীতমরাম মণ্ডল, রাজনারায়ণ গোস্বামী প্রমুখ। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষকদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। প্রবীণ শিক্ষকদের হাতে স্মারক তুলে দেওয়া হলে আবেগের স্রোতে ভেসে যায় সভাকক্ষ। পাশাপাশি ছিল আলোচনাও। যেখানে উঠে আসে শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন এবং আগামী প্রজন্মের দিকনির্দেশ নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য। শুধু বালুরঘাট নয়, দক্ষিণ দিনাজপুরের দুই সাবডিভিশনেই একযোগে আয়োজিত হয় শিক্ষক দিবসের কর্মসূচি। সব মিলিয়ে শিক্ষক সমাজকে কৃতজ্ঞতা জানানোর এই দিনটি রঙিন হয়ে উঠল অনন্য উদযাপনে।

নবি উৎসব উত্তরে

■ হজরত মহম্মদের জন্মদিন উপলক্ষে করণদিঘি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা রসাখোয়া হাই মাদ্রাসা থেকে পারানগর, ডাটিপাড়া ইত্যাদি এলাকা পরিক্রমা করে। সবাইকে জল পান করান বিধায়ক গৌতম পাল।

■ ইসলামপুরে শোভাযাত্রায় অংশ নেন তৃণমূল জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল।

■ ইটাহার রাধানগর, কামারডাঙা, দুর্লভপুর ইত্যাদি অঞ্চলে শোভাযাত্রা ও ধর্মীয় অনুষ্ঠান হয়। বিধায়ক মোশারফ হোসেন সবাইকে শুভেচ্ছা জানান।

খরস্রোতা জলঢাকায় ভেসে মৃত্যু জওয়ানের

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি : টানা বৃষ্টিতে ফুলেফেঁপে উঠেছে ডুয়ার্স ও পাহাড়ি এলাকার নদী-ঝোরাগুলি। আর এই উত্তাল স্রোতেই প্রাণ হারালেন এক এসএসবি জওয়ান। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার

নাগরাকাটা ব্লকের শিবচু এলাকায়। মৃত জওয়ানের নাম সমরেশ দাস (৫১), বাড়ি কোচবিহার জেলায়। জানা গিয়েছে, শিবচু বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকায় এসএসবির ৪৬ নম্বর ব্যাটালিয়নে কর্মরত ছিলেন তিনি। এদিন সকালে জলঢাকা নদীর ধারে টহলদারি চলাকালীন হঠাৎ তিনি নিখোঁজ হয়ে যান। অনুমান করা হচ্ছে, কোনও কারণে নদীতে নেমে ভেসে যান তিনি। খবর ছড়াতেই এনডিআরএফ ও এসএসবির একটি বিশেষ দল তল্লাশি শুরু করে। কয়েক ঘণ্টা অভিযান চালানোর পর অবশেষে দুপুরে জলঢাকা নদীর রেল ব্রিজ সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁর নিথর দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

উৎসবের দিনে হঠাৎ বিপত্তি আতঙ্কে শিলিগুড়ি

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি : মিলাদ-উন-নবি দিবস উপলক্ষে শহরে আওয়াজ, স্লোগান, ভক্তদের ভিড়— সব মিলিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশ। কিন্তু ঝঙ্কার মোড়ে সেই আনন্দ মুহূর্তেই পরিণত হল আতঙ্কে। শোভাযাত্রার মাঝে হঠাৎ ভেঙে পড়ে সাউন্ড বক্স ও ট্রাসের কাঠামো। গাদাগাদি ভিড়ে চাপা পড়েন বহু মানুষ। আতঙ্কে ছোটাছুটি করতে গিয়ে আহত হন আরও বেশি। সবচেয়ে বেশি চোট পেয়েছে এক শিশু। স্থানীয় প্রশাসনের এক সহায়ক কর্মী তড়িঘড়ি তাকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। প্রায় ৪০ জন কমবেশি আহত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

মাকে হত্যার দায়ে ধৃত ছেলে

প্রতিবেদন : মাতৃহত্যার দায়ে গ্রেফতার ছেলে। নাম গৌতম চক্রবর্তী। নদিয়ার চাকদহের শিমুরালির ঘটনা। কী কারণে বৃদ্ধা মাকে খুন করল ছেলে, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। শিমুরালির বিবেকানন্দ পল্লিতে ছেলে গৌতমকে নিয়ে থাকতেন ৮৫ বছরের বৃদ্ধা গীতা চক্রবর্তী। বৃহস্পতিবার সন্ধের পর ঘরে মেলে বৃদ্ধার মৃতদেহ। বাড়িতেই ছিল ৪৭ বছরের ছেলে গৌতম। সে-ই মাকে গলা টিপে খুন করেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। তাঁরা জানিয়েছেন, মা ও ছেলের মধ্যে মাঝেমধ্যেই গন্ডগোল হত। শিমুরালি থানার পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ছেলেকে আটক করেছে।

চিকিৎসা চলছে আহত মার্শালের

(প্রথম পাতার পর)

বিধানসভার মার্শালের। বসতে কষ্ট হচ্ছে বিধানসভার মার্শালের। ঘটনা নিয়ে মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, শিক্ষকরাই ছাত্রদের গড়ে তোলেন। তাঁরা যে শিক্ষা দেন সেই শিক্ষাই সারাজীবন আমাদের পথ চলতে সাহায্য করে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও একই কথা খাটে। কিন্তু বিজেপির মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো শিক্ষক নেই। তাই ওদের এই দুরবস্থা, অভব্যতা। মার্শালকে মেরে আহত করে। রাজনীতির শিষ্টাচার শেখানোর মতো কেউ নেই। বৃহস্পতিবার বিধানসভায় বিজেপি বিধায়করা যে কুৎসিত আচরণ করছেন আমার কয়েক দশকের পরিষদীয় রাজনীতিতে এই নোংরামো আমি দেখিনি। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বৃহস্পতিবার বিধানসভায় যা ঘটেছে তা কাম্য নয়। তবে আমি এটুকু বলতে পারি বিধানসভার আইন— রুল বুকে যা আছে সেই অনুযায়ী আমি দুষ্টু ছাত্রদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারি। বৃহস্পতিবার নিয়েওছি। অধ্যক্ষ জানালেন, বৃহস্পতিবারের গন্ডগোলের জেরে তাঁর কাছে একটি অভিযোগ জমা পড়েছে। সবদিক খতিয়ে দেখে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবেন।

আলিপুরদুয়ারে জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে চালু অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার : শিক্ষক দিবসের দিনে আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূলের উদ্যোগে শুরু হল দিবারাত্র অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা। দুঃস্থ রোগীদের কথা ভেবেই এই পরিষেবা চালু করা হয়েছে। শুধুমাত্র তেলের খরচ দিয়েই চিকিৎসা পাবেন আলিপুরদুয়ারের মানুষ। এই পরিষেবা উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন চেয়ারম্যান বাবলু কর, টাউন ব্লক তৃণমূল সভাপতি দীপ্ত চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জিত ধর, সৌরভ চক্রবর্তী প্রমুখ। উদ্বোধনের পরেই পঞ্চমী কর্মকার নামে এক ক্যানসার আক্রান্ত

রোগীকে শিলিগুড়ি পাঠানো হল চিকিৎসার জন্য। শিলিগুড়ি থেকে ফেরার পথেও আরেকজন ক্যানসার আক্রান্তকে নিয়ে শহরে ফেরে গাড়িটি।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

ভয়ঙ্কর! স্ত্রীকে খুন করে তাঁর দেহ ১৭ টুকুরো করে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিল এক যুবক। ভয়াবহ এই ঘটনার সাক্ষী মহারাষ্ট্রের ভিওয়ানি। গ্রেফতার করা হয়েছে খুনি স্বামীকে

দিল্লি দরবার

সেসের ১০০ শতাংশই কেন্দ্রের ঘরে

যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবনার কণ্ঠচ্ছেদ করছে মোদি

প্রতিবেদন: যুক্তরাষ্ট্রীয় ভাবনার কণ্ঠচ্ছেদ করছে সেস। সেস বাবদ সংগৃহীত অর্থের ১০০ শতাংশই চলে যাচ্ছে কেন্দ্রের ঘরে। একটা টাকাও দেওয়া হচ্ছে না রাজ্যকে। সেস নিয়ে কেন্দ্রের ভূমিকাকে এই ভাষাতেই ফের তীব্র আক্রমণ করলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। রীতিমতো তথ্য এবং পরিসংখ্যান দিয়ে তৃণমূল প্রমাণ করেছে কতটা নির্লজ্জভাবে রাজ্যগুলোকে ঠকাচ্ছে মোদি সরকার।

তথ্যের দাবি, ২০১২ সালে কেন্দ্রের মোট রাজস্বের ৭ শতাংশ এসেছিল সেস বাবদ। ২০২৫ সালে কেন্দ্রের মোট রাজস্বের প্রায় ২০ শতাংশেরই উৎস এই সেস। সবচেয়ে আশ্চর্যজনক বিষয় হল, এত বিশাল অঙ্কের অর্থ কেন্দ্রের কোষাগারে ঢুকলেও ২০১৯ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সেস এবং সারচার্জ বাবদ আদায়কৃত ৫.৭ লক্ষ কোটি টাকাই এখনও অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অথচ রাজ্যগুলোকে বঞ্চনা করেই চলেছে কেন্দ্র। ডেরেকের যুক্তি, ২২টি রাজ্য, এমনকী বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলোও ষষ্ঠদশ অর্থ কমিশনের কাছে দাবি জানিয়েছে, করবাবদ আদায় করা অর্থের একটা বড় অংশ দেওয়া হোক রাজ্যগুলোকে। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, ২০১৫ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে সেসের অঙ্ক বৃদ্ধি পেয়েছে ৪৬২ শতাংশ। টাকার অঙ্কে যা দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি।

এই প্রসঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য উপদেষ্টা বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অমিত মিত্রের মতামতকেও তুলে ধরেছেন ডেরেক। তাঁর কথায় জিএসটির সংস্কার তখনই যুক্তিসঙ্গত, যখন তা সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষা করবে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, জিএসটির অর্থ কীভাবে রাজস্ব বাবদ রাজ্যগুলির মধ্যে বণ্টিত হবে। সবচেয়ে বড় কথা, কেন্দ্রের রাজস্ব সচিবদের দাবি, রাজস্বের ক্ষতির অঙ্ক দাঁড়াবে ৪৮ হাজার কোটি টাকা। কিন্তু সাপ্লাই চেনের উল্লেখ তিনি আদৌ করেননি। সব মিলিয়ে আসলে খতির অঙ্কটা দাঁড়াবে ১ লক্ষ কোটি টাকার উপরে।

বেপরোয়া দুর্নীতি যোগীরাজ্যের গেরুয়া পুলিশের

অনলাইনে ঘুষ নিলেন থানার ওসি

প্রতিবেদন: ভাবা যায়, কী প্রচণ্ড বেপরোয়া হয়ে উঠেছে যোগীরাজ্যের পুলিশ! এই গেরুয়া রাজ্যে দুর্নীতি এমনই গভীরে শেকড় ছড়িয়েছে যে ঘুষের টাকাও পুলিশ লেনদেন করছে অনলাইনে। প্রযুক্তির ভাষায় যাকে বলা যেতে পারে 'ডিজিটাল ঘুষ'। উত্তরপ্রদেশের প্রতাপগড়ে এমনই এক ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ তো দূরের কথা, তদন্ত পর্যন্ত শুরু করেনি পুলিশ প্রশাসন। মুখে কুলুপ এঁটেছেন শীর্ষকর্তারা। অভিযোগ, অনলাইনে ঘুষ নিয়েছেন হাতিগাওয়ান থানার ইনচার্জ। শুধু ঘুষ নিয়েই থেমে থাকেননি তিনি, ঘুষের টাকা পরিবারের সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছেন অনলাইনেই। ঘুষের টাকার অঙ্ক ২৫

হাজার টাকা। এই লেনদেনের স্ক্রিনশটও ভাইরাল হয়ে গিয়েছে সমাজমাধ্যমে। এরপরেই ছি ছি রব উঠেছে রাজ্যজুড়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গভীর অস্বস্তিতে পড়ে গিয়েছে যোগী প্রশাসন।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়, বিভিন্ন জায়গায় নানা ক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে ঘুষের অভিযোগ নতুন কিছু নয়। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, তা প্রমাণ করা বেশ কঠিন কাজ কিংবা কার্যত অসম্ভব। সবটাই হয় মূলত নগদে। কিন্তু ঘুষের টাকা আদানপ্রদানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির আশ্রয় নিতে গিয়েই বিপাকে পড়ে গেলেন যোগীরাজ্যের থানার বড়বাবু।

যোগীর রাজ্যে পুলিশের ঘুষ কেলেঙ্কারির এখানেই শেষ নয়, লীলাপুর থানার ২ কনস্টেবলের বিরুদ্ধেও মোটা অঙ্কের ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ২ কনস্টেবলের বিরুদ্ধে। ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দিয়েছে এলাকায়। সামাল দিতে তড়িঘড়ি করে ২ অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। দুটি ঘটনায় প্রমাণিত ঢিলেঢালা প্রশাসনের সুযোগ নিয়ে দুর্নীতিতে ডুবে গিয়েছে যোগীরাজ্যের পুলিশ।

সংবিধান সংশোধনী বিল, বিশবাঁও জলে জেপিসি, তীব্র কটাক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসের

প্রতিবেদন: বিশবাঁও জলে সংবিধান সংশোধনী নিয়ে জেপিসি গঠনের প্রক্রিয়া। সরকারের স্বেচ্ছাচারিতার ফলে অযথা সময় নষ্ট হচ্ছে বলে তোপ দাগলেন তৃণমূলের প্রবীণ সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, এই জেপিসির আসলে কোনও কার্যকারিতাই নেই। নজর ঘোরাবার জন্যই মোদি সরকারের এই কৌশল। শুধু শুধু সময় নষ্ট করা হচ্ছে।

বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে এই বিল। সংসদের বাদল অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় তুলেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর পেরিয়ে গিয়েছে দু'সপ্তাহ। প্রথমেই তৃণমূল কংগ্রেস সাফ জানিয়ে দিয়েছিল, জেপিসিতে দলের কোনও প্রতিনিধি থাকবে না। তারপরে তৃণমূলের পথই অনুসরণ করেছে অখিলেশ যাদবের সমাজবাদী পার্টি, অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম-আদমি-পার্টি এবং উদ্ধব ঠাকরের শিবসেনা। কংগ্রেস এখনও সরকারিভাবে তাদের সিদ্ধান্তের কথা না জানালেও, জেপিসিতে যোগদান নিয়ে তাদের অনীহার কথা জানিয়ে দিয়েছে আকার-ইঙ্গিতে। বিরোধীদের এই অনড় মনোভাব দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে মোদি সরকার। রীতিমতো চাপে পড়ে গেছে। তাই আপাতত মৌনব্রত, নিয়েছে তারা। এই অবস্থায় জেপিসি গঠন কীভাবে সম্ভব তা বুঝে উঠতে পারছে না তারা। এক কথায় কূল-কিনারা পাচ্ছে না বিজেপি।

স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, কমিটি কি তাহলে বিশ বাঁও জলে? আরজেডিও তাদের দলের তরফে এই জেপিসিতে প্রতিনিধি পাঠানো নিয়ে কোন উচ্চবাচ্য করছে না। এখনও পর্যন্ত মোদি সরকার যৌথ সংসদীয় কমিটির এখন সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি। এই নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, এই সংবিধান সংশোধনী বিল ২০২৫ নিয়ে জেপিসি শুধুমাত্র মোদি সরকারের আইওয়াশ। ওয়াকফ সংশোধনী বিল, এক দেশ এক নির্বাচন বিল দু'টির জেপিসিতে সদস্য হওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে কল্যাণ বলেন, বিরোধীদের কোনও বক্তব্যর কোনও গুরুত্ব নেই। সরকার বেছে বেছে কমিটিতে সদস্য নির্বাচন করবে। সংসদ থেকে জেপিসি, বিরোধীদের মতামত উপেক্ষা করছে সরকার। সংসদ থেকে নজর ঘোরানো, সময় নষ্ট ছাড়া জেপিসির আর কোনও কার্যকারিতা নেই। সরকার ইচ্ছেমতো কাজ করছে।

তৃণমূলের পাশাপাশি কংগ্রেসের অভিযোগ, বিজেপির শাসনকালে জেপিসির প্রয়োজনীয়তা নষ্ট হচ্ছে। সেই কারণে বিরোধী দলগুলো জেপিসি বয়কট করছে। বিরোধীদের দাবি, ইন্ডিয়া জোট শিবির এই বিলের জেপিসির বিষয়ে সর্বসম্মতভাবে সিদ্ধান্ত নেবে। এখনও যেসব দল জেপিসিতে অংশগ্রহণের প্রশ্নে সুস্পষ্ট মতামত জানায়নি, তারও মনে করছে এই জেপিসির আসলে মোদি সরকারের সূক্ষ্ম চাল। লক্ষ্য একটাই, গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা। সবমিলিয়ে একটা বিষয় স্পষ্ট, জেপিসি নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে মোদি সরকার।

গণধর্ষণ তরুণীকে

প্রতিবেদন: এই হল বিজেপি-নীতীশের বিহার। পাটনা রেল স্টেশন থেকে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ করা হল এক তরুণীকে। মঙ্গলবার

পাটনা মধ্যরাতের ঘটনা। পাটনার ফতুহা স্টেশনে ট্রেন ধরার জন্য অপেক্ষা করছিলেন ওই তরুণী। ফাঁকা স্টেশনে সেই সময় দুই যুবক এসে তাঁর মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে তুলে নিয়ে যায় স্টেশনের কাছেই এক নির্জন জায়গায় তারা। পাশবিক অত্যাচার চালায় ওই তরুণীর ওপর। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা দেখা দেয় বিহারের রাজধানীতে। দোষীদের গ্রেফতারির দাবিতে সোচ্চার হয় সাধারণ মানুষ। শেষ পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ।

এসআইআরের ছক? সিইওদের বৈঠক ডাকল নির্বাচন কমিশন

প্রতিবেদন: বিজেপির নির্দেশে নির্বাচন কমিশনের স্বেচ্ছাচারিতা এখন দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। নিবিড় সংশোধনের নামে প্রকৃত নাগরিকদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করার খেলায় মেতেছে বিজেপি-কমিশন। এসআইআর বিতর্কের মাঝেই এবার সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের নিয়ে দিল্লিতে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডাকল নির্বাচন কমিশন। ১০ সেপ্টেম্বর রাজধানীর দ্বারকা আইআইডিইএম ভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে যেখানে সব রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সিইওদের সঙ্গে নির্বাচনী এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন অতিরিক্ত বা যুগ্ম সিইও-কে ওই উপস্থিত থাকতে হবে। লক্ষ্য স্পষ্ট, বিহারের পর গোটা দেশেই এসআইআরের ছক।

দেশজুড়ে বিভিন্ন রাজ্যের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা করতেই এই বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই কমিশনের তরফ থেকে একটি 'মিনিট টু মিনিট প্রোগ্রাম' পাঠানো হয়েছে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকদের কাছে।

ব্যালট ফিরছে কর্নাটকে?

প্রতিবেদন: ইভিএম থেকে ব্যালটে ফিরছে কর্নাটক! দেশের তথা একাধিক রাজ্যের নির্বাচনের পরে ইভিএম কারচুপির অভিযোগের সরব ছিল তৃণমূল-সহ বিরোধীরা। এবার কংগ্রেস শাসিত কর্নাটকে পঞ্চায়েত ও স্থানীয় পুরসভার নির্বাচনে ইভিএম-এর বদলে ব্যালটে ভোটের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল সে রাজ্যের সরকার। সেই মতো কর্নাটক সরকার সুপারিশ জানাল রাজ্য নির্বাচনে কমিশনকে।

লোকসভা নির্বাচনের আগে থেকেই ইভিএমে কারচুপির অভিযোগে সরব বিরোধীরা। বারবার নির্বাচন কমিশন দাবি করেছে কোনও ভাবেই ইভিএম হ্যাক করা সম্ভব নয়। কিন্তু বিরোধীরা নিজেদের অবস্থানে অনড় বরাবরই।

ডাইনি অপবাদ দিয়ে যোগীরাজ্যে কুপিয়ে খুন মহিলাকে

প্রতিবেদন: কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে নিধনযজ্ঞ অব্যাহত যোগীরাজ্যে। কখনও তান্ত্রিকের পরামর্শে শিশুবলি আবার কখনও বা ডাইনি সন্দেহে নারীনির্যাতন। গেরুয়া প্রশাসনের অপদার্থতার সুযোগ নিয়ে এবারে ডাইনি অপবাদ দিয়ে এক মহিলাকে পিটিয়ে খুন করল কুসংস্কারাচ্ছন্ন গ্রামবাসীরা। গণধোলাই দেওয়া হল মহিলার স্বামীকেও। ঘটনাটি ঘটেছে ওবরা থানার পারসোয়ি গ্রামে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। ৫৭ বছরের বাবুলাল কাঁওয়ারের বাড়িতে আচমকাই চড়াও হয় একদল গ্রামবাসী। স্বামী বাবুলাল এবং তাঁর স্ত্রী

রাজবন্তীকে টেনে-হিঁচড়ে বের করে মাটিতে ফেলে পেটাতে শুরু করে। হামলাকারীদের অভিযোগ, বাবুলাল এবং তাঁর স্ত্রী তুকতাক করেন, কালাজাদুও করেন। তাঁদের জন্যই গ্রামে নানারকম অসুখবিসুখ ছড়াচ্ছে, অশান্তি দেখা দিচ্ছে। দম্পতিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনও সুযোগ না দিয়েই ব্যাপক মারধর করা হয়। কোপানো হয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাজবন্তীর। অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে তাঁর স্বামী বাবুলালকে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

দেশ বিদেশ

6 September, 2025 • Saturday • Page 12 || Website - www.jagobangla.in

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার সকাল পর্যন্ত পাঁচবার আফটার শক। কম্পন টের পাওয়া যায় আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুল থেকে পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদেও। মোট ১৩ জনকে আহত অবস্থায় ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। আহতদের অবস্থা স্থিতিশীল বলে জানানো হয়েছে

যোগীরাজ্যে পুলিশের হেনস্থা বাংলার তরুণীকে, তীব্র নিন্দা তৃণমূল কংগ্রেসের

প্রতিবেদন: যোগীরাজ্যের পুলিশের হেনস্থার শিকার হলেন বাংলার সোনারপুরের তরুণী পুনিতা যাদব। জাত তুলে হেনস্থা করা হল তাঁকে। এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন দক্ষিণ কলকাতার তৃণমূল সাংসদ মালা রায়। তিনি বলেছেন, এই লজ্জাজনক ঘটনার পর বিজেপির মুখে বাংলার সমালোচনা মানায় না। বিজেপির মুখেই শুধু নারী ক্ষমতায়নের বুলি। একের পর এক নারী নিগ্রহের ঘটনা। বিষয়টি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখলেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিমন্ত্রী রামদাস অঠাওয়ালে। রামদাস কেন্দ্রের এনডিএ জোটের শরিক আরপিআই-এর প্রধান। যোগী আদিত্যনাথকে এই বিষয়ে কড়া পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন ক্ষুব্ধ কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী।

যোগীকে চিঠি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

জন্মসূত্রে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা পুনিতা যাদব সোনারপুরে রাজ্য পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শান্তি দাসের কাছেই বড় হচ্ছেন। অভিযোগ, আজমগড় থেকে বাসে করে দিল্লি যাওয়ার পথে পুনিতার বন্ধু রঞ্জেশের সঙ্গে এক যুবকের বচসা হয়। ওই যুবকের পরিচিত এক পুলিশকর্মী তাঁকে বাস থেকে নামিয়ে মারধর করেন বলে অভিযোগ। রঞ্জেশের কাছ থেকে দেড় লক্ষ নগদ টাকাও ছিনিয়ে নেওয়া হয়।

এর পরের ঘটনা আরও ভয়াবহ। বন্ধুকে নিয়ে থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুনিতাকে তাঁর জাত তুলে গালিগালাজ করা হয়ে বলে অভিযোগ। নিজস্ব সূত্র কাজে লাগিয়ে শান্তি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অঠাওয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করে গোটা ঘটনা জানান। ক্ষুব্ধ শান্তি বলেন, উত্তরপ্রদেশে পুলিশ এই ধরনের আচরণে তিনি হতবাক। এতদিন ধরে এভাবে পুনিতাদের হেনস্থা করা হচ্ছে! কেউ অভিযোগ নিতে বা পদক্ষেপ করতেই চাইছে না। ওরা সেই বাসের সিসিটিভি ফুটেজও সংগ্রহ করেনি। তাই বাধ্য হয়ে আমরাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছি।

গুজব ছড়াতেই তৎপর পুলিশ

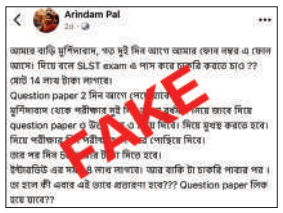

(প্রথম পাতার পর)

জেলা পুলিশ তদন্ত শুরু করে। ধরা পড়ার পর জানা যায় অরিন্দম পাল নামে ওই জালিয়াত আসলে চন্দ্রকোনার মাংরুল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা। প্রত্যক্ষভাবে বিজেপির সঙ্গে যুক্ত। পরীক্ষা ব্যবস্থাপনাকে প্রশ্নচিহ্নের সামনে দাঁড় করাতেই এই কাজটি সে করেছিল। পুলিশ হেফাজতে নিয়ে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিচ্ছে। সমাজ মাধ্যমে পুলিশের তরফে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে, মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর পোস্ট করবেন না। কেউ যদি এই ধরনের মিথ্যাচার করে তাহলে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা

(প্রথম পাতার পর)

বাধা তো পড়েছেই। প্রতিদিন ২০-৩০টি মামলা। কিন্তু আমরা চেয়েছি পরীক্ষা হোক। সুষ্ঠুভাবে হোক। কৃতজ্ঞ মহামান্য আদালতের কাছে। তাঁরাও এটা চেয়েছেন। তার সঙ্গে একটি বিজ্ঞপ্তি নিয়েও প্রশ্ন ছিল। সেই সমস্যারও সমাধান হয়েছে। আশা রাখছি সব ধরনের চক্রান্ত উড়িয়ে দিয়েই শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে।

প্রতিরক্ষা দফতরের নাম বদলে দিলেন ট্রাম্প!

পেন্টাগনে এবার 'যুদ্ধের দফতর'

প্রতিবেদন: মুখে বলছেন গাজা, ইউক্রেন ও অন্যত্র যুদ্ধ বন্ধ করতে চান, কিন্তু নিজের দেশের প্রতিরক্ষা দফতরের নাম বদল করে এবার যুদ্ধ দফতর চালু করলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিজেই জানিয়েছেন, আমেরিকার প্রতিরক্ষা দফতরের নাম বদলে যাবে। ওই দফতরের নতুন নাম হবে 'যুদ্ধের দফতর'! আমেরিকার সংবাদমাধ্যম 'ফক্স নিউজ'-এর প্রতিবেদন অনুসারে, শুক্রবার এই সংক্রান্ত নির্দেশে স্বাক্ষর করছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প।

স্বভাবসিদ্ধ কায়দায় নামবদলের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ট্রাম্প। তাঁর বক্তব্য, আমেরিকা প্রথম ও দ্বিতীয় দু'টি বিশ্বযুদ্ধ জিতেছে। এর পাশাপাশি আরও বহু যুদ্ধে জয়ী হয়েছে। তারপরেও কীভাবে এই দেশের কোনও দফতরের নামের আগে প্রতিরক্ষা শব্দটি বসতে পারে? ট্রাম্পের কথায়, প্রতিরক্ষা সচিব পিটার হেগসেথের মুখে প্রতিরক্ষা দফতর নাম শুনেই আমার খারাপ লাগে। আমরা কেন নিজেদের রক্ষা করতে যাব? আমরা তো যুদ্ধে জিতেছি! তাই এখন থেকে প্রতিরক্ষা নয়, যুদ্ধের দফতর নামটাই ব্যবহার করা হবে।

মুম্বই পুলিশকে ফোন, হুমকি

(প্রথম পাতার পর)

কোনওরকম শিথিলতা না দেখিয়ে মুম্বই জুড়ে নেমে পড়েছে বম্ব স্কোয়াড ও বিশেষ পুলিশবাহিনী। এই সময়ে গণেশ পুজোর বিসর্জন চলছে। তার মাঝে এই ধরনের হুমকির কারণে সতর্কতা প্রবল। ফোনে হামলার হুমকি দেওয়ার ঘটনা নতুন নয়, গত জুলাই মাসে রাজধানীতে টানা তিনদিন ধরে আটটি বোমা-হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। দিল্লির ৫০টির বেশি স্কুলে বোমা-হুমকি দেওয়া হয়েছিল। গত বছর মে মাসে প্রায় ৩০০টি স্কুলে বোমা-হুমকির ই-মেল পাওয়া গিয়েছিল। যদিও কোনও ক্ষেত্রেই কোনও হামলার ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এবার যেহেতু পুজো বিসর্জনের মতো ঘটনা রয়েছে, তাই অফিসপাড়া থেকে রেল স্টেশন, বাজার, ধর্মীয় স্থান, মলগুলিতে নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে।

ট্রাম্প-মোদির ব্যক্তিগত সম্পর্ক শেষ, বিস্ফোরক মন্তব্য বোল্টনের

স্টারমারকেও সতর্ক করলেন প্রাক্তন মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা

প্রতিবেদন: প্রাক্তন বসের বিরুদ্ধে তির ছুঁড়লেন মার্কিন প্রশাসনের প্রাক্তন শীর্ষকর্তা। আমেরিকার প্রাক্তন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোল্টন বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে এক সময়ের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক এখন বিলীন হয়ে গেছে। বোল্টনের এই মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ ট্রাম্পের প্রথমবারের মেয়াদে তিনিই ছিলেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা।

ভারতের ওপর ট্রাম্পের চড়া শুল্ক আরোপের কারণে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য- উত্তেজনার মধ্যে বোল্টনের এই মন্তব্যটি সামনে এল। এতে স্পষ্ট, ট্রাম্পের নিজের দল এবং মার্কিন প্রশাসনের অন্দরেও মার্কিন প্রেসিডেন্টের কার্যকলাপ প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম এলবিসি-কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বোল্টন বলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে মোদির ব্যক্তিগত সম্পর্ক আগে খুবই ভাল ছিল। আমি মনে করি সেই সম্পর্ক এখন আর নেই, এবং এটি সবার জন্যই একটি শিক্ষা। তিনি আরও বলেন, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারকেও এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে। মনে রাখা দরকার, একটি ভাল ব্যক্তিগত সম্পর্ক হয়তো মাঝে মাঝে সাহায্য করতে পারে, কিন্তু এটি কাউকে সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি থেকে রক্ষা করবে না। ট্রাম্পের প্রাক্তন উপদেষ্টা জন বোল্টন এখন নানা ইস্যুতে তাঁর কড়া সমালোচক। বোল্টনের বক্তব্য, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ব্যক্তিগত সম্পর্কের সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের বৈদেশিক নীতি দেখেন। এতে বৈদেশিক নীতি ঝুঁকির মুখে পড়ছে। বোল্টন বলেন, আমি মনে করি ট্রাম্প আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে নেতাদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কের আয়না দিয়ে দেখেন। সুতরাং, যদি পুতিনের সঙ্গে তার ভাল সম্পর্ক থাকে, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র

এবং রাশিয়ার সম্পর্ক ভাল। অন্যথায় নয়। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গিতে দেশের ক্ষতি। পাশাপাশি এটি আদৌ বাস্তবোচিত নয়।

বোল্টনের এই সতর্কবার্তা থেকে এখন এটা স্পষ্ট যে, মোদি এবং ট্রাম্পের মধ্যেকার 'ব্রোম্যান্স', যা একসময় হিউস্টনের 'হাউডি মোদি' সমাবেশ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় সফর পর্যন্ত সব জায়গায় সংবাদ শিরোনাম হয়েছিল, তা সম্ভবত এখন শেষ। বোল্টন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার-সহ অন্যান্য বিশ্বনেতাদেরও সতর্ক করে বলেন, ট্রাম্পের সঙ্গে একটি শক্তিশালী ব্যক্তিগত সম্পর্ক সাময়িক সুবিধা দিতে পারে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আপনাকে তাঁর সবচেয়ে খারাপ সিদ্ধান্ত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

বিজেপির ষড়যন্ত্র রুখবে বাংলাই

(প্রথম পাতার পর)

প্রতিবাদ-বিক্ষোভে নেমেছে দল। শুক্রবার শিক্ষক দিবসে সেই ধরনা কর্মসূচির দায়িত্বে ছিল রাজ্য তৃণমূল মহিলা কংগ্রেস। সংগঠনের সভানেত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে ভাষাসন্ত্রাস ও বিজেপির বাংলা-বিদ্বেষী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব মহিলা তৃণমূল। নিউবারাকপুর থেকে আসা মহিলা তৃণমূল কর্মীদের তাসা, কাঁসর-ঘণ্টার বাজনায় মুখরিত হল প্রতিবাদ মঞ্চ। বক্তব্যের মাধ্যমে বাংলাবিদ্বেষী বিজেপির স্বরূপ তুলে ধরলেন সভানেত্রী তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ডাঃ শশী পাঁজা, সাংসদ মালা রায়, অর্পিতা ঘোষরা। এছাড়াও ধরনায় ছিলেন প্রিয়দর্শিনী হাকিম, চৈতালি চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমি দাস-সহ শহর কলকাতা ও আশপাশের জেলাগুলির তৃণমূল মহিলা কর্মী-সমর্থকরা। সভানেত্রী চন্দ্রিমা বলেন, শুধু বাংলা ভাষা ও বাংলাভাষী শ্রমিকদের উপর আক্রমণই নয়। ভোট নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে কাজে লাগিয়ে বিজেপি সরকারের পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র চলছে। বাংলার মানুষ এই অপমান মেনে নেবে না।

ডাঃ শশী পাঁজা এদিন বলেন, প্রত্যেকটা বিজেপি রাজ্যে বাংলাভাষায় কথা বললেই বাংলার শ্রমিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চলছে। হেনস্থা হচ্ছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হচ্ছে, জোর করে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর কেবলমাত্র বাংলায় কথা বলার জন্য বাচ্চাদেরও ছাড়ছে না, মারধর করছে। সংবিধানের বিরুদ্ধাচারণ করে বিজেপি বলছে বাংলা বলে নাকি এদেশে কোনও ভাষা নেই, বাংলাদেশে আছে। অর্থাৎ আমি-আপনি সবাইকে রাতারাতি এই রাষ্ট্রের বাইরে বের করে দিতে চাইছে। এই হচ্ছে বিজেপি।

আবার সাংসদ মালা রায় বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে আমরা বিভিন্ন রাজ্যের, বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন ভাষাভাষীর মানুষ শান্তির বাংলায় শান্তিতে থাকি। যে যার নিজের মাতৃভাষায় কথা বলেন। কই এখানে তো কাউকে আক্রান্ত হতে হয় না! কারও আহার কেড়ে নেওয়া হয় না। বাংলায় এই সহাবস্থান থাকলে অন্য রাজ্যে আক্রমণ কেন? কারণ, বাংলার মানুষকে কোনওভাবেই বাগে আনতে পারছে না বিজেপি। রাজনৈতিকভাবে এঁটে উঠতে পারছে না তৃণমূলের সঙ্গেও। বিধানসভা ও লোকসভায় হারের পর তাই বাংলাকে নানাভাবে বঞ্চনা, অপমান, কলঙ্কিত করার চক্রান্ত শুরু করেছে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আজ জি বাংলায় শুরু হচ্ছে গানের রিয়েলিটি শো 'সা রে গা মা পা'। দেখা যাবে প্রতি শনি ও রবিবার, রাত সাড়ে ন'টায়। উন্মাদনা তৈরি হয়েছে দর্শকদের মধ্যে

বাণভট্ট শেক্সপিয়র এবং উত্তমকুমার

মঞ্চস্থ হতে চলেছে ব্রাত্য বসু রচিত, অর্পিতা ঘোষ নির্দেশিত নাটক 'মাৎস্যন্যায়'। চলছে মহড়া। পাশাপাশি রবীন্দ্র সদনে সূচনা হয়েছে মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষের। সারা বছর ধরেই আয়োজিত হবে স্মরণ-অনুষ্ঠান। দুটিই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত মিনার্ভা নাট্যসংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র। একের পর এক আলোকিত কাজ উপহার দিয়ে চলেছে। মিনার্ভা রেপার্টারি থিয়েটারের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হয়েছে বেশকিছু উল্লেখযোগ্য নাটক। নতুনতম সংযোজন নাটককার ব্রাত্য বসুর 'মাৎস্যন্যায়'। বাণভট্টের গদ্যকাব্য 'হর্ষচরিত' এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়রের অন্যতম ট্রাজেডি 'টাইটাস অ্যান্ড্রনিকাস' অবলম্বনে রচিত। মনে করা হচ্ছে, নাটকের উপস্থাপনায় মেজাজ থাকবে রোমান, রূপ থাকবে ভারতীয়। বাণভট্ট এবং উইলিয়াম শেক্সপিয়রকে মেলালেন কীভাবে? রাজ্যের মন্ত্রী নাটককার ব্রাত্য বসু জানালেন, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের ধ্রুপদীয়ানাকে এক পাত্রে ফেলে ঝাঁকানোর ইচ্ছে ছিল আমার। ইচ্ছা

অর্পিতা ঘোষ

ব্রাত্য বসু

ছিল রাসায়নিক পরীক্ষাগারের বিক্রিয়াটা কীরকম হয়, সেটা হাতে-কলমে পরীক্ষা করার। আমি দীর্ঘদিন ধরেই শেক্সপিয়র পড়ে আসছি। পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যও কমবেশি পড়ি। ফলে তুলনামূলক দুই টেক্সট, প্রাচ্যের সবথেকে গরিমাময় অন্যতম লেখক বাণভট্ট এবং পাশ্চাত্যের শেক্সপিয়রকে মেশালে তার চেহারা কেমন হয়, এটা আমার বরাবরই অন্বিষ্ট বিষয় ছিল। সেই কারণেই এই দুইয়ের মেলবন্ধন ঘটানোর চেষ্টা করেছি।

মাৎস্যন্যায়

মূল কারণ, পাশ্চাত্যের আলোকে প্রাচ্যকে দেখা আবার প্রাচ্যের গরিমায় পাশ্চাত্যকে অবলোকন করা। তিনি আরও জানান, এই নাটকে অনেকগুলো স্তর রয়েছে। সেটা এক-একজনের কাছে এক-একরকম ব্যাখ্যা নিয়ে আসবে। ফলে মাৎস্যন্যায়কে যদি খুঁজতেই হয়, অনেকগুলো স্তরের মধ্যে দিয়ে খুঁজতে হবে।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন অর্পিতা ঘোষ। কথা হল তাঁর সঙ্গেও। তিনি জানালেন, এই নাটকে একঝাঁক নতুন ছেলেমেয়ে দারুণ কাজ করেছে। মাঝেমধ্যে একটু বকাঝকা দিতে হয়েছে। তা সত্ত্বেও ওরা প্রত্যেকেই অ্যাটেনটিভ ছিল। কাজটা করেছে খুব মন দিয়ে। ব্রাত্য বসুর নাটকটাও খুব ইন্টারেস্টিং। নাটকের কেন্দ্রে রয়েছে ক্ষমতা। প্রচণ্ড ভায়োলেন্সও রয়েছে। মানুষের আদিম প্রবৃত্তি এই নাটকের মধ্যে অসম্ভবভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। আমরা যতই বড়-বড় কথা বলি না কেন, আদিম প্রবৃত্তির ছাপ কিন্তু মানুষের ভেতরে আছে, সেটা প্রতিনিয়ত লক্ষণীয়। সেইটা কোথাও এই নাটকটার মধ্যে ব্রাত্য বসু তুলে ধরতে পেরেছেন। আমি মনে করি, ব্রাত্য বসু আমাদের সময়কার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নাটককার। এর আগে পঞ্চম বৈদিকে আমি ব্রাত্য বসুর নাটক নিয়ে একবার কাজ করেছি। ওঁর নাটক নিয়ে এটা আমার দ্বিতীয় কাজ। তিন-চার মাসের প্রসেস ছিল। আগে একটা ওয়ার্কশপ করিয়ে ছিলাম। তারপরে শুরু করেছি মহড়া। কাজটা করে খুব মজা পেয়েছি। আশা করি নাটকটা দর্শকদের ভাল লাগবে।

মহড়া চলছে 'মাৎস্যন্যায়' নাটকের

অভিনয় করছেন শ্রীলা, শুভজিৎ, সায়ন্তন, সুচেতনা, গৌরব, সসমিত, সৈকত, পূজা, জিতাদিত্য, দেবাঙ্কী, সামীম, সৌম্যশেখর, অনিরুদ্ধ, পিয়ালী, রাণা, সায়ন্তনী, সোম্যদীপ, বিদ্যুৎ, তন্ময়। আবহে দিশারী চক্রবর্তী। আবহ প্রক্ষেপণে বিশ্বজিৎ বিশ্বাস। কোরিওগ্রাফি সোমা গিরি। আলো পল্লব জানা। পোশাকে অনীক ঘোষ, মাধবী বিশ্বাস, পায়েল সাহু। রূপসজ্জায় মহম্মদ আলি। সহকারী নির্দেশক বিহান মণ্ডল। জোরকদমে চলছে মহড়া। 'মাৎস্যন্যায়' নাটকটি প্রথমবার মঞ্চস্থ হবে ৭ সেপ্টেম্বর, রবিবার, সন্ধে সাড়ে ছ'টায়, গিরিশ মঞ্চে।

শতবর্ষে উত্তমকুমার

মহানায়ক উত্তমকুমার আজও বাঙালির আবেগ। ৩ সেপ্টেম্বর, তাঁর জন্মশতবর্ষ উদযাপনের সূচনা অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছে রবীন্দ্র সদনে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে। মহানায়কের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন তাঁর পরিবারের সদস্যরা। পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন রাজ্যের মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন-সহ আধিকারিকেরাও।

রবীন্দ্র সদনে গৌতম ঘোষ, ইন্দ্রনীল সেন, সৈকত মিত্র

সংগীতানুষ্ঠানে পরিবেশিত হয় মহানায়ক উত্তমকুমারের বিভিন্ন ছবির গান। মাধুরী দে গাইলেন 'এ শুধু গানের দিন'। বিভবেন্দু ভট্টাচার্যর সঙ্গে শোনালেন 'কথা কিছু কিছু'। সুজয় ভৌমিক পরিবেশন করেন 'আমি চেয়ে চেয়ে দেখি'। অলিভা চক্রবর্তীর সঙ্গে মিলিতভাবে শোনালেন 'বন্ধ দ্বারের অন্ধকারে'। তৃষা পাড়ুইয়ের 'গানে মোর', 'তুমি যে আমার', ইন্দ্রনীল দত্ত, তুসিমা ভট্টাচার্যর 'কে প্রথম কাছে এসেছি', অরিত্র দাশগুপ্তের 'তিনটি মন্ত্র নিয়ে' মন ছুঁয়ে গেছে। শ্রীকান্ত আচার্য গাইলেন 'আজ তারায় তারায়', 'দেখোনি কি পাথরেও ফোটে ফুল'। জয় ভট্টাচার্য এবং গার্গী ঘোষের দ্বৈত নিবেদন 'আমার স্বপ্ন তুমি'।

রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের 'শাওন রাতে যদি', 'আমি যে জলসাঘরে', শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিশ্বপিতা', 'মৌ বনে আজ', রূপঙ্কর বাগচীর 'এ যেন অজানা এক পথ', 'কে জানে ক-ঘণ্টা', জয়তী চক্রবর্তীর 'তোমার ভুবনে মা গো', 'আমি কোন পথে যে চলি' অনুষ্ঠানকে আলাদা উচ্চতায় নিয়ে গেছে। অরিত্র দাশগুপ্তের সঙ্গে সৈকত মিত্র গাইলেন 'দোলে দোদুল দোলে'। পরে এককভাবে শোনালেন 'গানে ভুবন ভরিয়ে দেবে'। ঐতিহ্য রায় গাইলেন 'তারে বলে দিও', 'চলে যেতে যেতে'। অনিত দাস এবং দেবশ্রী তরফদার শোনালেন 'যদি হই চোরকাঁটা'।

বাবুল সুপ্রিয় শোনালেন 'এই এত আলো', 'হাতটা ধরে'। গৌতম ঘোষ পরিবেশন করেন 'আশা ছিল', 'কী আশায় বাঁধি খেলাঘর', 'কী হল কেন হল'। অরুন্ধতী হোম চৌধুরী শোনালেন 'শুধু ভালোবাসা দিয়ে'। 'বসে আছি পথ চেয়ে' গাইলেন শিবাজী চট্টোপাধ্যায়। তাঁদের দ্বৈত পরিবেশনায় ছিল 'নীড় ছোট ক্ষতি নেই', 'পুরানো সেই দিনের কথা'। শেষে এলেন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তাঁর পরিবেশনায় ছিল 'পৃথিবী বদলে গেছে' এবং 'পথের ক্লান্তি ভুলে'। এইভাবেই গানে-গানে সূচনা হল মহানায়ক উত্তমকুমারের জন্মশতবর্ষের। সারা বছর ধরেই বিভিন্ন জায়গায় আয়োজিত হবে স্মরণ-অনুষ্ঠান।

— ছবি : শুভেন্দু চৌধুরী

কালো চুল নিয়ে দুবাই গিয়েছিলেন হার্দিক পান্ডিয়া। কিন্তু পৌঁছেই ভোলবদল!

অবাক হার জার্মানির, দাপটে শুরু স্পেনের

স্লোভাকিয়ার কাছে হারের পর বিধ্বস্ত জার্মান ফুটবলাররা। শুক্রবার বিশ্বকাপ বাছাই-পর্বের ম্যাচের পর।

ব্রাতিস্লাভা, ৫ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকাপের বাছাই-পর্বে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই অঘটনের শিকার জার্মানি। অ্যাওয়ে ম্যাচে স্লোভাকিয়ার কাছে ০-২ গোলে হার চারবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের। জার্মানি-সহ ইউরোপের চার বড় দল একই রাতে নেমেছিল বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে। স্পেন, বেলজিয়াম দাপটে জয় পেলেও নেদারল্যান্ডস ড্র করেছে। তবে স্লোভাকিয়ার কাছে জার্মানির হার বড় অঘটন।

ব্রাতিস্লাভায় প্রথমার্ধ শেষ হওয়ার মিনিট তিনেক আগে এগিয়ে যায় স্লোভাকিয়া। ডেভিড স্ট্রেলেকের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে গোল করেন স্লোভাকিয়ার ডেভিড হ্যানকো। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ব্যবধান বাড়ান মিডলসব্রোর ফরোয়ার্ড স্ট্রেলেক। জার্মান রক্ষণের স্তম্ভ আন্তোনিও রুডিগারকে পরাস্ত করে দুর্দান্ত সোয়ার্ভিং শটে বল জালে জড়ান স্লোভাকিয়ার এই ফুটবলার। দুই অর্ধে করা এই দুই গোলেই নিশ্চিত হয়ে যায় জার্মানির হার। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের ইতিহাসে জার্মানির মাত্র চতুর্থ হার। এর আগে ১৯৮৫ সালে পর্তুগালের কাছে, ২০১১ সালে ইংল্যান্ডের কাছে এবং ২০২১ সালে নর্থ ম্যাসিডোনিয়ার বিরুদ্ধে হারের স্বাদ পেয়েছিলেন জার্মানরা। বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে নিজেদের খেলার ৯১ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম প্রতিপক্ষের মাঠ থেকে হারের গ্লানি নিয়ে ফিরছে জুলিয়ান নাগেলসমানের দল।

জার্মানির বিস্ময়-হারের রাতে দাপটে জিতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে অভিযান শুরু করল ইউরোজয়ী স্পেন। বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে দাপুটে জয় তুলে নিয়েছেন লামিনে ইয়ামালরা। ম্যাচের তিনটি গোলই প্রথমার্ধে। গোল তিনটি করেন মিকেল ওইরাজাবাল, মার্ক কুকুরেলা এবং মিকেল মেরিনো। নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েও শেষ মুহূর্তের গোলে ড্র করেছে পোল্যান্ড। অন্যদিকে, দুর্বল লিচেনস্টাইনকে ৬-০ গোলে বিধ্বস্ত করেছে বেলজিয়াম। জোড়া গোল করেছেন ইউরি তিয়েলেমানস। বাছাই পর্বের অন্য ম্যাচে জিতেছে ওয়েলস, তুরস্কও।

ক্যানসার এখন আমার প্রতিপক্ষ, তবু আমি হার মানব না : বর্গ

নিউ ইয়র্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : বছর দুয়েক আগে রুটিন স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে গিয়ে শরীরের ক্যানসারের বাসা বাঁধার কথা জানতে পারেন। প্রস্টেট ক্যানসারে আক্রান্ত হন। কিন্তু টেনিস কোর্টে আগ্রাসী লড়াইয়ের মতোই জীবনের এই যুদ্ধটাও ভালভাবে জিততে চান কিংবদন্তি বিয়ন বর্গ।

মারণ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর ২০২৪ সালে অস্ত্রোপচার করান বর্গ। ক্যানসারের সঙ্গে লড়াইয়ে কীভাবে নিজেকে সামলে নিয়েছেন সেই অভিজ্ঞতা আত্মজীবনী 'হার্টবিটস'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন ১১ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী প্রাক্তন টেনিস তারকা। এক সাক্ষাৎকারে ৬৯ বছর

বয়সি বর্গ বলেছেন, আমাকে কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে এগোতে হয়েছিল। মানসিকভাবে ঠিক থাকাই ছিল সবচেয়ে বড় সমস্যার। কী হবে, কোনও ধারণাই ছিল না। তবে এখন ভালই আছি। প্রতি ছ'মাস অন্তর চিকিৎসকের কাছে গিয়ে পরীক্ষা করাতে হয়। তবে আমি এখন বেশ ভাল আছি। ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা সবসময় থাকে। আমাকে এই ঝুঁকি নিয়েই চলতে হচ্ছে। স্ত্রী প্যাট্রিসিয়ার সঙ্গে যৌথভাবে প্রায় তিন বছর ধরে লেখা আত্মজীবনীতে জীবনের নানা দিক তুলে ধরেছেন বর্গ। তিনি বলেন, আমার প্রতিপক্ষ এখন ক্যানসার। কিন্তু আমি হার মানব না। যেভাবে লড়াই করে উইম্বলডন ফাইনালে জিততাম, সেভাবেই ক্যানসারকে হারাব।

শিক্ষক দিবসে বার্তা শচীনের

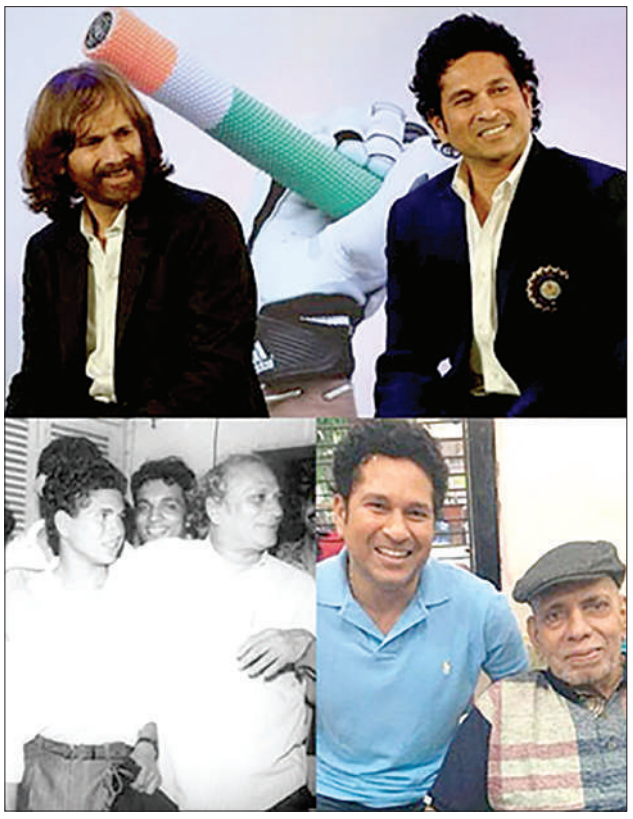

একটি কয়েন, কিট ব্যাগ আর তিনটি গাইডিং হাত দিয়ে যাত্রা শুরু হয়েছিল। আমার বাবা, আচরেকর স্যার আর অজিত (দাদা)। চিরকৃতজ্ঞ, চিরকাল। শিক্ষক দিবসে পোস্ট শচীনের।

ফাইনালে সাবালেঙ্কার সামনে আনিসিমোভা

বিদায় ওসাকার, ডাবলসে ভামরির

নিউ ইয়র্ক, ৫ সেপ্টেম্বর : গতবারের চ্যাম্পিয়ন আরিনা সাবালেঙ্কা এবারও ইউএস ওপেনে মেয়েদের সিঙ্গলসের ফাইনালে। খেতাব রক্ষার লড়াইয়ে বিশ্বের এক নম্বর বেলারুশ কন্যার সামনে অষ্টম বাছাই মার্কিন তরুণী আমান্ডা আনিসিমোভা। সাবালেঙ্কা সেমিফাইনালে হারালেন চতুর্থ বাছাই জেসিকা পেগুলাকে। তিনি জিতলেন ৪-৬, ৬-৩, ৬-৪ গেমে। আমান্ডা সেমিফাইনালে ছিটকে দিলেন জাপানি তারকা বিশ্বের প্রাক্তন এক নম্বর নাওমি ওসাকাকে।

মাতৃত্বকালীন বিরতির পর কোর্টে ফিরে দুর্দান্ত খেলছিলেন ওসাকা। এদিন সেমিফাইনালে প্রথম সেট টাইব্রেকারে ৭-৬ ব্যবধানে জিতেও নেন তিনি। কিন্তু দ্বিতীয় সেটেই ঘুরে দাঁড়ান আনিসিমোভা। তিনিও টাইব্রেকারে সেট জেতেন। তৃতীয় সেটে ওসাকাকে আর দাঁড়াতে দেননি মার্কিন তরুণী। খেলার ফল ৭-৬ (৭-৪), ৬-৭ (৩-৭), ৬-৩।

আনিসিমোভার মতো সাবালেঙ্কাও প্রথম সেট হেরে ফাইনালে উঠলেন। এই নিয়ে পরপর তিনবার ইউএস ওপেনের ফাইনালে বেলারুশের তারকা। চ্যাম্পিয়ন হতে পারলে সেরেনা উইলিয়ামসের পর সাবালেঙ্কাই হবেন প্রথম খেলোয়াড় যিনি পরপর দু'বার ইউএস ওপেন জিতবেন। সেরেনা ২০১২ থেকে ২০১৪ পর্যন্ত টানা তিনবার বছরের শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন।

ইউএস ওপেনে ভারতীয় চ্যালেঞ্জও শেষ হয়ে গেল। প্রথমবার কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালে উঠেছিলেন ভারতীয় টেনিস তারকা যুকি ভামরি। কিন্তু সেমিফাইনালেই যুকির স্বপ্নের দৌড় থেমে গেল। প্রথম সেট জিতেও শেষ পর্যন্ত হেরে কোর্ট ছাড়তে হল যুকি ও তাঁর ডাবলস পার্টনার মাইকেল ভেনাসকে। প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ের অপেক্ষা আরও বাড়ল যুকির।

ইউপি টি-২০ লিগে গড়াপেটা বিতর্ক

লখনউ, ৫ সেপ্টেম্বর : লখনউয়ের একানা স্টেডিয়ামে শনিবার ইউপি টি-২০ লিগের ফাইনাল। মুখোমুখি হবে কাশী রুদ্র ও মিরাট মাভেরিক। কিন্তু ফাইনালের আগে ম্যাচ গড়াপেটা বিতর্কে জড়িয়েছে এই টুর্নামেন্ট। লখনউ পুলিশে এই নিয়ে একটি অভিযোগও জমা পড়েছে। বোর্ডের দুর্নীতি দমন কমিশন থেকে অভিযোগ করা হয়েছে যে একটি দলের কাছে সন্দেহজনক অনুরোধ এসেছে। তার আগে কাশী রুদ্র দলের ম্যানেজার এক কোটি টাকার প্রস্তাব সোশ্যাল মিডিয়ায় পেয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন। তিনি তখনই সেটা বোর্ডের দুর্নীতি দমন কমিশনে জানিয়েছিলেন। তাঁদের নাকি ম্যাচ ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছিল।

থুতু-কাণ্ডে ক্ষমা চাইলেন সুয়ারেজ

মায়ামি, ৫ সেপ্টেম্বর : আরও এক বিতর্কে নাম জড়িয়েছে তাঁর। কিন্তু থুতু-কাণ্ড যাতে বড় আকার নিতে না পারে, লুইস সুয়ারেজ তাই ক্ষমা চেয়ে নিলেন।

লিগস কাপের ফাইনালে ইন্টার মায়ামি হেরে গিয়েছিল সিয়াটেল সাউন্ডার্সের কাছে। কিন্তু হারের থেকেও এই ম্যাচ বেশি প্রচার পেয়েছে সুয়ারেজের জন্য। তাঁর বিরুদ্ধে বিপক্ষের স্টাফ মেম্বারকে থুতু দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এই ঘটনায় সরাসরি ক্ষমা চেয়ে উরুগুয়ের তারকা ফুটবলার লিখেছেন, প্রথমেই আমি সিয়াটেল সাউন্ডার্সকে লিগস কাপ জেতার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। আর খেলা শেষের পর আমার আচরণের জন্য ক্ষমাও চেয়ে নিচ্ছি। টেনশন আর হতাশা থেকে এমন ঘটনা ঘটেছে। আমি কোনও অজুহাত দিচ্ছি না। তবু এমন ঘটনা না ঘটলেই ভাল হত।

সুয়ারেজ আরও লিখেছেন, আমি একটা ভুল করেছি। তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। পরিবারের সামনে নিজের এমন ইমেজ তৈরি করতে চাই না। ওদেরও এটা ভাল লাগতে পারে না। আমি এমন ঘটনা ঘটিয়ে লজ্জিত। তাই প্রথম সুযোগেই ক্ষমা চেয়ে নিতে চাই। এখনও সামনে অনেক ম্যাচ বাকি আছে। আমরা সবাই মিলে খেলে ক্লাব ও ফ্যানেদের জন্য অনেক সাফল্য নিয়ে আসতে চাই। যা ওদের প্রাপ্য। সবার জন্য অনেক ভালবাসা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উজবেকিস্তানে গ্র্যান্ড সুইস দাবায় জিতে শুরু গুকেশ, বিদিতের। হার দিব্যার

মাঠে ময়দানে

6 September, 2025 • Saturday • Page 15 || Website - www.jagobangla.in

১৫
৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

হরমনপ্রীতদের চোখ আজ ফাইনালে

১১ গোল দিয়ে শুরু মেয়েদের

হাংঝাউ, ৫ সেপ্টেম্বর : ছেলেরা এশিয়া কাপ হকিতে দাপট দেখিয়ে ফাইনালে ওঠার লড়াই করছে। শনিবার সুপার ফোরের শেষ ম্যাচে চিনকে হারিয়ে ফাইনালে উঠতে মরিয়া হরমনপ্রীত সিংয়ের ভারত। মেয়েরাও দাপটে শুরু করল মহাদেশীয় প্রতিযোগিতায়। থাইল্যান্ডকে গোলের সুনামিতে ভাসিয়ে এশিয়া কাপে অভিযান শুরু করলেন মুমতাজ খান, সঙ্গীতা কুমারিরা। প্রথম ম্যাচে ১১-০ গোলে থাইল্যান্ডকে হারাল গতবারের ব্রোঞ্জজয়ী ভারত। এই নিয়ে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে টানা আটটি ম্যাচে জিতল মেয়েরা।

বিশাল জয়ে জোড়া গোল করেন মুমতাজ, উদিতা ও বিউটি। একটি করে গোল সঙ্গীতা, নবনীত কৌর, লালরেমসিয়ামি, শর্মিলা দেবী এবং ঋতুজা দাদাসো পিসালের। তবে দুর্দান্ত খেলে ভারতীয় দলকে এদিন নেতৃত্ব দিয়েছেন মুমতাজ। আক্রমণাত্মক হকিতে নজর কাড়েন তিনি। মুমতাজই হয়েছেন ম্যাচের সেরা।

আরও একটি গোলের পথে ভারতের মেয়েরা। চিনের হাংঝাউতে এশিয়া কাপের ম্যাচে। শুক্রবার।

প্রথম কোয়ার্টারে মুমতাজ ও সঙ্গীতার গোলে এগিয়ে যায় হরেন্দ্র সিংয়ের দল। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ভারতীয়দের আগ্রাসী হকির সামনে কার্যত আত্মসমর্পণ করে থাইল্যান্ড। পরপর দু'টি ফিল্ড গোল করেন অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড নবনীত ও মিডফিল্ডার লালরেমসিয়ামি। এরপর পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল উদিতার। বিরতির ঠিক আগে বিউটির গোলে ৬-০ করে উইমেন ইন ব্লু।

শেষ কোয়ার্টারে আরও পাঁচটি গোল করে থাইল্যান্ডের লজ্জা আরও বাড়ান মুমতাজরা। পরপর গোল করেন মুমতাজ, উদিতা, শর্মিলা, বিউটি ও ঋতুজা। গ্রুপে ভারতীয় মেয়েরা শনিবার খেলবে জাপানের বিরুদ্ধে। একই দিনে দেশের মাটিতে হরমনপ্রীতরা নামবেন এশিয়া কাপ ফাইনাল নিশ্চিত করতে। কোচ ক্রেগ ফুলটন বললেন, আমরা আমরা শুধু চিন ম্যাচে ফোকাস করছি। আরও নির্ভুল হকি খেলতে হবে আমাদের।

ব্রোঞ্জের ম্যাচে সামনে ওমান

প্রতিবেদন : কাফা নেশনস কাপে তৃতীয় ও চতুর্থ স্থান নির্ণায়ক প্লে-অফে খালিদ জামিলের ভারতের সামনে পড়ল ওমান। ৮ সেপ্টেম্বর বিকেল পাঁচটায় তাজিকিস্তানের হিসোর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামেই ফিফা ক্রমতালিকায় ৭৯ নম্বরে থাকা ওমানের বিরুদ্ধে ব্রোঞ্জের ম্যাচে খেলবেন গুরপ্রীত সিং সান্ধুরা। একই দিনে ফাইনালে ইরানের প্রতিপক্ষ উজবেকিস্তান।

ইরানের বিরুদ্ধে ভাঙা চোয়াল নিয়েই খেলেছিলেন। দেশে ফেরার পর গোয়ার হাসপাতালে চোটের জায়গায় সফল অস্ত্রোপচার হল ভারতীয় দলের তারকা ডিফেন্ডার সন্দেশ ঝিঙ্গানের। সমাজমাধ্যমে ছবি পোস্ট করে ভারতীয় ডিফেন্ডার লিখেছেন, ঈশ্বরের আশীর্বাদ এবং ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন ও এফসি গোয়ার সহায়তায় অস্ত্রোপচার সফল হয়েছে। এবার মাঠে ফেরার প্রস্তুতি শুরু করব। আমার সুস্থতা কামনা করার জন্য সকলকে ধন্যবাদ। অস্ত্রোপচারের পর চিকিৎসকরা সন্দেশকে চার থেকে ছয় সপ্তাহ বিশ্রামের পরামর্শ দিয়েছেন। শুভাশিসের ঘটনার 'ভুল' থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার সন্দেশের চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে এআইএফএফ। শুক্রবার বিবৃতি দিয়ে ফেডারেশন জানিয়েছে, সন্দেশ যাতে সর্বোচ্চ পর্যায়ের চিকিৎসা এবং প্রয়োজনীয় সাহায্য পায়, তারজন্য এআইএফএফ এবং এফসি গোয়া একসঙ্গে কাজ করছে। দেশের হয়ে খেলার সময় কোনও ফুটবলার চোট পেলে তাঁকে সাহায্য করার জন্য আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

অস্ত্রোপচারের পর সন্দেশ।

যুব এশিয়ান কাপে ভারত বনাম কাতার : অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে বাহরিনের বিরুদ্ধে জয়ের আত্মবিশ্বাস নিয়ে শনিবার দোহায় আয়োজক কাতারের মুখোমুখি ভারত।

দ্বিতীয় হয়ে সুপার সিক্সে উঠল ডায়মন্ড হারবার

ড্র করে অবনমন পর্বে মহামেডান

প্রতিবেদন : গ্রুপ রানার্স হয়ে কলকাতা লিগের চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ডায়মন্ড হারবার এফসি। শুক্রবার লিগে দুই গ্রুপের শেষ ম্যাচ ছিল। 'বি' গ্রুপে ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে অবনমন রাউন্ডে খেলা এড়ানোর লক্ষ্যে নেমেছিল ময়দানের অন্যতম প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং। ম্যাচটি ১-১ ড্র হওয়ায় ইউনাইটেড কলকাতা লিগ পর্যায়ের ম্যাচ শেষ করল ১২ ম্যাচে ২৪ পয়েন্ট নিয়ে। সাদার্ন সমিতি নিজেদের শেষ ম্যাচ না খেলায় ওয়াকওভার পেয়ে ১২ ম্যাচে ২৫ পয়েন্টে পৌঁছে যাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার। ফলে 'বি' গ্রুপে ইউনাইটেড কলকাতাকে টপকে গ্রুপ রানার্স হয়ে সুপার সিক্সে গেল ডায়মন্ড। ইউনাইটেড তৃতীয় হয়ে উঠল চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে। ২৭ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ইউনাইটেড স্পোর্টস।

শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাব মহামেডানের লজ্জা বাড়ল। সাম্প্রতিককালে কলকাতা লিগ জয়ের হ্যাটট্রিক করা মহামেডানকে এবার অবনমন পর্বে খেলতে হবে। অবনমন পর্ব এড়াতে এদিন ইউনাইটেড কলকাতার বিরুদ্ধে জিততেই হত মহামেডানকে। কিন্তু শুরুতে গোল হজম করে কোনও রকমে সাকার গোলে হার বাঁচিয়ে ম্যাচ ড্র করে মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দল। খেলা ১-১ অমীমাংসিত থাকে। মাঠে বিক্ষোভ দেখান সমর্থকরা। অন্য ম্যাচে এরিয়ান জেতায় মহামেডান পয়েন্ট টেবলে ১০ থেকে ১১ নম্বরে নেমে যায়। এরিয়ান অবনমন বাঁচিয়ে ১০-এ উঠে আসে। ১২ ম্যাচে ১১ পয়েন্ট নিয়ে ১৩ দলের মধ্যে একাদশ স্থানে গ্রুপ পর্ব শেষ করে মহামেডান।

হার বাঁচালেন সাকা।

তবে পাঁচ দলের অবনমন পর্বে মাত্র একটি দলই নামবে। আর্মি রেড এবার লিগ থেকে শুরুতেই নাম তুলে নেওয়ায় তাদের অবনমন হচ্ছেই। এছাড়া আর একটি দল নামবে। তাছাড়া লিগ পর্বের পয়েন্ট ধরা হবে অবনমন রাউন্ডে। ফলে ১১ পয়েন্টে থাকা মহামেডানের অবনমনের সম্ভাবনা কার্যত নেই।

বিশ্বকাপ কঠিন ইংল্যান্ডের জন্য

লন্ডন, ৫ সেপ্টেম্বর : ২০১৯-এর বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ২০২৭ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার সুযোগ হারাতে পারে। এমন হতে পারে যে তাদের হয়তো কোয়ালিফায়ার খেলে উঠে আসতে হবে। তাও যদি সম্ভব হয়। শেষ ২১টি একদিনের ম্যাচে ইংল্যান্ড জিতেছে ৭টি ম্যাচ। বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকার ৩৩১ রান তাড়া করে তারা হেরে গিয়েছে ৫ রানে। এর ফলে একদিনের সিরিজে ১৯৯৮-এর পর দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে প্রথমবার হারতে হল ইংল্যান্ডকে। হ্যারি ব্রুকের দলের সমস্যা এতে আরও বেড়েছে। বিশ্বকাপে ১৪টি দল অংশ নেবে। র‍্যা ঙ্কিং অনুযায়ী আটটি দল মোটামুটি নিশ্চিত। আয়োজক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা ও জিম্বাবোয়ে টুর্নামেন্টে সরাসরি অংশ নেবে। ফলে ইংল্যান্ডকে হয়তো বাকি চার দলের জন্য লড়তে হবে। ইংল্যান্ড এই মুহূর্ত আট নম্বরে রয়েছে। কিন্তু এভাবে হারতে থাকলে তাদের সমস্যা বিস্তর।

অবসর ভেঙে টেলর খেলবেন সামোয়ার হয়ে

নজর টি-২০ বিশ্বকাপে

অকল্যান্ড, ৫ সেপ্টেম্বর : মায়ের দেশের হয়ে খেলার জন্য অবসর ভেঙে মাঠে ফিরছেন রস টেলর। চার বছর আগে তিনি শেষবার নিউজিল্যান্ডের হয়ে খেলেছেন। আর সেটা ২০১৯-২০২১ বিশ্ব টেস্ট সাইকেলে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর।

রস খেলবেন সামোয়ার হয়ে। আর সেটা এশিয়া-ইস্ট এশিয়া প্যাসিফিক টি ২০ বিশ্বকাপ কোয়ালিফায়ারে। ওমানে এই টুর্নামেন্ট হবে অক্টোবরে। রসের লক্ষ্য ভারত-শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠেয় আগামী টি ২০ বিশ্বকাপে অংশ নেওয়া। ২০টি দলের মধ্যে ১৫টি দল নিধারিত হয়ে গিয়েছে। মায়ের কারণে প্রাক্তন নিউজিল্যান্ড অধিনায়ক সামোয়ার পাসপোর্ট পেয়ে গিয়েছেন। ফলে তাঁর এই দলের হয়ে খেলতে বাধা নেই।

৪১ বছরের রস সামোয়ার হয়ে খেলার অনুমতি পেয়েছেন। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী কেউ ফুল মেম্বার দেসের থেকে অ্যাসোসিয়েট মেম্বার দেশের হয়ে খেলতে চাইলে তাকে তিন বছর অপেক্ষা করতে হবে। রয়ের সেই অপেক্ষার পালা শেষ হয়েছে। তিনি বলেছেন, এটা স্রেফ খেলাটাকে ভালবাসি বলে ফিরে আসা। আমার ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, গ্রাম ও পরিবারের প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটা বিরাট সম্মান। সবসময় ভেবেছিলাম সামোয়ার ক্রিকেটে কোচিং করিয়ে বা ক্রিকেট গিয়ার দিয়ে সাহায্য করি। কিন্তু খেলতে পারার ব্যাপারটা সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল।

ভানুয়াটু ও ফিজির মতো দলকে হারিয়ে সামোয়া এই জায়গায় উঠে এসেছে। এখন এই অঞ্চলের ন'টি দলের মধ্যে রয়েছে। তিনটি দল মূলপর্বে খেলবে। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৮ হাজারের বেশি রান করা রস এবার মায়ের হোমল্যান্ডকে কতটা সাহায্য করতে পারেন সেটাই এখন দেখার।

মাঠে ময়দানে
6 September, 2025 • Saturday • Page 16 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

দর্শক ছাড়াই ক্রিকেট ফিরছে চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে। ১৬ দলের টুর্নামেন্টে ছ'টি ম্যাচ হবে এই মাঠে

জোড়া গোলে বিদায় মেসির, চোখে জল দেশকে জিতিয়েও

দেশের মাঠে শেষ ম্যাচে গোল মেসির। (ডানদিকে) খেলার পর ভরা গ্যালারি ও সতীর্থদের সামনে ভেঙে পড়লেন ফুটবল-রাজপুত্র। বুয়েনস আইরেসে।

বুয়েনস আইরেস, ৫ সেপ্টেম্বর : আর্জেন্টিনাকে জেতালেন। তবু হাপুস নয়নে কাঁদল স্টেডিয়াম। লিওনেল মেসিও তাতে শামিল। এতসব ঘটনা ঘটল, কারণ দেশের মাঠে শেষবার আর্জেন্টিনার হয়ে খেললেন তিনি। তাতে ভেনেজুয়েলাকে ৩-০ গোলে হারাল আর্জেন্টিনা। মেসি একাই দুটি গোল করেছেন। আর তাতেই মধুরেণ সমাপয়েত আবেগের ম্যাচের।

ম্যাচের বহু আগে থেকেই আবেগে ভাসছিল রাজধানীর মনুমেন্টাল স্টেডিয়াম। ৮০ হাজার দর্শকের প্রায় সবার হাতে জাতীয় পতাকা। অনেকের চোখে জল। এমনই এক আবহে সন্তানদের হাত ধরে শেষবার আর্জেন্টিনার মাটিতে জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নামেন মেসি। আবেগ তখনই ছুঁয়ে ফেলেছে তাঁকে।

ম্যাচের প্রথম গোল এল সেই মেসির পা থেকে। সেটা প্রথমার্ধের শেষদিক। লিয়ান্দ্রো পারদেস বল বাড়িয়ে দিয়েছিলেন জুলিয়ান আলভারেজের দিকে। তিনি হয়তো নিজেই শট নিতে পারতেন। কিন্তু সেটা না করে বল ঠেলে দেন মেসির দিকে। দুই ডিফেন্ডার ও গোলকিপারকে সামনে দেখে মেসি বল স্কুপ করে জালে জড়িয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে গোটা মাঠ চিৎকার করে ওঠে মেসি...মেসি...।

দ্বিতীয়ার্ধে মেসি আরও একটি গোল করেন। কিন্তু তার আগে লাউতারো মার্টিনেজ হেডে দ্বিতীয় গোল করে ফেলেছেন। আর সেটাও মেসির বুদ্ধিদীপ্ত আক্রমণ থেকে। কিন্তু স্টেডিয়াম তখন মুখিয়ে ছিল ফুটবল রাজপুত্রের পা থেকে আরও গোল দেখার জন্য। মেসি নিরাশ করেননি। থিয়াগো আলমাদা উইং থেকে কাট করে ভিতরে এসে বল বাড়িয়ে দিল মেসির দিকে। তিনি তৎক্ষণাৎ কোনাকুনি বল পাঠিয়ে দেন গোলে।

শেষ বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে গোটা স্টেডিয়াম চোখে জল নিয়ে মেসি...মেসি চিৎকার শুরু করে দেয়। মেসি এরপর আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। চোখে জল নিয়ে এক এক জড়িয়ে ধরেন সতীর্থদের। আবেগের এমন মুহূর্তে তাঁর প্রিয়তম ফুটবলারকে জড়িয়ে ধরেন কোচ লিওনেল স্কালোনিও। ফুটবল থাকবে। মেসিও ইতিহাসে থেকে যাবেন। শুধু নিল-সাদা জার্সিতে আর ঘরের মাঠে কখনও তাঁকে দেখা যাবে না।

খেলার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি মেসি। মনুমেন্টাল স্টেডিয়াম।

বিশ্বকাপে আর হয়তো খেলব না

বার্তা দেন স্ত্রী আন্তোনেলাও। তিনি লিখেছেন, তোমার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য গর্ব হচ্ছে। সবকিছুই তুমি চেষ্টা ও ভালবাসা দিয়ে গড়েছ। আমরা কত ভাগ্যবান যে তোমার এই যাত্রাপথে সঙ্গী থাকতে পেরেছি।

বুয়েন, আয়ারস, ৫ সেপ্টেম্বর : আবেগের ম্যাচে মেসিকে নিয়ে পাগল ছিল মনুমেন্টাল স্টেডিয়াম। কিন্তু খেলার পর সবাইকে হতাশ করে তিনি জানিয়ে দিলেন ২০২৬ বিশ্বকাপে তিনি হয়তো খেলবেন না। এমনকী ইকুয়েডরের বিরুদ্ধে ৯ সেপ্টেম্বরের কোয়ালিফায়ারেও নেই তিনি।

মেসি বলেন, এই কথাটা আগেও বলেছি যে আমি হয়তো আর বিশ্বকাপ খেলব না। বয়সের কথা মাথায় রেখেই সেটা হয়তো সম্ভব হবে না। তবে হ্যাঁ, আমরা বিশ্বকাপের অনেক কাছে এসে গিয়েছি। আমি খুব উত্তেজিত। খেলার জন্য নিজেকে মোটিভেট করছি। আমি পরের দিনটা নিয়ে চলি। পরের ম্যাচও। মেসি জানান, তিনি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেননি। তাঁর কথায়, যখন আমি ভাল থাকি, বিশ্বকাপে খেলার জন্য মুখিয়ে থাকি। কিন্তু অন্য সময় মনে হয় না খেললেই ভাল। সুতরাং ম্যাচ বাই ম্যাচ দেখে চলাই ভাল। আমি বিশ্বকাপ নিয়ে সিদ্ধান্ত নিইনি। মরশুম শেষ করে ছ'মাস হাতে পাব। তারপর সিদ্ধান্ত নেব।

মেসি বলেন, আমি এভাবেই শেষ করার কথা ভাবতাম। অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে। কখনও ভাল, কখনও মোটামুটি। কিন্তু নিজের দর্শকের সামনে দেশের হয়ে খেলা ছিল সবসময় আনন্দের। মেসিকে আবেগঘন বার্তা দিয়েছেন স্ত্রী আন্তোনেলাও। লিখেছেন, তোমার প্রতিটি পদক্ষেপের জন্য গর্ব হচ্ছে। সবকিছুই তুমি চেষ্টা ও ভালবাসা দিয়ে গড়েছ। আমরা কত ভাগ্যবান যে তোমার এই যাত্রাপথে সঙ্গী থাকতে পেরেছি। আমরা তোমাকে ভালবাসি।

জগদীশন ১৯৭

বেঙ্গালুরু : ১৯৭ রান করে দলীপ ট্রফির দ্বিতীয় দিনে নায়ক হলেন নারায়ণ জগদীশন। নিশান্ত সিন্ধুও পাঁচ উইকেট নিয়েছেন। এদিন পশ্চিমাঞ্চলের ৪৩৮ রানের জবাবে মধ্যাঞ্চল ২ উইকেটে ২২৯ রান করেছে। রজত পাতিদার ৪৭ রানে নট আউট রয়েছেন। দানিশ মালেওয়ার করেছেন ৭৬ রান। অন্য সেমিফাইনালে দক্ষিণাঞ্চল প্রথম দফায় ৫৩৬ রান তুলেছে। জগদীশন ১৯৭ রান করে টেস্ট সিরিজে ব্যাক আপ কিপারের দাবি জোরালো করেছেন। তবে যখন মনে হচ্ছিল তিনি ডাবল সেঞ্চুরি করবেন, তখনই রান আউট হয়ে যান। ফলে তাঁরা আর দুশো করা হয়নি। উত্তরাঞ্চলের বোলার এ দিন সিন্ধু ১২৫ রানে ৫ উইকেট নিয়েছেন।

তারকাদের ছাড়াই দুরন্ত জয় ব্রাজিলের

রিও দি জেনেইরো, ৫ সেপ্টেম্বর : নেইমার জুনিয়র, ভিনিসিয়াস, রডরিগোর মতো তারকারা ছিলেন না। সেরাদের ছাড়া কার্লো আনচেলোত্তির ব্রাজিল কেমন খেলে, সেদিকে নজর ছিল সমর্থকদের। নিরাশ করেননি আনচেলোত্তির ছেলেরা। ঐতিহাসিক মারাকানা স্টেডিয়ামে নিজেদের সমর্থকদের সামনে চিলিকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ব্রাজিলের হয়ে গোল করেন এস্তেভাও, লুকাস পাকেতা ও ব্রুনো গুইমারেস।

বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে শেষ দুই ম্যাচের জন্য আনচেলোত্তির ঘোষিত ব্রাজিল দল নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। নেইমারের বাদ পড়া নিয়েও প্রশ্ন ছিল। কিন্তু কারও অভাববোধ করেনি দল। শুরু থেকেই আধিপত্য নিয়ে খেলে জয় তুলে নিয়েছে ব্রাজিল। আগেই বিশ্বকাপ নিশ্চিত করে ফেলা সেলেকাওরা এই জয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে ১৭ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। সবার নিচে চিলির পয়েন্ট ১৭ ম্যাচে ১০।

মারাকানায় দর্শকঠাসা স্টেডিয়ামে প্রথমার্ধে চিলির অতিরক্ষণাত্মক ফুটবলের জন্য ভুগতে হয়েছে ব্রাজিলকে। কিন্তু ৩৮ মিনিটে এস্তেভাও অবিশ্বাস্য বাইসাইকেল কিকে গোল করে দলকে এগিয়ে দেন। ব্রাজিলের জার্সিতে এটিই প্রথম গোল এস্তেভাওয়ের। দ্বিতীয়ার্ধে কোচের একটি পরিবর্তন ম্যাচের রং বদলে দেয়। সুপার সাব লুইস হেনরিক নজর কাড়েন। চিলির রক্ষণ ভাঙতে মুশকিল আসান হয়ে ওঠেন জেনিতের এই তরুণ ফরোয়ার্ড। ৭২ মিনিটে পাকেতার গোলের পাস ছিল তাঁর। হেনরিকের ক্রসেই হেড করে বল জালে জড়ান পাকেতা। ৭৬ মিনিটে তৃতীয় গোলেও হেনরিকের অবদান। অসাধারণ ওয়ান-টু-ওয়ান খেলে ব্রুনোকে দিয়ে গোল করান হেনরিকে।

ব্রাজিলের এদিনের খেলায় সন্তুষ্ট কোচ আনচেলোত্তি। বলেন, পরিবর্ত হিসেবে যারা নেমেছে তারা খেলার গতি বদলেছে। লুইস হেনরিক দারুণ প্রতিভাবান। অন্যরা যখন ক্লান্ত, তখন ও তরতাজা অবস্থায় নেমে পার্থক্য গড়ে দিয়েছে। সমর্থকদের মতো আমিও খুশি দলের খেলায়।

ম্যাচের দুই নায়ক এস্তাভিও ও হেনরিক। শুক্রবার মারাকানায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

6 September, 2025 • Saturday • Page 17 || Website - www.jagobangla.in

১৭
৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

বিশ্বজয়ীর মা

সন্তান মানুষ করা যেমন মায়ের ধর্ম তেমনই মা-ই হন সন্তানের প্রথম শিক্ষক। সেই জন্মদাত্রীর শিক্ষা, শ্রম কেউ মনে রাখে না। কিন্তু ছেলে যখন মানব থেকে মহামানব হয়ে ওঠেন তখন সেই মাকে স্মরণ করা অবশ্য-কর্তব্য। শিক্ষক দিবস দিনটিকে স্মরণে রেখে সেই মাকে শ্রদ্ধার্ঘ্য যিনি এক দুরন্ত, জেদি অথচ দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল ছেলেকে তৈরি করে বিশ্বের দরবারে জাতির মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। তিনি বিশ্বজয়ী স্বামী বিবেকানন্দের মা ভুবনেশ্বরী দেবী। লিখলেন

চৈতালী সিনহা

ভুবনেশ্বরী দেবী

ভাগ্য মানুষের সঙ্গে থাকে। ভাগ্য মানুষকে ওঠায় বসায় হাসায় কাঁদায়। মাঝখানের বাকিটা সময় কর্মের নাম চেষ্টা। যে বালিকাটি দশ বছর বয়সে পিতৃগৃহ ছেড়ে স্বামীর ঘরে ঢোকে তার আর অতীত বলে কিছুই থাকে না। তবুও তিনি সিমলার নন্দলাল বসুর মেয়ে এইটুকু তথ্য সহজ লভ্য। ক্ষুদ্রকায় মানুষটিকে বৃদ্ধ বয়সে যাঁদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁরা জানেন সত্যি আভিজাত্যে তিনি ছিলেন সম্রাজ্ঞী। তাই তো বিশ্বজয়ী পুত্র নির্দ্বিধায় বলেছিলেন মা-ই তাঁর আধ্যাত্মিক এবং আত্মিক উন্নতির প্রথম পথ নির্দেশক।

১৮৪১ সালে কুলীন কায়স্থ বোস পরিবারে জন্ম। ছোটবেলায় মেমের কাছে ইংরেজি শিখেছিলেন আর সেই বিদ্যেটুকু স্মরণে রেখে ছেলেকে ইংলিশ পড়িয়েছেন, এমনকী পরবর্তী জীবনে পুত্রের বিদেশি শিষ্য ভক্তদের সঙ্গে ইংরেজিতে কথাও বলেছেন! অথচ পিতৃগৃহে বিদ্যার্চনা করার সুযোগ পেয়েছেন মাত্র কয়েক বছর। নিতান্তই দশ বছর বয়সে সে-সবই ছেড়ে দত্ত পরিবারের বউ হয়ে এলেন। এর পর বাকি জীবন সেই খাঁচাতে বন্দি। আদরে ও ঐশ্বর্যে লালিত হওয়া মেয়েটির এর পরের জীবন দুঃখের ভারে আনত। ছয় কন্যা, চার পুত্রের জন্ম দেওয়া, অতি অল্প বয়সে বৈধব্য, অত্যন্ত দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই, সন্তানদের লালনপালন, ছোট অবস্থাতেই সন্তানের মৃত্যু, কন্যাদের আত্মহনন, পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণ— সব ঝড় এই মানুষটি মাথা পেতে নিয়েছিলেন। তাই তো তিনি পৌঁছতে পেরেছিলেন অন্য এক উচ্চতায়। তিনি ভুবনেশ্বরী দেবী, তিনি বিশ্বজয়ী সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের মা। প্রদীপকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরে আলোকিত করার এক পিলসুজ।

অনেক মানুষের অবদান,অনন্য কীর্তি সমাজে বিরাট এক পরিবর্তন আনে। মহান কাজের সে আলোকবর্তিকা যিনি জ্বালান তিনি বিশ্বে হন বন্দিত, নন্দিত। শুধু সেই আলোক শিখা জ্বালানোর জন্য, উচ্চে তোলার জন্য যাঁরা নিজেদের পিলসুজের মতো সমর্পণ করেন, সেই আলোক শিখায় জগৎ যখন হয় আলোকিত, পিলসুজের গা দিয়ে শ্রমের তেল গড়িয়ে পড়ে, পিলসুজ থাকে প্রদীপের ছায়ায়, অন্ধকার মেখে। শিবের কাছে মানত করে ছেলে পেয়েছিলেন, সে বড়ই দুরন্ত তাই মায়ের অভিমান শিব নিজে না এসে তাঁর ভূতকে পাঠিয়েছেন। এই ভাবেই এক দুরন্ত, জেদি অথচ দারুণ বুদ্ধিদীপ্ত, মননশীল ছেলেকে তৈরি করে বিশ্বের দরবারে জাতির মুখ উজ্জ্বল করে তৈরি করতে জননীর শ্রম কেউ মনে রাখে না কারণ ছেলে মানুষ করা তো মায়ের ধর্ম। কিন্তু ছেলে যখন মানব থেকে মহামানব হয়ে ওঠে তখন সে জননীকে স্মরণ করা অবশ্য-কর্তব্য হয়ে ওঠে।

ভুবনেশ্বরী দেবী অতি সচ্ছল পরিবারের আদরের কন্যা, রীতিমতো লেখাপড়া শিখেছেন। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক রীতি অনুসারে বিয়ে হল দশ বছর বয়সে। পাত্র সিমলের দত্ত পরিবারের বিশ্বনাথ দত্ত। পেশায় হাইকোর্টের অ্যাটর্নি। কালনা শহরের কাছে এদের পৈতৃক ভিটা দত্ত দারিয়াটন। মালক্ষ্মী ব্যাগ ভরে ঢোকেন ঠিকই কিন্তু ব্যয় সংকোচ না হওয়ায় আর আত্মীয় পরিজনের সীমা না থাকায় আবার বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়েও যান। ফলস্বরূপ সঞ্চয়ের কোনও ভার নেই, যেমন আয়, তেমন ব্যয়।

ছোটবেলায় দুরন্ত বিলেকে মা সামলালেন একেবারে অন্য ভাবে। রেগে গেলে মাথায় জল ঢালতেন শিব শিব বলে— ঠান্ডা হত শিবের প্রমথ। সে-ছেলে বিদেশি ভাষা পড়বে না, মা দায়িত্ব নিয়ে ছেলেকে ইংরেজি শেখালেন। ছেলে কোনও বিশেষ দুষ্টুমি করলে মা বকতেন না— কীর্তিটা কাগজে লিখে টাঙিয়ে দিতেন সবার চোখের সামনে।

বিবেকানন্দ ছিলেন সেবার মাধ্যমে ভক্তির এক আদর্শ। তিনি তাঁর সারা জীবন ধরে তাঁর মাকে জীবন্ত দেবী হিসেবে সেবা করেছিলেন, যা সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর এক নতুন মাত্রা প্রকাশ করে, এই মানবিক দুঃখকষ্টের জগতের সাথে আবদ্ধ করার জন্য একটি অখণ্ড বন্ধন বজায় রেখেছিলেন : তাঁর মায়ের প্রতি তাঁর অনুরাগ— বিবেকানন্দ তাঁর মায়ের প্রতি চিরন্তন ভালবাসার অঙ্গীকার বজায় রেখেছিলেন। ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁর পুত্রকে একজন বিচরণকারী সন্ন্যাসী, ত্রাণকর্তা এবং বিশ্ব শিক্ষক হিসেবে বিশ্বের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। ১৮৯৮ সালের ২২ নভেম্বর, স্বামীজি বেলুড় মঠ থেকে মহারাজা অজিত সিংকে লেখেন, 'আমার বুকে সবসময় একটা বিরাট পাপ ঘুরপাক খায়, আর তা হল পৃথিবীর সেবা করার জন্য, দুঃখের সাথে আমি আমার মাকে অবহেলা করেছি। এখন আমার শেষ ইচ্ছা হল অন্তত কয়েক বছর ধরে আমার মায়ের সেবা করা এবং সেবা করা। আমি আমার মায়ের সাথে থাকতে চাই... এখন আমার শেষ ইচ্ছা হল আমার মায়ের সেবা করা'। তিনি মহারাজের কাছে মায়ের জন্য অর্থসাহায্য চান। ১৯০১ সালে মহারাজার মৃত্যুর আগে পর্যন্ত স্বামীজির মায়ের কাছে এই মাসিক ভাতা নিয়মিত পাঠানো হত। যদিও তাঁর মৃত্যুর পরেও তিনি তা পেতেন কি না তা বিতর্কের বিষয়। সন্তান সর্বত্যাগী, সন্ন্যাসী, জগতের সেবাকার্যে নিয়োজিত। মায়ের দেখে সুখ, ছেলে বিশ্বনন্দিত। কিন্তু মাতৃ হৃদয়ের গোপন রক্তক্ষরণ গোপন থেকে যায়, মা স্বাচ্ছন্দ্য চান না, চান সন্তানসঙ্গ। (এরপর ২০ পাতায়)

সহযোগী ও শিষ্যদের সঙ্গে

অর্ধেক আকাশ
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল
6 September, 2025 • Saturday • Page 18 || Website - www.jagobangla.in

পুজোর ফ্যাশন ট্রেন্ড

আর মাত্র হাতেগোনা ক'দিন দুর্গোৎসবের। মণ্ডপের বাঁশের কাঠামো তৈরি। পটুয়াপাড়ায় প্রতিমা শিল্পীদের শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। পুজোর কেনাকাটা শুরু হয়ে গেছে পুরোদমে। শ্যামবাজার, হাতিবাগান, গড়িয়াহাট— কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই। গৃহিণীরাই এখন সবচেয়ে ব্যস্ত। কেনাকাটার দায়িত্ব যে তাঁদের কাঁধেই! এ-বছরের ফ্যাশন ট্রেন্ড কী? কোনটা ইন? কী কিনবেন? কীই-বা উপহার দেবেন প্রিয়জনদের? তারই খোঁজ-খবরে

শর্মিষ্ঠা ঘোষ চক্রবর্তী

ক্যালিফোর্নিয়া থেকে পলা এসছে ইন্ডিয়ায়। আরও কিছুদিন আগেই চলে আসার কথা ছিল, অর্ণবের জন্য হয়নি। প্রায় ছ'বছর পর পুজোর সময় এবার পলা নিজের দেশে। আসলে ওদেশে তো পুজোয় কোনও ছুটি নেই! উইকএন্ডে ওরা পুজো করে শুভসময় মেনে। পলা প্রথম যখন ক্যালিফর্নিয়া গেছিল তখন এত দুর্গাপুজো হত না আর এখন অনেক বাঙালি কমিউনিটি যাঁরা নিজেরাই ধুমধাম করে পুজো করে। এখানে কাঁচরাপাড়ায় পলার শ্বশুরবাড়ি আর বাপের বাড়ি দমদম। জিনা আর ঋজুর স্কুলে অনেকদিন আগে থাকতে কথা বলে রেখেছিল অর্ণব। ওদের আবার মেল করে জানাতে হয়। পলার বোনের বিয়ে নভেম্বরে ভেবেছে একবারে বিয়ে কাটিয়ে ফিরে যাবে। তাহলে রথ দেখা কলা বেচা দুই-ই হবে। সেই কারণেও আরও আসা। আসার আগে তে-রাত্তির চোখে পাতা এক করেনি সে। একটা আলাদা এক্সাইটমেন্ট কাজ করছিল। কত দিন পরে পুজোয় নিজের দেশের মাটিতে, নিজের জায়গায়। আত্মীয়স্বজন, শাশুড়ি, ভাসুর, জা, মা, বাবা, বোন, বন্ধু-বান্ধব। তাতাইয়ের এ-বছর প্রথম বার ইন্ডিয়া ট্রিপ। ও দিনু, দাদাই, দিম্মাকে শুধু ভিডিও কলেই দেখেছে। জিনা এসেছে তখন খুব ছোট। ও জানেই না এখানকার পুজো কেমন হয়। খুব এক্সাইটেড ওরাও। এবার জমিয়ে মার্কেটিং করবে ভেবেই এসেছে পলা। সব্বার জন্য জামাকাপড় কিনবে। আসলে ও পুজো তো মিস করতই, তার চেয়েও বেশি মিস করত এই পুজো-আসছে-আসছে ভাবটা। বাজারের ভিড়ভাট্টা, গড়িয়াহাট, হাতিবাগান, দমদমে মানুষের মেলাটা। এই ফ্লেভারটা প্রবাসীরা পায় না। ওখানে শুধু পুজোর দিনগুলো একটা পুজো-পুজো আবহ থাকে। আর কাঁচড়াপাড়ায় ফিরে চমকে গেছে পলা। কী নেই এখন যা কাঁচরাপাড়ায় পাওয়া যায় না! সব বড় শপিং-আউটলেট, সোনার দোকান, রেস্তোরাঁ তৈরি হয়ে গেছে। ব্যারাকপুরে ননদ থাকে পলার, ওখানেও এখন বড় বড় শপিং মল। আনন্দে পলার মনটা নেচে উঠেছে। সময় নিয়ে ঘুরে ঘুরে সবার জন্য কেনাকাটা করবে। নিজের জন্য খানকয়েক ভাল শাড়ি কিনে ফেলতে হবে এখনই, কারণ এরপরেই তো বাড়িতে বিয়ে লাগবে। পলার বোন তো বলেই দিয়েছে শাড়ি ছাড়াও ওয়েস্টার্ন, ইন্দো-ওয়েস্টার্ন— সব চাই তার দিদির থেকে। বিয়ে বলে শুধু শাড়ি-গয়নাতেই সে ক্ষান্ত হবে না। দিদির কাছেই ওর যত আবদার। তাহলে একবার চট দেখে নিই এ-বছরের পুজো ফ্যাশন ট্রেন্ড।

ফ্যাশনেবল নারী

ফ্যাশন মানেই তো অর্ধেক দখলদারি মহিলাদের। এ-বছর পুজোর লেটেস্ট ট্রেন্ড হল ফিউশন ওয়্যার। সেই কালেকশনে প্রথমে থাকছে নানা ধরনের কম্বিনেশন আউটফিট। কালারফুল শ্রাগ। কটন, লাইক্রা বা রেয়ন লং শ্রাগের নিচে বেলবটম বা ওয়াইড ডেনিম এবং স্লিভলস ক্রপটপ। লং শ্রাগ এখন সব কিছুর সঙ্গে মানানসই এমনকী শাড়ির সঙ্গেও। ঢোলা কটন প্যান্টস এবং কটন ক্রপটপের সঙ্গে মিড লেন্থ শ্রাগ। ইনার ফেব্রিক হালকা এবং ওপরে মাল্টিকালারড শ্রাগ দারুণ ক্লাসি লুক দেবে।

ড্রেস বছর বছর ট্রেন্ডিং। এবছরও তার ব্যতিক্রম নেই উপরন্তু বৈচিত্রে তাক লেগে যাবে। শর্ট ড্রেস, নি লেন্থ এবং লং ড্রেস-এর চাহিদা তুঙ্গে। সলিড কালারের লং বডিকন ড্রেস এ বছর ইন। শার্ট ড্রেস ট্রেন্ডে ছিলই। কটন বা পিওর লিনেন সলিড এবং চেকসে শার্ট ড্রেস টিনদের খুব পছন্দের। কাফতান ড্রেস আর জামদানি ড্রেস ভীষণ ট্রেন্ডিং। কাফতানে টাই অ্যান্ড ডাই মেটিরিয়াল ভাইব্রান্ট কালার খুব চলবে। কাফতান স্টাইলে শুধু ড্রেস নয়, টপ, লং কুর্তি বা ওয়ান পিসও ট্রেন্ডিং।

জামদানি একেবারেই ট্র্যাডিশনাল হলেও এর দুর্দান্ত পশ্চিমিকরণ হয়ে গেছে। জামদানি এখন যে কোনও ফ্যাশনের পুরোধা। জামদানির ইন্দো-ওয়েস্টার্ন, ফিউশন, ওয়েস্টার্ন ওয়্যার ট্রেন্ডিং। জামদানি টু পিস ভিতরে লং ওয়ান পিস স্লিভলেস জিমদানি ড্রেস ওপরে কনট্রাস্ট জামদানি শ্রাগ। ওয়ান পিস এ লাইন জামদানি ড্রেস, স্কার্ট এবং টপ, ঢোলা প্যান্টস, স্লিম টপ, জামদানি গাউন ভীষণভাবেই নজর কাড়বে। জামদানির ট্র্যাডিশনাল চুড়িদার কুর্তা বা সালোয়ার কামিজও ভীষণ ট্রেন্ডিং এবছর। জামদানির রঙে রয়েছে বৈচিত্র্য।

এবছর সবচেয়ে ট্রেন্ডিং মেটিরিয়াল হল মোডাল। নরম, প্রিন্টেড গ্লসি লুকের এই সিল্ক মেটিরিয়ালের ভীষণ আরামদায়ক এবং বেশ জমকালো। মোডালের টুপিস, ওয়ান পিস ড্রেস লং, মিড লেন্থ এবং শর্ট, টপ, ট্রাডিশনাল কুর্তা, কাফতান প্যাটার্নের ড্রেস, অ্যাসিমেট্রিক ড্রেস, সাইড স্লিটেড পেনসিল স্কার্ট ও মোডাল কলারড টপ পরে পুজো মণ্ডপে থাকবেন অষ্টাদশী থেকে মধ্যবয়সি মহিলারা।

ডেনিম সবসময় মেটিরিয়াল হিসেবে খুব ট্রেন্ডেই থাকে। ২০২৫-এও ডেনিম ইন। ডেনিম লং পেনসিল স্কার্ট, মিড লেন্থ স্কার্ট, ওভার সাইজড জ্যাকেট, স্কিনি প্যান্ট, বেলবটম, রাগড ওয়াইড লেন্থ ডেনিম প্যান্টস, স্ট্রেচেবল টাইট ফিট জিনস, কো অর্ড সেট, বডি কন ড্রেস, টিউনিক, অ্যাঙ্কেল লেন্থ ডেনিম প্যান্টস, শর্ট শ্রাগ... শেষ হবে না তালিকা।

(এরপর ১৯ পাতায়)

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

অর্ধেক আকাশ

6 September, 2025 • Saturday • Page 19 || Website - www.jagobangla.in

১৯
৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
শনিবার

পুজোর ফ্যাশন ট্রেন্ড

(১৮ পাতার পর)

ডি-কনস্ট্রাকচার্ড ডিজাইন দেখা যেতে পারে এ বছর ডেনিমেই। যেমন ডেনিমের উপর প্যাচওয়ার্ক, অ্যাসিমেট্রিকাল কাট এ বছর চোখে পড়তে পারে। আবার ডেনিমে ওভারসাইজ কলারড জ্যাকেটও চোখে পড়বে।

কো-অর্ড সেট বাঙালির মুখে মুখে এখন কড সেটে পরিণত হয়েছে। নাম যাই হোক আসলে আপার এবং লোয়ারের কো-অর্ডিনেশনটাই সংক্ষেপে কো-অর্ড। কো-অর্ড সেট-এর চাহিদা এবছর তুঙ্গে। পিওর কটন, রেয়ন, মোডাল, ক্রেপ, নরম লাইক্রা মেটিরিয়ালের লং কুর্তি বা কুর্তি স্টাইল শার্ট এবং একই কম্বিনেশনের প্যান্টস দেখতে দারুণ স্মার্ট। ফ্লোরাল এবং জ্যামিতিক প্রিন্ট ইন কো-অর্ড সেটে। এছাড়া সলিডকালার, মাল্টিকালারড প্যানেল, বড় স্ট্রাইপ সবই ট্রেন্ডে।

বেশ কয়েক বছর ধরেই ফ্যাশনে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে অ্যাথলেইজার। এখন ফ্যাশনের ক্ষেত্রে কমফোর্টকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে সকলে। সেজন্যই ট্রাভেল মুডে থাকলে পুজোয় অ্যাথলেইজার বেছে নিচ্ছেন অনেকেই। অ্যাথলেইজার আর কিছুই নয়, স্পোর্টসওয়্যার আরও একটু বেশি ফ্যাশনেবল।

হাকোবা এ-বছর আরও বেশি ট্রেন্ডিং মেটিরিয়াল। এতদিন হাকোবা ব্লাউজ নিয়ে আগ্রহ তুঙ্গে ছিল এবার শুধু হাকোবার ব্লাউজ নয়, হাকোবার ড্রেসও ট্রেন্ডে। হাকোবার লং বা মিড লেন্থ বা শর্ট ড্রেস, হাকোবা ওভারসাইজ ও ফিটেড টপ, হাকোবা শ্রাগ— কী নেই! হাকোবার কালার প্যালেটে সবই সলিডের উপর পেয়ে যাবেন।

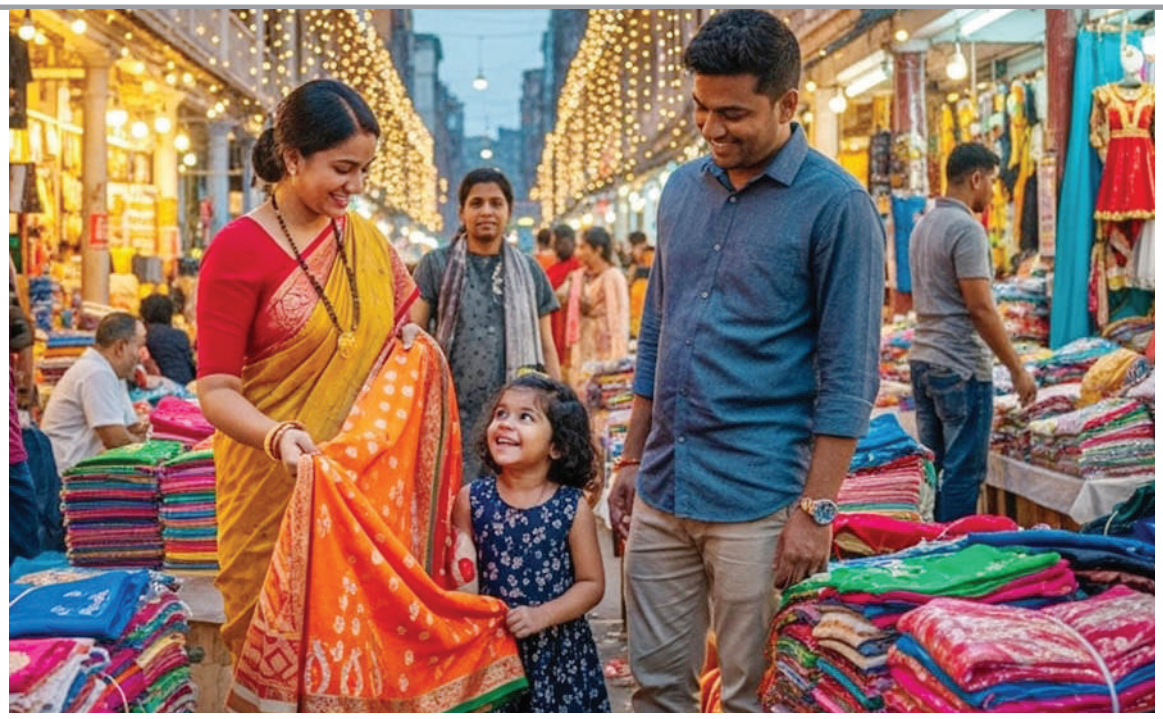

লং কুর্তি, স্ট্রেট প্যান্ট বা লুজ ফিট সালোয়ার এবং দোপাট্টা ট্রেন্ডেই থাকে তবে ধোতি উইথ শর্ট কুর্তি এ-বছরের পপুলার ফ্যাশন ওয়্যারগুলোর মধ্যে অন্যতম। এটা হট কেক বলা চলে। কালার প্যালেটে এবছর ব্রাইট এবং প্যাস্টেল দুটোরই দেখা মিলবে। এমব্রয়ডারি হলেও বেশিটা থাকবে নেকলাইনে এবং হাতে।

শাড়ি বাহারি

দুর্গাপুজোর ক'দিন পলা ঠিক করেছে অন্য কোনও পোশাক পরবে না শুধু শাড়ি ছাড়া। সারাবছর ওদেশে শাড়ি পরাই হয় না। আর পুজোর দিনগুলো ওখানে অঞ্জলি, খাওয়াদাওয়া আর তিনদিন ধরে চলা অনুষ্ঠান— ব্যস। কলকাতার পুজো, দেশের বাড়ির পুজো মানেই প্যান্ডেল হপিং, খেতে যাওয়া, জনস্রোতে মিশে যাওয়া— এখানেই তো শাড়ির কদর সবচেয়ে বেশি। এবছর সবচেয়ে ট্রেন্ডি শাড়ি হল মসলিন জামদানি, তসর জামদানি, খাদির ওপর জামদানি এবং লেস উইভ, বুটি জামদানি লেস ওয়র্ক করা, বনলতা জামদানি। চিরাচরিত করাত-কাজের বৈচিত্র্য থেকে বেরিয়ে ফুল, লতাপাতার মোটিফ এখন জামদানির ট্রেন্ডে। কালার কম্বিনেশন এ বলে আমায় দ্যাখ তো ও বলে আমায়। শিউলি শাড়িতে গতবছরও বাজিমাত করেছিল। বাঙালি কন্যে এবছরও তাই। লাল-সাদায় হাকোবা শাড়ি সঙ্গে পাড় জুড়ে লাল ফ্রিল, হাকোবা ট্রাডিশনাল ফ্রিল দেওয়া বোট নেক ব্লাউজের কম্বিনেশন এককথায় দুর্দান্ত।

সুতির কদর শাড়িতে ছিলই কিন্তু এ বছর ট্রেন্ডিং হল সিল্ক। পাটু সিল্ক, টিস্যু সিল্ক, টিস্যু জামদানি, মাশরু সিল্ক, টিস্যু বেনারসি, কাতান বেনারসি, ট্রাডিশনাল ইক্কত, ব্যাঙ্গালোর সিল্কে খাড্ডি, পিওর কাতানে খাড্ডি, মাশরু কাতান, পিওর কাতান বালুচরি আর আর্টিফিশিয়াল বালুচরি ট্রেন্ডে। পাশাপাশি কিশোরীদির জন্য ফেন্ডি এবছর খুব পপুলার। পিওর ট্রান্সপারেন্ট গ্লসি টিস্যু লুক শাড়িতে জমকালো লেস এবং সিকুইন ওয়র্ক-করা পাড়। ফেস্টিভ সিজনেও, পার্টিওয়্যার হিসেবেও এই শাড়ি দুর্দান্ত। কালার প্যালেট সলিড ইয়েলো, পিচ, পিঙ্ক, ম্যাজেন্টা, গ্রিন, অলিভ, পার্পল, ব্লু, টারকয়েজ— বাদ নেই কিছু। সিল্কের কম্বিনেশন কালার প্যালেট অনবদ্য। নীল রানির ওপর পেটানো কপার জরির কাজ বা গাঢ় সবুজ আর লালের সঙ্গে পেটানো জরি ওয়র্ক। এছাড়া জুট বেনারসি, মটকা বেনারসি এবং মাহেশ্বরী সিল্ক এবছর ট্রেন্ডিং। একই রঙের লাইট এবং ডিপের কনট্রাস্টে পাওয়া যাবে। ডুয়েল টোন, সিঙ্গল টোন— কী চান সব পাবেন। পিওর কটনে রেশম চেকস পাড়ে ও আঁচলে এমব্রয়ডারি এবছরের লেটেস্ট।

স্টাইলিশ পুরুষ

২০২৫ পুরুষ ফ্যাশনে মারকাটারি ট্রেন্ড। ড্রেপড কুর্তা, লেয়ারড আঙ্গরাখা উইথ অ্যাসিমেট্রিক হেমলাইঅন। একটু ফ্লেয়ারি পোশাক। মেয়েদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ-বছর ছেলেদেরও দেখা যাবে প্যান্ট স্টাইল ধোতির সঙ্গে শর্ট কুর্তা পরতে। সবগুলো একদিকে ভীষণ কনটেম্পরারি অন্যদিকে ট্র্যাডিশনাল। অ্যাসিমেট্রিক কুর্তার সঙ্গে সিগারেট প্যান্ট আর চামড়ার মোছরি ফাটাফাটি লুকস দেবে। টোন অন টোন লেয়ারিং কুর্তা ওপরে নেহরু জ্যাকেট আবার বোলেরো জ্যাকেটস ও ট্রেন্ডিং আসলে পুরুষ ফ্যাশনে কোনও মাপকাঠি এবছর নেই। যে কোনও ধরনের এক্সপেরিমেন্ট চলবে।

(এরপর ২০ পাতায়)

অর্ধেক আকাশ
6 September, 2025 • Saturday • Page 20 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বিশ্বজয়ীর মা

শিকাগো ধর্ম মহাসভায়

(১৭ পাতার পর)

খাওয়াপরার ব্যবস্থা করে পুত্র জানল, মায়ের প্রতি কর্তব্য করছে— মায়ের হৃদয়ের ব্যথার অবসান হল কি!

ভুবনেশ্বরী দেবী বিশাল পরিবারে ব্যতিক্রমী কর্ত্রী। তিনি তাঁর দুই বড় মেয়েকে বেথুন কলেজে এবং তাঁর দুই ছোট মেয়েকে রামবাগানের মিশন স্কুলে পড়াশোনার জন্য পাঠিয়েছিলেন। যোগেন্দ্রবালা বেথুন কলেজের অধ্যক্ষ মিস কামিনী সিলের কাছ থেকে ইংরেজি পড়াশোনা করেছিলেন। অধ্যাপক ম্যাকডোনাল্ডের স্ত্রী মিসেস ম্যাকডোনাল্ডও তাঁকে তাঁর বাড়িতে পড়াতে আসতেন।

তাঁর বিরল মহত্ত্ব এবং আত্মত্যাগের মনোভাবের আরেকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা রয়েছে। ১৮৯১ সালে পঁচিশ বছর বয়সে সিমলা পাহাড়ে তাঁর মেয়ে যোগেন্দ্রবালার আত্মহত্যার পর তাঁর জামাতা পুনরায় বিবাহ করেন। নিজের আবেগকে উজ্জীবিত করে তিনি নতুন স্ত্রীকে নিজের বাড়িতে গ্রহণ করেন এবং তাকে নিজের মেয়ের মতোই সম্মান করেন।

দত্ত পরিবারের বেশিরভাগ সদস্য ১৮৬৭ সালে নবগোপাল মিত্র কর্তৃক আয়োজিত বার্ষিক হিন্দু মেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন, যা ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি জাতীয় গর্বকে উৎসাহিত এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য পরিচালিত হয়েছিল। ভুবনেশ্বরী দেবীর কন্যারা তাঁদের হস্তশিল্পের নমুনা প্রদান করেছিলেন। এক বছর দুই সন্তান সর্বোচ্চ পুরস্কারগুলির মধ্যে একটি পেয়েছিল— লাল মখমলের উপর জারি— সূচিকর্ম নকশা প্রদর্শনের জন্য মেয়ে হারামানি এবং জিমন্যাস্টিকসের জন্য ছেলে নরেন। ১৮৮০ সালে কলকাতায় ইউবার্ট প্রদর্শনীতে, তাঁর মেয়ে যোগেন্দ্রবালার পুঁতির মালা প্রদর্শনীও একটি পদক জিতেছিল।

কঠোর কর্তব্য পালনের মাঝেও স্বামীজির মা ইংরেজি শেখার জন্য সময় বের করে নিয়েছিলেন। ভগিনী নিবেদিতা এবং ভগিনী ক্রিস্টিনের সাথে দেখা করতে গেলে তিনি তাঁদের সাথে ইংরেজিতে কথা বলতে পারতেন। তিনি বাড়িতে তাঁর তিন ছেলেকে প্রাথমিক ইংরেজি শিক্ষা দিতেন। ইংরেজিতে ধর্মনিরপেক্ষ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তিনি নৈতিক শিক্ষাও দিতেন। তিনি তাঁদের দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে, যত কষ্টই হোক না কেন, নৈতিক নীতিগুলি কখনই ত্যাগ করা উচিত নয়।

তিনি প্রতিদিন রামায়ণ ও মহাভারত থেকে পাঠ করার জন্য, সেই সময়ের বাংলা সাহিত্য পড়ার জন্য এবং বাংলা পদ রচনা করার জন্য সময় বের করতেন। তাঁর বাংলা হাতের লেখা ছিল অসাধারণ সুন্দর। তাঁর অসাধারণ স্মৃতিশক্তির জন্য ধন্যবাদ, নরেন্দ্রনাথ তাঁর কোলে বসে মহাকাব্য এবং পুরাণ থেকে অনেক গল্প শিখেছিলেন। তিনি এই গল্পগুলির অনেকগুলি ভগিনী নিবেদিতার সাথে ভাগ করে নিয়েছিলেন, যিনি সেগুলি সংশোধন করেছিলেন এবং তাঁর নিজস্ব শৈলী দিয়ে সেগুলিকে অমর করে রেখেছিলেন তাঁর ক্র্যাডল টেলস অফ হিন্দুইজম বইটিতে।

প্রচণ্ড অভাব, নরেনের একটা কিছু কাজ হয়ে গেলে পরিবারটা বাঁচে। একদিন মা পুজো করে উঠতেই চান না, ছেলে রেগে যাচ্ছে। মা উঠতে চান না কারণ পুজোর শাড়িটা শতচ্ছিন্ন। শেষে মা বলেই ফেললেন একটা গরদের শাড়ির কথা। ছেলে নতমুখে বাসা থেকে বেরিয়ে আসে— বেকার ছেলে, কোনও পয়সা নেই হাতে। মন খারাপ ভুলতে সোজা দক্ষিণেশ্বর। সেখানে দেখে ঠাকুর অপেক্ষা করছেন লরেনের জন্য, একথালা মিছরি আর একটা গরদের শাড়ি নিয়ে। ঠাকুরের দান দেখে নরেন চটে গেলেন, বাড়িতে ভাত নেই আর আপনি আমাকে মিছরি দিয়ে ভোলাচ্ছেন!! আর গরদের শাড়ি নিয়ে আমি কী করব? ঠাকুর বললেন, মাকে দিবি, আমি জানি তোর মায়ের শাড়িটা পুরনো হয়ে গেছে। নরেন চমকে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, আপনি জানলেন কী করে? ঠাকুরের হাস্যময় উত্তর, আমার মা বলেছে। কিন্তু নরেন তেজোদীপ্ত গলায় বলল, মায়ের জন্য আপনার ভিক্ষে নেব কেন, যখন নিজে পারব কিনে দেব। ঠাকুর লরেনের ফোঁস দেখে হেসেই অস্থির। পরে রামলালকে দিয়ে লুকিয়ে পাঠালেন— লরেন বাড়িতে না থাকলে তবেই মাকে দিতে বললেন। রামলাল সারা সকাল লুকিয়ে রইলেন বাড়ির সামনে, দুপুরে ছেলে বেরোলে মাকে দিলেন শাড়ি। মা ছেলের অমতে কিছুতেই নেবেন না সে শাড়ি এটা ঠাকুর জানতেন তাই রামলালকে সেভাবেই শিখিয়ে পাঠিয়েছিলেন। বিকেলে বাড়ি ফিরে মায়ের অঙ্গে নতুন গরদ দেখে নরেনের শিরদাঁড়ায় শিহরন খেলে গেল— গুরুকে চিনলেন আবারও।

ভুবনেশ্বরী দেবীর আর্থিক বঞ্চনা এবং মানসিক দুর্দশার এক সংকটময় সময়ে কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ ১৯০৩ সালে ভারতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৭ সালে, বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন-এর মুখপত্র যুগান্তরের সম্পাদক হিসেবে তাঁর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। তাঁকে এক বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়, যার পর তিনি মুক্তি পান। সিস্টার ক্রিস্টিনের পরামর্শ এবং আর্থিক সহায়তায়, মায়ের শেষ সম্বল কিছু গহনা নিয়ে তিনি একই দিনে কলকাতা ত্যাগ করেন। একসময় ডাঃ নীলরতন সরকারের বাড়িতে এক সমাবেশে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল যেখানে তাঁকে সম্মানসূচক একটি স্ক্রোল প্রদান করা হয়েছিল। তার উত্তরে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্রকে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছেন— ভূপেনের কাজ সবে শুরু হয়েছে। আমি তাকে দেশের জন্য উৎসর্গ করেছি। জনসমক্ষে বার্তা দেওয়ার সময় মাতৃহৃদয়ের ক্ষত আড়াল করতে পেরেছিলেন বলেই তিনি ভুবনেশ্বরী। স্বামীজির শেষ বছরগুলিতে তিনি চন্দ্রনাথ এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য তীর্থস্থান পরিদর্শন করেছিলেন। পরে তিনিও কোনও সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীর সাথে তীর্থযাত্রায় গিয়েছিলেন এবং একবার স্বামী ব্রহ্মানন্দের সাথে পুরীতে গিয়েছিলেন। স্বামীজি যখন বেলুড় মঠে থাকতেন, তখন তিনি মাঝে মাঝে সেখানে তাঁর সাথে দেখা করতে যেতেন। বুকে পাথর চেপে তিনি তাঁর মৃত পুত্রের পাশে ছিলেন। স্বামীজির ভাই-ভিক্ষুরা তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছিলেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি তাঁদের নিজের পুত্র হিসেবে বিবেচনা করতেন এবং প্রতি বছর স্বামীজির জন্মদিন উদযাপনে ১০ টাকা অনুদান দিতেন। একজন মাকে তাঁর পুত্রের মৃতদেহ দেখতে যে মনের জোর দরকার তাকে ঈশ্বর সেটা তাঁকে হয়তো দিয়েই পাঠিয়েছেন যেহেতু তিনিই এই চিত্রনাট্যের লেখক।

এক দীর্ঘ কর্মময় ও দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটে ১৯১১ সালের জুলাই মাসে। জগদীশ্বর একের পর এক সহ্যশক্তির পরীক্ষা নিয়ে গিয়েছিলেন ভুবনেশ্বরীর থেকে। চরম কষ্টেও সে পরীক্ষায় 'পাশ' করেছিলেন তিনি। সেই জন্যই তিনি হয়তো এই বাংলারই এক অজানা মহীয়সী নারী। মৃত্যুর সময় পাশে ছিলেন সিস্টার নিবেদিতা।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় স্বরাজ পত্রিকায় একটি ছবি প্রকাশ করেছিলেন ভুবনেশ্বরী দেবীর তাতে লেখা ছিল— আমরা নরেন্দ্রর মাতার চিত্র দিলাম। নরেন্দ্রর মাতা রত্নগর্ভা। আহা, মায়ের ছবিখানি দেখো, দেখিলেই বুঝিতে পারিবে নরেন্দ্র মায়ের ছেলে বটে আর মাতা ছেলের মা বটে। এটিই ভুবনেশ্বরী দেবীর একমাত্র প্রকাশিত ছবি। সত্যিই তিনি রত্নগর্ভা, তিনি সর্বংসহা— তিনিই আদ্যাশক্তি ভুবনেশ্বরী।

পুজোর ফ্যাশন ট্রেন্ড

(১৯ পাতার পর)

পাউডার ব্লু, সেজ গ্রিন, টিল্ট ব্লু, ব্লাশ পিঙ্ক, বেইজ একদম ট্র্যাডিশনাল সফট টোনগুলোই পুরুষের পোশাকে দেখতে পাওয়া যাবে। মেটিরিয়ালের চান্দেরি, লিনেন, পিওর খাদি এবং সিল্ক খুব চলনসই হবে। এবছর পোশাকের কাটস-এর ওপর গুরুত্ব বেশি থাকবে, সেই সঙ্গে মিনিমালিস্টিক হ্যান্ড উভেন এমব্রয়ডারি ইন। মিরর ওয়র্ক করা কলার, হাতের পাইপিন, বুকের কাছে রেশম ওয়র্ক সবেরই এ-বছর দেখা মিলবে। পিওর ট্র্যাডিশনাল পোশাকে ধুতি-পাঞ্জাবি, শেরওয়ানি তো রয়েছেই। রয়েছে শর্ট কুর্তা প্যান্টস, ফ্লোরাল শর্ট শার্ট, জ্যামিতিক প্রিন্টসের শার্ট, ওভারসাইজড টি শার্ট। এছাড়া যোধপুরি কুর্তা জ্যাকেট, কাউলড ড্রেপড ধোতি প্যান্ট, ট্রেঞ্চ কোর্টও ফ্যাশনে।

কিউট কচিকাঁচারা

পুজো মানেই তো কচিকাঁচারা আর ছোটদের ফেব্রিক মানে ব্রিদেবল, আরামদায়ক যা পরে হালকাফুলকা থাকা যায় সেই সঙ্গে দামালপনাও করা যায়। বড়দের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তৈরি ছোটরাও। তাতাই এবার পুজোয় পরবে ছোট্ট ধুতি আর পাঞ্জাবি, একটা শেরওয়ানি স্টাইল কুর্তা সঙ্গে কটন প্যান্টস। পলা ছেলে এবং বাবার ম্যাচিং দুটো পাঞ্জাবি

অর্ডারও করেছে। দুটোই টাই ডাই করা তার ওপর ভেজিটেবল প্রিন্ট। আঙ্গরাখা স্টাইলের সঙ্গে কটন রেডিমেড ধোতি। ওদের অষ্টমীর সাজ হবে এটাই। বড়দের পাঞ্জাবি কুর্তার রেপ্লিকা হিসেবে ছোটদেরটাও এসে গেছে মার্কেটে। এছাড়া ছোট্টসোনা মেয়েদের টিউনিক ড্রেস, শর্ট বডি কন ডেনিম ড্রেস, শর্ট স্কার্ট, কটন ড্রেস উইথ ওভারল্যাপিং জ্যাকেট, ডাংরি, হাফ প্যান্ট উইথ ক্রপ টপ এ-বছর ইন-এর সঙ্গে স্যুট প্যান্ট, বার্বি ড্রেস খুব চলবে। ওয়াইড লেগ ডেনিম ছোট ছেলে-মেয়ে দুজনের ক্ষেত্রেই এ-বছরের ট্রেন্ডিং। ছেলেদের শার্ট, লুজ টিজ ফ্যাশনে। ছোটদের কালার প্যালেট মানেই ভাইব্রান্ট শেড আবার মজার বিষয় হল এ-বছর পেস্টাল শেডও ছোট্টসোনাদের ট্রেন্ডিং। রেড, কোরাল রেড, ব্লু, ব্লুইশ পার্পল বা গ্রিন উইথ ইয়েলো টাই অ্যান্ড ডাই, পার্পলিশ প্যালেট— এ-বছরের লেটেস্ট কালার টোনের সঙ্গে কটন চেকস, স্ট্রাইপ, সলিড কালার প্যাটার্ন খুব চলবে। মেয়েদের এথনিক ওয়্যারে আনারকলি, কো অর্ড সেট, এথনিক সালোয়ার কুর্তা, শরারা, ঘাঘারা বা লেহেঙ্গা, ফ্লেয়ারড স্কার্টে সিকুইন, এমব্রয়ডারি ওয়র্কে দেখা মিলবে সেমি সিল্ক বা সিল্ক, খাদি কটনে প্রিন্ট, লাইট ফ্লোরাল প্রিন্ট ফ্যাশনে। ছোটরাও অষ্টমীর অঞ্জলিতে শাড়ি এবং ধোতি-কুর্তা পরে বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে অনায়াসে।

বাজিমাতে বয়স্করাও

আজকের যুগে বয়স একটা সংখ্যামাত্র। ট্রেন্ড সেটাই যেটা আপনি সেট করতে পারবেন। এই পর্যায়ে পোশাক ক্যারি করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। বয়স অনুযায়ী ট্রেন্ড হল কমফর্টেবল আর ক্লাসি। সেই অনুযায়ী পোশাক বাছুন। রেট্রো স্টাইলকে আরও আধুনিকীকরণ করে পোশাকে ফিউশন লুক নিয়ে আসতে পারেন। কলারড বোটনেক, গ্লাস স্লিভ ব্লাউজ সঙ্গে টিস্যু সিল্ক শাড়ি। প্লেন কটন হ্যান্ডলুম সঙ্গে একটা জমকালো ব্লাউজ। অন্য পোশাকে লং কাফতান ইন তাই কাফতান যাবে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে। হেমলাইনে যদি সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারি থাকে এলিগেন্ট লাগবে। জামদানি ইনে তাই যে কোনও ফ্যাশনেবল মানুষই এ-বছর চাপমুক্ত। জামদানি ম্যাক্সি ড্রেস, লুজ ফিট ট্রাউজার ওভারসাইজড জামদানি কুর্তা বা মিড লেন্থ টপ। জামদানি ঢোলা ড্রেস, সালোয়ার, কুর্তা, কো-অর্ড সেট খুব ট্রেন্ডি করে তুলবে আপনাকে। বয়স বেশি মানে হালকা রং— এই কনসেপ্ট আর নেই। বয়স বাড়ুক আনন্দের সঙ্গে আর সেই আনন্দ থাকুক রঙেও। এ-বছর কালার প্যালেট হোক ভাইব্রান্ট। রেড, কোরাল, ব্লু, ইয়েলো, গ্রিন, মস, মেরুন, গোল্ডেন, সিলভার, পার্ল হোয়াইট, মিল্কি হোয়াইট অবশ্যই ব্ল্যাক, গ্রে ইত্যাদি। আর পুজো মানেই এথনিক ওয়্যার ধুতি, এমব্রয়ডারড পাঞ্জাবি, প্রিন্টেড কুর্তা, তসর, ইক্কত, সলিড কালার জামেবার, এমব্রয়ডারড সালোয়ার একটু ফ্লেয়ারি কুর্তা যা পরবেন আত্মবিশ্বাস থাকলে সেটাই মানাবে।